চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 98 Friday, 10 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৯৮ সংখ্যা ❋ ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৯, শুক্রবার, ১০ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

চলন্ত গাড়িতেই হঠাৎ হৃদরোগ, প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ কৌশিক

মুম্বই, ৯ মার্চঃ তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে বাচ্চা থেকে বয়স্ক, সকলের মুখে ফুটিয়েছিলেন হাসি। সেই হাসির রোল থামিয়েই চলে গেলেন জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ কৌশিক। বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ মেলে। অভিনেতা অনুপম খের টুইট করে তাঁর মৃত্যুর কথা জানান। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। বলিউডে বিভিন্ন সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি নানা সিনেমা পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর পেতেই শোকের ছায়া নামে বলিউডে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরেই প্রবীণ অভিনেতার মৃত্যু হয়। তিনি গুরুগ্রামে কারোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। গাড়িতেই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই, গাড়িতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে গুরুগ্রামের একটি নামী হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ ময়নাতদন্তের পর তাঁর মরদেহ মুম্বইয়ে আনা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রবীণ অভিনেতার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। রিপোর্টে অভিনেতার মৃত্যুর কারণ হিসাবে হৃদরোগ বলা হয়েছে। বলিউড অভিনেতা অনুপম খের টুইট করে সতীশ কৌশিকের মৃত্যুর খবর জানান। টুইটে তিনি লেখেন, ‘জানি মৃত্যুই এই পৃথিবীর চিরন্তন সত্য! কিন্তু আমি আমার স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে আমার প্রিয় বন্ধুর সম্পর্কে এই কথা লিখতে হবে। আমাদের ৪৫ বছরের বন্ধুত্বে হঠাৎ ছেদ পড়ল! তোমায় ছাড়া জীবন আগের মতো থাকবে না সতীশ!’ ১৯৬৫ সালের ১৩ এপ্রিল হরিয়ানায় জন্ম গ্রহণ করেন সতীশ কৌশিক। বলিউডে আত্মপ্রকাশের আগে তিনি থিয়েটারে অভিনয় করতেন। একাধিক বিখ্যাত সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত সিনেমাগুলি হল মিস্টার ইন্ডিয়া (১৯৮৭), দিওয়ানা মাস্তানা (১৯৯৭), রাম লাখন (১৯৯০), সাজন চলে সসুরাল (১৯৯৭), রূপ কি রানি, চোরো কা রাজা, তেরে নাম প্রভৃতি। তিনি একাধিক ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পেয়েছেন কৌতুক চরিত্র অভিনয়ের জন্য। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি স্ক্রিনরাইটার, পরিচালক ও প্রযোজক হিসাবেও কাজ করেছেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী ও কন্যা সন্তান রয়েছে। সতীশ কৌশিকের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোকবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় চলচ্চিত্র ও শৈল্পিক সৃষ্টিতে সতীশ কৌশিকের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

নবান্নের কড়া অবস্থান

ধর্মঘটে ডিউটিতে না এলেই ‘ব্রেক ইন সার্ভিস’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ বকেয়া ডিএর দাবিতে শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের একাধিক সংগঠন। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি শিবিরও। বামপন্থী সংগঠনগুলি শুরু থেকেই পাশে রয়েছে আন্দোলনকারীদের। এদিকে ধর্মঘট ব্যর্থ করতে পাল্টা আসরে নেমেছে তৃণমূলপন্থী সংগঠনগুলিও। এমন এক আবহের মধ্যে এবার ধর্মঘটের আগে কড়া অবস্থান রাজ্যে সরকারের। নবান্ন থেকে কড়া ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামিকাল সমস্ত সরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা রাখতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মচারীকে কাজে যোগ দিতে হবে। আগামিকাল কোনও কর্মচারী ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য কোনও ধরনের ছুটি নিতে পারবেন না। এমনকী কেউ হাফ ডে ছুটিও নিতে পারবেন না। ১০ মার্চ প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে গোটা দিন ডিউটিতে থাকতে হবে। যদি কোনও সরকারি কর্মচারী আগামিকাল অফিসে কাজে যোগ না দেন, তাহলে তা ডায়েস নন বা ব্রেক ইন সার্ভিস হিসেবে গণ্য হবে বলে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। যদি কেউ ছুটি নেন, তাহলে ওই সরকারি কর্মচারীর বেতন কাটা যাবে। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের ছুটির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। কোনও সরকারি কর্মচারী যদি হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, বা যদি তাঁর পরিবারে শোকের কোনও

পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে ওই সরকারি কর্মচারীকে ছাড় দেওয়া হবে। পাশাপাশি যদি কেউ ৯ তারিখের আগে থেকে গুরুতর কোনও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অফিসে অনুপস্থিত থাকেন তাঁদেরও ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৯ তারিখের আগে অনুমোদন পাওয়া কোনও চাইল্ড কেয়ার লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ, মেডিক্যাল লিভ বা আর্নড লিভও এই কড়াকড়ির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনও কারণে কোনও কর্মচারী আগামিকাল ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকলে, তাঁদের শোকজ নোটিস ধরানো হবে। জবাব সন্তোষজনক না হলে, সেটিকে ডায়াস নন বা ব্রেক ইন সার্ভিস হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই দিনের বেতন কাটা যাবে। আর যাঁরা শোকজ নোটিসের জবাব দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও যৌথ মঞ্চের কর্মচারীরা জানাচ্ছেন, ডায়াস নন আর ব্রেক ইন সার্ভিস এক বিষয় নয়। ডায়াস নন এর সঙ্গে বন্ধনীতে ব্রেক ইন সার্ভিস লেখা সঠিক নয় বলেই দাবি তাঁদের। সরকার এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভয় দেখানোর জন্য করেছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। এদিকে আগামিকালের বনধ নিয়ে সতর্ক নবান্ন। ধর্মঘট নিয়ে এ দিন দফায় দফায় বৈঠক করেছে নবান্নের শীর্ষ মহল। তার পরপরই এদিন জরুরী ভিত্তিতে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসকদের জরুরী ভিত্তিতে বৈঠকে ডাকেন। সূত্রের খবর সেই বৈঠকেই বনধ নিয়ে জেলাগুলিকে সতর্ক থাকতে বলেন মুখ্যসচিব। বৈঠকে শুরুতেই মুখ্যসচিব জেলাশাসকদের সতর্ক করে বলেন আগামিকালের বনধ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিয়ে নজর দিতে হবে। বনধ মোকাবিলা করতে সব রকমের ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার-সহ পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরাও। নবান্ন সূত্রে খবর সেই বৈঠকে পুলিশকেও সব রকমের পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন খোদ মুখ্য সচিব। যদিও এই বৈঠক চলাকালীন নবান্নে উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলায় কৃষকরা ভালো আছেন

বিধানসভায় বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধানসভায় পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধিবেশনের আজকের পর্বের তখন প্রায় শেষলগ্ন। বিধানসভার অংদরে তখন খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। সেই সময় অধিবেশন কক্ষে ঢোকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চান, মুখ্যমন্ত্রী কিছু সংযোজন করতে চান কি না। সেই সময় খাদ্য ও রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলেন মমতা। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের রেশনিং ব্যবস্থার ফারাকের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ‘‘আগে অনেকে রেশন তুলে নিত। এক কোটি ৮৬ ভুয়ো নাম ছিল সিপিএম আমলে। আমরা বাদ দিয়েছি। আমাদের এখন রেশন কার্ড পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যাঁরা রেশন নেন, তাঁদের আলাদা করে কার্ড দেওয়া হয়েছে।’’ সিঙ্গুরের জমি ফেরত দিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথাও এদিন উঠে আসে মমতার কথায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কোথায় পড়বে, সেটা ঠিক ছিল না। আমরা তৃতীয় লিঙ্গকে চাকরির অধিকার দিয়েছি।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, আগে বালি ও কাকড় মেশানো চাল দিত এফসিআই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে যে সমালোচনা বিরোধী শিবির করছে, তা নিয়েও এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ‘‘গণতন্ত্রে সবাই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তার কোনও মানে নেই।’’ সঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, ‘‘আমাকে পলিটিক্যালি গবেট কেউ ভাবতে পারেন। আমার কিছু করার নেই।’’ ভিন রাজ্য থেকে পোস্ত কেনার সমস্যার কথাও এদিন উঠে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘‘সব পোস্ত মাদক নয়। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পোস্ত না হলে আমাদের চলে না। চারটে রাজ্যে পোস্ত চাষ হলে, আমাদের কেন হবে না? কি বিরোধী বন্ধুরা আপনারা তো খান। কেন্দ্রকে লিখুন। অন্য রাজ্যের থেকে আমাদের কিনতে হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সব রাজ্য পোস্ত চাষ করার অনুমতি পেলে আমরা কেন পাব না?’’ জেলায় জেলায় আলু চাষীদের অসন্তোষের দৃশ্য ফুটে উঠছে। আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে রাস্তায় আলু ফেলে ডানকুনি আরামবাগ রোড অবরোধ করে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী কৃষক সংগঠন। জলপাইগুড়িতেও রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ করেন কৃষকরা। জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড় এলাকায় রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ করেন সারা ভারত কৃষক সভার সদস্যরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। আলুচাষীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এবার বিধানসভায় আলু চাষীদের সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শেষ বেলায় বিধানসভায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ তাঁর বক্তব্য শেষ করার পর খাদ্য ও সরবরাহের বিষয়ে বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় তিনি জানান, রাজ্যে কৃষকদের আয় চার গুণ বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘‘আলুর দাম কম হওয়ায় চাষীরা সমস্যায় পড়েছেন। আমরা ৬.৫০ টাকায় আলু কিনছি। পরে দাম বাড়লে ব্যবহার করা হবে। আমাদের কৃষকরা ভাল আছেন। তাঁদের আয় চার গুণ বেড়েছে।’’ এর পাশাপাশি অতীতে বাম আমলে অনেক ভুয়ো রেশন কার্ড ব্যবহার হত বলেও অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আগে এফসিআই থেকে যে চাল দেওয়া হত, তাতে বালি ও কাকড় মেশানো থাকত বলেও অভিযোগ তাঁর। উল্লেখ্য, গতবছর আলু চাষীরা মাঠে যে আলু উপাদন করেছেন, তা প্রতি ৫০ কেজির বস্তা ৫০০-৮০০ টাকা হিসেবে বিক্রি করেছে। যাঁরা হিমঘরে আলু মজুত রেখেছিলেন, তাঁরা দাম পাননি। এদিকে আবার এই বছর জমি থেকে নতুন আলু তোলার পর চাষীরা পর্যাপ্ত মূল্য পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যদিও সরকারিভাবে ঘোষণা হয়েছে ৬৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে আলু কেনা হবে। এক্ষেত্রে চাষিদের দাবি, এই বছর ফলন কম হওয়ায় ৬৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসাবে সরকার আলু কিনলে তাদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকালে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা হয়।

রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল বৈঠক!

গাড়ি কিনেছি কুন্তলের টাকাতেই, বললেন বনি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল কুন্তল ঘোষের সঙ্গে। তারপর যুব তৃণমূল নেতার জন্মদিন সহ একাধিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এতটাই ভাল ছিল যে কোনও চুক্তি ছাড়াই তাঁকে টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন কুন্তল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মধ্যাহ্নভোজের সময় বেরিয়ে এমনটাই বললেন টলি অভিনেতা বনি। তাঁর দাবি, ব্যাঙ্কের লেনদেন খতিয়ে দেখতে গিয়েই তাঁর নাম সামনে এসেছে। কারণ ২০১৭ সালে কুন্তলের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গিয়েছিল একটি গাড়ি সংস্থার অ্যাকাউন্টে। আর সেই টাকায় গাড়ি কেনা হয়েছিল বনির নামে। যদিও ইতিমধ্যে সেই গাড়ি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন অভিনেতা। এদিন অভিনেতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাফ জানান, তাঁর সঙ্গে দুর্নীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কুন্তলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কিছু জানতেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। বনি উল্লেখ করেছেন, সিনেমায় কাজ করার জন্য তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন কুন্তল, তবে সেই সিনেমা হয়নি। বদলে একাধিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। লেনদেন প্রসঙ্গে বনি সেনগুপ্ত জানান, ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন কুন্তল। কিন্তু সিনেমা করার জন্য কোনও চুক্তি হয়নি তাঁদের মধ্যে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই নাকি চুক্তির কথা ভাবেননি কেউ। অভিনেতা এও জানান, তাঁকে নগদে টাকা দিতে চেয়েছিলেন কুন্তল ঘোষ। কিন্তু গাড়ি কেনার পরিকল্পনা ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে বলেছিলেন তিনি। এত ভাল সম্পর্ক কীভাবে? বনি জানিয়েছেন, একটি ইভেন্টে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কুন্তলের। পরে তাঁকে নিজের ও সন্তানদের জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণও করেছিলেন তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষ। আপাতত ইডিকে ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করবেন বলে দাবি করেছেন বনি। সব শেষে তিনি বলেন, ‘‘এরপর থেকে অনেক বেশি অ্যালার্ট থাকব।’’ তবে একা বনি সেনগুপ্ত নন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি-র নজরে টলিউডের আরও অন্তত পাঁচ জন অভিনেতা অভিনেত্রী। এদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টেই নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষের কাছ থেকে টাকা গিয়েছিল বলে ইডি সূত্রে খবর। অন্তত ৭৫টি অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা পাঠানো হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন ইডি-র তদন্তকারীরা। এই অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও ইডি খুব শিগগিরই তলব করা হবে বলে ইডি সূত্রে খবর। বনির বান্ধবী এবং অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের নামও উঠে এসেছে এই বিতর্কে। কারণ কুন্তলের সূত্রেই দক্ষিণ কলকাতার একটি পার্লারের মালিক সোমা চক্রবর্তীর নাম পেয়েছিল ইডি। কুন্তলের থেকে ৫০ লক্ষ টাকা গিয়েছিল সোমার অ্যাকাউন্টে। সোমা চক্রবর্তী নামে ওই মহিলার অবশ্য দাবি, তিনি কুন্তলের থেকে ওই টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, এই সোমা চক্রবর্তীর নেল আর্ট পার্লারেরই উদ্বোধনে গিয়েছিলেন কৌশানী। অভিনেত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, পেশাদার শিল্পী হিসেবেই টাকার বিনিময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। পার্লারের হয়ে একটি ফটোশ্যুটও করেন তিনি।

অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে সরগরম অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ অ্যাডিনোভাইরাসে পর পর শিশুমৃত্যু। এবার সেই আঁচ পৌঁছল বিধানসভাতেও। বৃহস্পতিবার অ্যাডিনো ভাইরাস নিয়ে সরগরম হল বিধানসভা। এদিন অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ তা পাঠ করেন। এরপরেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তার উত্তর দেন চন্দ্রিমা। মন্ত্রী বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী অ্যাডিনো নিয়ে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন। আবার মুলতবি প্রস্তাব এনে তা আলোচনা করা যায় না। পরিষদীয় রাজনীতি করতে হলে, বিধানসভার নিয়ম মেনে করতে হয়। এখন গুরুত্বপূর্ণ সেশন চলছে।’’ এর পরেই তুমুল হইচই শুরু হয় বিধানসভায়। এদিকে বৃহস্পতিবারও জ্বর-শ্বাসকষ্টে আরও দুই শিশু মৃত্যুর খবর এসেছে। বুধবার রাতে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ এবং বৃহস্পতিবার সকালে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে মারা গিয়েছে দুই শিশু। তবে, অ্যাডিনোভাইরাসেই আক্রান্ত হয়ে শিশু দুটির মৃত্যু হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের নমুনা। গত কয়েকদিনে অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত বি সি রায় হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ একাধিক সরকারি হাসপাতালে একাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক উপসর্গ জ্বর-কাশি এবং তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় এ নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধিবেশনে রিপোর্টের পরিসংখ্যান দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘এখন ডাউন হয়ে যাচ্ছে। তাও নিয়ম মানুন। সবাই আবার মাস্ক পরুন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে একই উপসর্গ নিয়ে ১৯ জন মারা গেছে। এদের মধ্যে ৬ জন অ্যাডিনোভাইরাসে মারা গেছে। দয়া করে প্যানিক করবেন না। যে সব বাচ্চারা মারা গেছে তাদের কো-মরবিডিটি ছিল। অনেক বাচ্চার দেখবেন হৃদযন্ত্রে ও ফুসফুসে সমস্যা থাকে। তবে মৃত্যু ছোট হোক বা বড়। সবটাই বেদনাদায়ক। বাচ্চাদের আমি খুব ভালোবাসি। সর্দি, কাশি, জ্বর হলে ডাক্তার দেখিয়ে নিন।’’ প্রসঙ্গত, অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যের তরফে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে দল তৈরি করেছে স্বাস্থ্য দফতর বলেই সূত্রের খবর। মূলত, মেডিক্যাল কলেজ-সহ কয়েকটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ পেডিয়াট্রিক চিকিৎসকদের নিয়েই এই দল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা হাসপাতালে হাসপাতালে পরিদর্শন ও শুরু করেছে। বিশেষত রাজ্যের যেগুলি মূলত চাইল্ড হাব সেগুলি তারা পরিদর্শন করছে বলেই জানা গিয়েছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন পরামর্শ তারা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে দেবে।

ইডির হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিদেশি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ঢুকত কেষ্ট কন্যার কোম্পানিতে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চঃ বর্তমানে দিল্লিতে ইডি-র জেরা মুখে রয়েছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সূত্রের খবর, তাঁর কাছ থেকে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তবে শুধু কেষ্টই নন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দাদের নজরে অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের সম্পত্তিও। সূত্রের খবর, একাধিক বিদেশি ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল অর্থ ঢুকেছে কেষ্ট কন্যার কোম্পানিতে। কিন্তু কীভাবে ঢুকেছে সেই অর্থ, কার মাধ্যমেই বা সেই অর্থের লেনদেন করা হত এই সকল প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে মরিয়া ইডি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, সুকন্যার মোট দু’টি কোম্পানি নাম জানতে পেরেছে ইডি। একটি হল নীড় ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড এবং অপরটি এএনএম অ্যাগ্রোকেম ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড। এই দুই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে বিদেশি বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন ইডি আধিকারিকরা। এই সকল চুক্তির ব্যাপারে অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। উল্লেখ্য, বীরভূমের এই ‘বাঘ’-কে ম্যারাথন জেরা করছে ইডি। অভিযোগ, প্রোটেকশন মানি ছাড়াও গরু পাচারের উপর মাসে কমিশন নিতেন কেষ্ট। আর সেই টাকা জমা পড়ত ছায়াসঙ্গী সায়গল হোসেনের কাছে। কমিশনের টাকাতেই নাকি নিজের ও পরিবারের নামে রাইস মিল, জমি, বাড়ি কিনেছিলেন বীরভূমের এই তৃণমূল নেতা। ইডির দাবি, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে কেষ্টর বিপুল সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়েছে। প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মীকে ছ’কোটি টাকা কেন দিয়েছিলেন কেষ্ট? সেই হিসাবও চাইছে ইডি। এছাড়াও মলয় পিটের এনজিও-তেও বিনিয়োগ কেষ্টর। এমনকী পেট্রল পাম্প চালুর জন্যও অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি। এমনটাই ইডি সূত্রে খবর। অনুব্রতর স্ত্রীর ক্যান্সার চিকিৎসার দিকেও নজর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। তবে ১৮ কোটি ফিক্সড ডিপোসিটের উৎস এখনও জানাতে পারেননি তিনি।

ওএমআর-এ গলদ! ৩ হাজারের বেশি প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ ফের চাকরি হারানোর সম্ভাবনা! গ্রুপ সি বিভাগের ৩১১৫ জনের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বৃহস্পতিবার এসএসসি-র তরফে সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ওয়েবসাইটে। এদের প্রত্যেকের ওএমআর শিট বা উত্তরপত্রের নম্বর বদলে ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওএমআর-এর প্রাপ্ত নম্বর ও সার্ভারে তাঁদের নামের সঙ্গে থাকা নম্বরের আদতে কোনও মিলই নেই। যাঁদের নম্বর বাড়িয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের চাকরি আদৌ থাকবে কি না, সেই প্রশ্ন ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। জানা গিয়েছে, যাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁদের সবারই নম্বর বাড়ানো হয়েছে, এমনটা নয়। অনেকের ক্ষেত্রেই নম্বর কমানো হয়েছে। অর্থাৎ ওএমআরে বেশি নম্বর থাকলেও সার্ভারে কম নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর কারচুপির বিষয়টি স্কুল সার্ভিস কমিশনই আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল। সেই রিপোর্ট দেখে কার্যত অবাক হয়ে যান হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই তিনি তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিবিআই ও এসএসসি এই ওএমআর কারচুপি সংক্রান্ত রিপোর্ট দিয়েছিল আদালতে। সেখানে জানানো হয়েছিল, গাজিয়াবাদ থেকে ৩ হাজার ৪৭৮ টি ওএমআর উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে ৩০০টি ওএমআর বিকৃত করা হয়নি বলে জানানো হয়। বাকি ওএমআর ৯ মার্চ প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো বৃহস্পতিবার তালিকা প্রকাশ হল। তবে গ্রুপ সি-ই প্রথম নয়, গ্রুপ ডি বা নবম-দশমের ক্ষেত্রেও ওএমআর বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে। আর এবার গ্রুপ সি। এক্ষেত্রেও চাকরি বাতিল হয় কি না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

ধর্মঘট নিয়ে সুর চড়ালেন সরকারি কর্মচারিরা, সমর্থন বিজেপিরও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আরও জোরালো হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন। দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের সুর এবার সপ্তমে। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শুক্রবার রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এদিন শহরে দুটি বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। একটি যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের তরফে। অন্যটি কলকাতা পুরনিগমের বাম ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত জয়েন্ট ফোরাম অব ট্রেডার্স ইউনিয়নের তরফে। আগামিকালের ধর্মঘট সফল করার দাবিতে পৃথক পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করে দুই সংগঠন। এদিকে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি শিবিরও। আজ মহাকরণে বিজেপি সমর্থিত সরকারি কর্মচারী পরিষদ শুক্রবারের ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করেন। এদিকে তৃণমূলপন্থী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে আগামিকালের ধর্মঘটকে কর্মনাশা ও উন্নয়ন বিরোধী আখ্যা দিয়ে ধর্মঘট ব্যর্থ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। আজ একসঙ্গে দুটো বিক্ষোভ হয়েছে। পাশাপাশি ওয়েবকুপার তরফেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন এই কর্মবিরতির ডাককে প্রত্যাখ্যান করেন। মহকরণের সামনে যখন ধর্মঘট সফল করার দাবিতে প্রচার চলছিল, তখন পাল্টা মিছিল করতে দেখা যায় তৃণমূলপন্থী সংগঠনকেও। সব মিলিয়ে আগামিকালের ধর্মঘটকে বানচাল করতে পুরোদমে ময়দানে নেমে পড়ছে তৃণমূলপন্থী সংগঠনগুলি। বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একটি অংশ। আজ তাঁদের অবস্থান ৪২তম দিনে পড়ল। ২৮ তম দিনে পড়ল অনশন।

ইতিপূর্বেই সরকারি কর্মচারীরা ‘পেনডাউন’-এর ডাক দিয়েছিলেন। এবার আরও সুর চড়াচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। আগামিকাল রাজ্য জুড়ে সরকারি অফিসগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। জরুরি পরিষেবা ছাড়ীরা সরকারি কর্মচারীরা কোনও কাজ করবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকারের তরফে সম্প্রতি যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, তাতে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে চিড়ে ভেজেনি। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁরা ভিক্ষা চাইছেন না, হকের পাওনা চাইছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সমহারে ডিএ-র দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন, বর্তমানে যা আর্থিক পরিস্থিতি তাতে এর বেশি মহার্ঘভাতা দেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আবার আরও একধাপ এগিয়ে কড়া ভাষায় বলে দিয়েছেন, না পোষালে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আর এমন এক আবহে ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের এই আন্দোলন ক্রমেই শাসকের জন্য অস্বস্তিকর বাতাবরণ তৈরি করেছে। বাম সমর্থিত সংগঠনগুলি শুরু থেকেই মহার্ঘভাতার দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের এই আন্দোলনের পাশে রয়েছে। পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস শিবিরকেও। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীও। বিরোধী দলনেতা বলেছেন, ‘‘ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য শাসক দল বিভিন্ন অফিসে পোস্টারিং করছে। আমাদের কর্মচারী সংগঠন কর্মচারী পরিষদ ও শিক্ষক সংগঠন এই ধর্মঘটকে সমর্থন করছে।’’ অন্যদিকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আবার বলছেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন আমরা কতটা ডিএ দিয়েছি। যা আইন মেনে করার তা করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচার্য। সেই ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না।’’

বিশ্বজুড়ে স্তব্ধ ইনস্টাগ্রাম, সমস্যার মুখে ইউজাররা

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ বিশ্বজুড়ে স্তব্ধ ইনস্টাগ্রাম। বৃহস্পতিবার সকালে বিভ্রাটের শিকার হলেন ইনস্টাগ্রাম ইউজাররা। এক সঙ্গে প্রায় ৪৬ হাজার গ্রাহকের ইনস্টাগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। মূলত আমেরিকার বাসিন্দাদের এই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হন ভারত, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার ইনস্টাগ্রাম ইউজাররা। যদিও কী কারণে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল ইনস্টাগ্রাম, সেই নিয়ে কিছুই জানা যায়নি।মেটার জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে সমস্যা শুরু হয় বুধবার রাত থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাংশে আচমকাই একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ইনস্টাগ্রাম। ডাউনডিটেক্টরের সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিপুল সংখ্যক ইউজাররা অভিযোগ জানাতে থাকেন যে তাঁদের মোবাইলে ইনস্টাগ্রাম কাজ করছে না। একাধিক উপায়ে চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে পারেননি। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ২৬ হাজার ইউজার এই সমস্যার মধ্যে পড়েন।বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত এই সমস্যা মেটেনি। এবার ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় ঢুকে পড়ে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশও। ভারতেও প্রায় এক হাজার ইউজারের ইনস্টাগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। ইউজারদের দাবি, অধিকাংশই ইনস্টাগ্রামে লগ ইন করতে পারেনি। তারপরে আর কিছু করতে পারছেন না। অনেকে আবার সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়েও ইনস্টাগ্রামে লগ ইন করতে পারেননি।কেন বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হচ্ছে অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, তা নিয়ে মেটার তরফে কিছু জানানো হয়নি। ইনস্টাগ্রামের সমস্যা মেটাতে আদৌ মেটার তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কিনা, কতক্ষণ পরে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে- কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়নি সংস্থার তরফে।

সমরাদিত্য পালের প্রয়াণে শোক প্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ সমরাদিত্য (বাচ্চু) পালের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার সমরাদিত্য (বাচ্চু) পালের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।বরিষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সমরাদিত্য পাল সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সওয়াল করেন। সংবিধানের ভাষ্যে ও আইনের ব্যাখ্যায় শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকার ছিলেন। ভারতীয় সংবিধান নিয়ে তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী আছে। তাঁর প্রয়াণে আইন জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল।আমি প্রয়াত সমরাদিত্য পালের সহধর্মিণী জাস্টিস রুমা পাল সহ আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

তামিলনাড়ুতে বড় ধাক্কা খেল বিজেপি

চেন্নাই,৯ মার্চ ঃতামিলনাড়ুতে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি। এআইএডিএমকে-তে যোগ দিতে একসঙ্গে বিজেপি ছাড়লেন ১৩ জন নেতা-কর্মী। গত রবিবার বিজেপির চার নেতা এআই এডিএমকে-তে যোগ দেওয়ার পর বুধবার ফের ধাক্কা খেল বিজেপি। এর আগে যে ৪ জন বিজেপি ছেড়েছিলেন, তাঁদের পদত্যাগের কারণ ছিল রাজ্য দলের নেতৃত্বে বিশেষ করে রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাইয়ের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন।এবার চেন্নাই পশ্চিমে বিজেপির আইটি শাখার ১৩ জন নেতা-কর্মী বিজেপি ছাড়লেন, সূত্রের খবর সকলে এআইএডিএমকে-তে যোগ দিতে পারেন। দলের প্রতি ক্ষোভের কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বিজেপি আইটি শাখার জেলা সভাপতি আনবরসান এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমি কয়েক বছর ধরে বিজেপির হয়ে কাজ করেছি। জনগণ জানে আমি কখনও কোনও পদ বা আশা করিনি। গত কয়েকদিন ধরে দলের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি দল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় মানিক সাহাকে অভিনন্দন শাহ-র

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ মানিক সাহাকে দ্বিতীয়বার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার টুইট করেছেন যে তিনি ডঃ মানিক সাহা এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের যারা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আমেদাবাদ টেস্টে মাঠে উপস্থিত মোদী ও অ্যালবানিজ, দুই অধিনায়কের হাতে টুপি তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ ঃ ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটীয় বন্ধুত্বের ৭৫ বছরের উদযাপন। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রথম দিনে স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেলেন নরেন্দ্র মোদী ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। টসের আগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে বিশেষ টুপি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্টিভ স্মিথের হাতে বিশেষ টুপি তুলে দেন অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রথম দিনে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল সকাল মোতেরায় পৌঁছে গেলেন নরেন্দ্র মোদী ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেয় বিসিসিআই । অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিশেষ স্মারক তুলে দিলেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি। বোর্ড সচিব জয় শাহ স্মারক তুলে দেন নরেন্দ্র মোদীর হাতে। এদিন টসের আগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে বিশেষ টুপি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্টিভ স্মিথের হাতে বিশেষ টুপি তুলে দেন অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। পরে মাঠে নেমে সব ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন মোদী এবং অ্যালবানিজ। স্টেডিয়ামের ভিতরে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটীয় বন্ধুত্বের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেটাও ঘুরে দেখেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

সংক্রমণ বেড়ে ৩৭৯ আরোগ্যের হার ৯৮.৮১ শতাংশ, করোনায় একজনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,১৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০১ জন বেড়ে দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,১৭৭-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৩৭৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৮৯,০৭২ জন। একজনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৭৬-এ পৌঁছেছে।কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৫,১১৯ জন

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশও, বড় ধরনের বিপর্যয় হতে পারে ঢাকায়

ঢাকা, ৯ মার্চ ঃ বাংলাদেশের সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা। সব এলাকাই ঢাকা থেকে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানে সাত থেকে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে তা ঢাকায় ব। ধরনের বিপর্যয় তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের ১৩টি এলাকা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভূগর্ভস্থ ফাটল বা চ্যুতি থাকার কারণে ওই কম্পন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।বাংলাদেশের ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজধানীর ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে সাত থেকে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে তীব্র কম্পন অনুভূত হতে পারে, যা এই শহরের দুর্বল ভবনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঢাকার সম্প্রসারিত বা নতুন নতুন আবাসিক এলাকার মাটি নরম ও দুর্বল। এ ধরনের মাটিতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা না মেনে বহুতল ভবন হলে তা মাঝারি মাত্রার কম্পনেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। লালমাটির এলাকায় যেসব এক থেকে তিনতলা ভবন নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।ভূমিকম্পে মানুষের মৃত্যুর ৯০ শতাংশই হয় ভবন ধসে। বাংলাদেশের ভেতরে ১৩টি ভূগর্ভস্থ চ্যুতি রয়েছে। তবে তার সব কটি ঢাকা থেকে বেশ দূরে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্প হলে ঢাকায় অনেক ভবন ভেঙে পড়তে পারে।বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের হিসাবে, ঢাকা শহরে মোট ভবন আছে ২১ লাখ। এর মধ্যে ৬ লাখ ভবন ছয়তলা বা তার চেয়ে উঁচু।বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ভারতের আসামে ১৮৯৭ সালে রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল ঢাকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে। ওই সময় ঢাকায় মাত্র ১০০টি পাকা দালান ছিল, অধিবাসী ছিল ৯০ হাজার। ওই ভূমিকম্পে ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিলসহ ১০টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এবং সহ-উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহরের ৩০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার ৩৫ শতাংশ মূলত লাল মাটির ওপরে গড়ে ওঠা। এই মাটি বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত। বাকি ৬৫ শতাংশ এলাকা মূলত নদীর তীরবর্তী কাদামাটি ও বালুমাটির এলাকা। বেশির ভাগ বেসরকারি আবাসন প্রকল্প মূলত নরম মাটিতে গড়ে উঠেছে। গবেষণাটিতে আরও বলা হয়, ঢাকায় ৫ থেকে ৬ মাত্রার ভূকম্পন হলে নরম মাটির ভবনগুলো ভেঙে যাওয়া বা হেলে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, ' ভূমিকম্প থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।'

রাষ্ট্রসংঘের দফতরের সামনে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ, রাষ্ট্রদূতকে তলব নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি-জেনেভা, ৯ মার্চ ঃকড়া নিরাপত্তায় মোড়া জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের দফতরের সামনে ভারত বিরোধী পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকজন। খবর জেনে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের তরফে দ্রুত ডেকে পাঠানো হল সুইস রাষ্ট্রদূতকে। বিষয়টি ঠিক কী ঘটেছে, তা জানতে চেয়েছে মোদী সরকার। এ ব্যাপারে সুইস সরকার এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও খরচ করেনি।ভারতীয় খ্রিস্টানদের নিরাপত্তাহীনতার কথা লেখা সেই পোস্টারে। লেখা - ' বার্নিং ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানস'। কিছুক্ষণ পর অবশ্য পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা এসে সেই বিক্ষোভ হঠিয়ে দেয়। কিন্তু কারা এই বিক্ষোভ দেখাল, তাঁদের উদ্দেশ্যই বা কী, এসব কিছুই এখনও জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বিদেশমন্ত্রক। তিনি জানিয়েছেন, বিক্ষোভের বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য নেই। কোনও গোষ্ঠী এখনও এর দায় স্বীকার করেনি। তবে ভারতের উদ্বেগের কথা তিনি অবশ্যই সুইস সরকারকে জানাবেন এবং বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা করবেন।তবে সুইস রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় খুশি নয় নয়াদিল্লি। আরও অসন্তুষ্ট সুইস প্রশাসনের ভূমিকায়। এখনও পর্যন্ত তারা ভারত বিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে মুখ খোলেনি।এমনিতে ভারতের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্ক বরাবরই ভাল। বিশ্ব রাজনীতিতে উভয়ের প্রায় নিরপেক্ষ অবস্থানই দু'দেশকে কাছাকাছি এনেছে। একাধিক বিষয় দ্বিপাক্ষিক মিল রয়েছে। মোদী সরকারের আমলে বিশ্ব কূটনীতিতে আরও নজর দেওয়ায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে জেনেভায় ভারত বিরোধী পোস্টারের ঘটনার দিকে কড়া নজর রাখছে নয়াদিল্লি।

সাময়িক স্বস্তি পেলেন ইমরান খান, ১৩ মার্চ পর্যন্ত গ্রেফতারে স্থগিতাদেশ দিল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট

ইসলামাবাদ, ৯ মার্চ ঃ তোষাখানা মামলায় সাময়িক স্বস্তি । আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে । মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট সাময়িক রক্ষাকবচ দিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। আগামি ১৩ মার্চ পর্যন্ত ইমরান খানের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদের আতিরিক্ত দায়রা বিচারক আদালতের জারি করা জামিন আযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানার ওপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুখ। পাশাপাশি আগামী ১৩ মার্চ ইমরান খানকে ইসলামাবাদের জেলা ও দায়রা আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিদেশ থেকে পাওয়া বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সরকারি সংগ্রহশালা বা তোষাখানায় জমা না দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে ইমরান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফের সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। ওই মামলার শুনানিতে একাধিকবার সমন করা সত্ত্বেও আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ইমরানের বিরুদ্ধে জামিন আযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ইসলামাবাদের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক জাফর ইকবাল।গত রবিবার ওই গ্রেফতারি পরোয়ানা কারযকর করতে লাহোর ও ইসলামাবাদ পুলিশের বিশাল দল পৌঁছে গিয়েছিল ইমরান খানের লাহোরের জামান পার্কের বাড়িতে। যদিও খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তাঁদের। গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিলের আর্জি জানিয়ে সোমবার ইসলামাবাদের অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতের দ্বারস্ত হয়েছিলেন ৭০ বছর বয়সি পিটিআই নেতা। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে জামিন আযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা বহাল রাখেন বিচারক। তার পরেই ইসলামাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ইমরান। শেষ পর্যন্ত ১৩ মার্চ পর্যন্ত রক্ষাকবচ মিলল।

২০২৪-এর ডিসেম্বরে সিকিমের রংপো পৌঁছবে বন্দে ভারত, জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

গ্যাংটক, ৯ মার্চ ঃ রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিম সফর করেছেন। সাম্প্রিতক সফরে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দেশের অন্যান্য প্রান্তের সাথে সিকিমকে সংযুক্ত করতে সেবক-রংপোর মধ্যে রেলওয়ে সংযোগী প্রকল্পের ব্রিজ, টানেল ও স্টেশন ইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি রেলমন্ত্রী দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বানও জানান। সংবাদ মাধ্যমের সাথে বার্তালাপের সময় মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই উত্তরপূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহু সংযোগী প্রকল্প রয়েছে এবং সবগুলি কাজের অগ্রগতিও ভালো। ২০১৪-এর আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেলওয়ের জন্য বার্ষিক গড় বরাদ্দ করা হতো প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে সাম্প্রতিক ঘোষিত বাজেটে পাঁচগুণ বেশি বৃদ্ধি করে বার্ষিক

১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, জানান রেলমন্ত্রী।মন্ত্রী ঘোষণা করেন, ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিকিমের রংপো পৌঁছবে মর্যাদাপূর্ণ বন্দে ভারত ট্রেন। মন্ত্রী বৈষ্ণব বলেন, সেবক ও রংপোর মধ্যে রেল সংযোগের কাজ খুব যত্ন সহকারে পরিচালনা করা হচ্ছে, কারণ সেখানকার হিমালয়ান অঞ্চলের কঠিন ভূখণ্ডের মধ্যে একাধিক ব্রিজ ও টানেলের কাজ চলছে। তবে কাজের অগ্রগতি খুব ভালো। ভারতীয় রেলওয়ে সেবক-রংপো রেল সংযোগী প্রকল্পকে প্রথমে গ্যাংটক নিয়ে আসবে এবং এর পর ভারত-চিন সীমান্তবর্তী নাথুলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে, জানান তিনি।কারণ ব্যাখ্যা করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ভবিষ্যতের সংযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটির কৌশলগত গুরুত্ব থাকার পাশাপাশি প্রতিরক্ষার চাহিদা পূরণেও মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তাই উন্নত যোগাযোগ ও দেশের সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে রেলওয়ে এই কাজ করবে।সেবক (পশ্চিমবঙ্গ)-রংপো (সিকিম) সংযোগী নতুন রেল প্রকল্পটি হলো ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে এবং অঞ্চলটিকে বিশ্বস্ত ও আরামদায়ক যোগাযোগ পরিকাঠামো প্রদান করবে। প্রকল্পটির কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধসদৃশ গতিতে চলছে। অতিরিক্তভাবে রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস (লন্ডন)-এর দ্বারা বিশ্বের প্রথম অর্গানিক রাজ্য হিসেবে ঘোষিত সিকিমকে স্বীকৃতি দেওয়ার আনন্দ উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে সিকিমের জন্য ডাক বিভাগের ' গো গ্রিন, গো অর্গানিক'-এর স্পেশাল কভারের প্রকাশও করেন। এই স্পেশাল কভারের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচারে ডাক বিভাগ সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রী ভাইব্রেন্ট ভিলেজ উদ্যোগের অংশ হিসেবে লাচুং গ্রামের বাসিন্দাদের সাথেও আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি এই গ্রামের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সাথেও বার্তালাপ করেন।

'নিজের ঘর সামলাও আগে', রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চ থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতের

জনেভা, ৯ মার্চ ঃ নিজের দেশে হাজারো সমস্যা, তবুও প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েই নাক গলাতে ব্যস্ত পাকিস্তান । রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাকিস্তানকে ফের পাল্টা কড়া জবাব দিল ভারত। মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ভারতের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেদের ঘর সামলানো উচিত পাকিস্তানের। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চ থেকে ইসলামাবাদকে এমনই কড়া বার্তা দিল ভারত। সেইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের ' জায়গা হিসেবে যে দাবি করেছিলেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি, তাও উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। একেবারে স্পষ্টভাষায় ভারত জানিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) বিবৃতি খারিজ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি জগপ্রীত কৌর দাবি করেন, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, সেই বিষয়ে পুরো বিশ্বকে জ্ঞান দেয় পাকিস্তান। অথচ নিজেদের দেশের মানুষকেই গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। তিনি বলেন, ' আগে নিজেদের ঘর সামলানো এবং নিজেদের দেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষার যে ভয়ংকর নজির আছে, তার উন্নতির পরামর্শ দিচ্ছি আমরা।'গত সোমবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জম্মু ও কাশ্মীরকে ' বলে দাবি করেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলওয়াল। যে মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ কড়া ভাষায় জানান, ভুট্টো যে মিথ্যা কথা বলছেন, সেটার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না ভারত। সেইসঙ্গে রুচিরা বলেন, 'ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক কারণে' জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে উলটো-পালটা মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী।সেই রেশ ধরেই বুধবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত অধিবেশনে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় পাকিস্তানকে আক্রমণ করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি। তিনি দাবি করেন, ধর্মদ্রোহিতার আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু (খ্রিস্টান, হিন্দু, শিখদের মতো সম্প্রদায়) মানুষকে নিশানা করা হয়। যে আইনের আওতায় মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়ে থাকে। গুরপ্রীত বলেন, ' রক্ষার ক্ষেত্রে পাকিস্তান নিজেকে সেরা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও অতীতে সেই দেশের প্রথমসারির নেতারা স্বীকার করে নিয়েছেন যে জঙ্গিগোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া হয়েছে এবং আফগানিস্তান ও ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে লড়াইয়ের জন্য (জঙ্গিদের) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'সেইসঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি বলেন, ' অফ ইসলামিক কো-অপারেশনের বিবৃতিতে যে বিষয়ে অহেতুক ভারতকে টেনে আনা হয়েছে, তা তথ্যগত দিক থেকে ভুল এবং সেই বিষয়টি খারিজ করছি আমরা। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের পুরো অংশ ভারতের অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।'-

এস এফ আইয়ের ডাকে বিধানসভা অভিযানের প্রচার, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস বয়কটের ডাক

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ শুক্রবার ১০ মার্চ বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছে এস এফ আই। বৃহস্পতিবার এই লক্ষ্যে প্রচার চালায় এসএফআই। বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল বার করে।সূত্রের খবর, ছাত্র সংসদ নির্বাচন পুনরায় চালু ও প্রাথমিক যে স্কুলগুলি রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে সেই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শুক্রবার বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে দুটো মিছিল বের হবে ওই দিন মূলত এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে। এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সৃজন চক্রবর্তী রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ওই দিন ক্লাসে না যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তবে নির্ধারিত পরীক্ষা সূচি থাকলে তা বিঘ্নিত না করে সাধারণ ক্লাস বয়কট করে ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে,এসএফের পক্ষ থেকে।একদিকে শুক্রবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং অপরদিকে এসএফআই শহরের বুকে বিধানসভা অভিযান ও ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস বয়কট করে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহবান জানিয়েছে দল ও হোলি উৎসব মিটে যাওয়ার পর এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সেই সময় কর্মব্যস্ত শুক্রবার দিনটিকে বেছে নিয়ে ফের টানা তিনদিনের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কাজে না যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে।

পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, বাংলাদেশিকে পাকড়াও করল বিএসএফ

অমৃতসর, ৯ মার্চ ঃপাকিস্তানের দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের সময় এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার মধ্যরাতে (৮-৯ মার্চ মধ্যরাতে) অমৃতসর সেক্টরে সীমান্ত চৌকি রাজাতাল এলাকায় ওই অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করা হয়।বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল ওই সন্দেহভাজন। বিএসএফ জওয়ানরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান, এরপর পাকড়াও করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গিয়েছে, সে বাংলাদেশের নাগরিক। ওই ব্যক্তিকে জেরা করে আরও বিশদ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

কুন্তলের সঙ্গে 'আর্থিক লেনদেন'! অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে তলব ইডি'র

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার টলিউড অভিনেতাকে তলব। অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে তলব করল ইডি। শুক্রবার ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। হুগলির যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলেই ইডি সূত্রে খবর।নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগ ধরা পড়ল টলিপাড়ার। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের স্ক্যানারে অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত । কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের সঙ্গে বনির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে । সেই তথ্য যাচাইয়ের জন্য অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে কাল সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ। শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত, তবে ইডি-র তরফে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল, জানিয়েছেন অভিনেতা।ইডি সূত্রে খবর, কুন্তলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে বনির সংযোগ উঠে আসে। দেখা যায়, কুন্তলের কাছ থেকে টাকা গিয়েছিল বনির অ্যাকাউন্টে। মোটা টাকার লেনদেন হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সেই তথ্যকে সামেন রেখেই বনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীকে। শুক্রবার সেই মতো ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। শুক্রবার বেলা ১১টায় সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছতে হবে তাঁকে। তবে বনি হাজিরা দেবেন কিনা, তা জানা যায়নি। এই মুহূর্তে শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি-তে যোগ দেন বনি। পরে যদিও পদ্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। উল্টে তৃণমূলের প্রচারে দেখা মিলতে শুরু করে।

তিন দিনের সফরে বেঙ্গালুরুতে নির্বাচন কমিশন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতেই এই সফর

বেঙ্গালুরু, ৯ মার্চ ঃমুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং কমিশনের বরিষ্ঠ অধিকারিকদের একটি দল তিনদিনের সফরে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে। নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পান্ডে ও অরুণ গোয়েল ছাড়াও বেশ কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার রয়েছেন সেই দলে। কর্ণাটকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতেই এই সফর।শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ও নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ৩৪টি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে নির্বাচনের পূর্বের ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠক করবেন। ওই দিনই নির্বাচনের

তাৎপর্যের উপর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন, ভোটার সচেতনতা প্রচার এবং হ্যাকাথন চালু করবেন। একই অনুষ্ঠানে তাঁরা নির্বাচনী দূত, শিক্ষার্থী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ভোটার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং জন প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিশেষ মতবিনিময় করবেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১০ মার্চ ঃশুক্রবার, ২৫ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১০মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৫ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০৮ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৬৮শতকরা এবং ৩৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪৩মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। বিবাহের যোগ হবে
বৃষভ রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ আপনি ধর্মীয় কর্মে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, এবং সম্ভবত মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যয় হতে পারে।
মিথুন রাশিঃতেল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসবে।
কর্কট রাশিঃ সন্তান হতে পারে ।বিবাহের যোগ হতে পারে
সিংহ রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
কন্যা রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শুভ দিন হবে।
তুলা রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শুভ রং হবে লাল
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে-
ধনু রাশিঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন ।
মকর রাশিঃকোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন।শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা
মীন রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা

রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকাতেও অনলাইনে বাড়ি তৈরীর নকশা বা বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পাওয়া যাবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ পুর এলাকার ধাঁচে এবার থেকে রাজ্যের সব পঞ্চায়েত এলাকাতেও অনলাইনে বাড়ি তৈরীর নকশা বা বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দমকল, বিদ্যুৎ, পরিবেশ সংক্রান্ত নানাবিধ ছাড়পত্র অনলাইনেই মিলবে। খুব শীঘ্রই পঞ্চায়েত দফতর থেকে অনলাইনে বাড়ি তৈরীর ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে কেউ গ্রামে বাড়ি বানাতে চাইলে তিনি অনলাইনেই আবেদন জানাতে পারবেন। পঞ্চায়েত দফতর থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অনুমোদন দেওয়া হবে। ফলে মানুষের সুবিধা হবে। পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান ব্যবস্থায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামাঞ্চলে বাড়ির নকশা অনুমোদন করে। কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে পর্যাপ্ত লোকবল না- থাকায় নকশা অনুমোদনে অনেক সময়ই ত্রুটি থাকে। বর্তমানে পঞ্চায়েত এলাকাতে বহুতল, হোটেল ইত্যাদি তৈরি হওয়ার কারণে চাপ বাড়ছে। মোটা টাকার বিনিময়ে বেআইনি ভাবে বাড়ির নকশা অনুমোদনের অভিযোগও উঠছে। সেই কারণে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের গোটা প্রক্রিয়া অনলাইনে এনে কেন্দ্রীয় ভাবে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নারীপাচার, বাল্যবিবাহ রুখতে স্কুলে স্কুলে প্রচার প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৯ মার্চ ঃ নারীপাচার, বাল্যবিবাহ, শিশু পাচারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ক্যানিং মহকুমা প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। মহকুমাশাসক প্রতীক সিংয়ের উদ্যোগে ক্যানিং নামে বিশেষ দল গঠন হয়েছে এই অপরাধ রুখতে। এবার সেই বিশেষ দলের উদ্যোগে স্কুলে স্কুলে সচেতনতা শিবিরের মধ্যে দিয়ে সামাজিক এই ব্যধি প্রতিরোধের উদ্যোগে নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার থেকে টানা দুদিন ক্যানিং মহকুমার চারটি ব্লকের মোট ১৯ টি স্কুলে চলবে এই সচেতনতামূলক প্রচার। কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এদিন ঘুটিয়ারিশরীফ সিনিয়র মাদ্রাসা ও হোমরা পলতা হাইস্কুলে মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত প্রধান, প্রধান শিক্ষক, কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি সহ লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। মহকুমাশাসক বলেন, ক্যানিং মহকুমাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত, শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন, নারী পাচার প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে আর সেই জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাতে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ সচেতন হলে এই ব্যধি নিশ্চয়ই সমাজ থেকে দূর হবে।

রাজ্য সরকার প্রতিটি পুরসভা এলাকায় পানীয় জল প্রকল্প তৈরি করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ রাজ্যের শহরাঞ্চলের মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিটি পুরসভা এলাকায় পানীয় জল প্রকল্প তৈরি করছে। রাজ্যের ১২৮ টি পুরসভার মধ্যে ১১৫ টিতে এই জল প্রকল্প তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এদিন বিধানসভায় জানিয়েছেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের বাজেট আলোচনার শেষে জবাবী ভাষণে তিনি বলেন এই প্রকল্পে এপর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি পুরসভা গুলিতেও দ্রুত গতিতে প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের অধিকাংশই রাজ্য সরকারের টাকায় তৈরি করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। শহরাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও তার অবদানের উল্লেখ রাজ্যের বাজেটে নেই বলে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে পুরমন্ত্রী পাল্টা পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেন আমরুত, হাউসিং ফর অল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে প্রায় ৬০ শতাংশ খরচ বহন করতে হচ্ছে। তাহলে কেন রাজ্য সরকার এই সব প্রকল্পের নামকরণ করবে না প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সেই বিষয়ে পুরমন্ত্রী বিরোধীদের কাছে ব্যাখ্যা তলব করেন। আলোচনার শেষে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

দক্ষিণের কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভাব পড়বে না কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানের মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে শুক্রবার। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনাও রয়েছে এই জেলাগুলিতে। তবে অসময়ের এই বৃষ্টির প্রভাব পড়বে না কলকাতার আবহাওয়ায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তনও হবে না। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ছত্তিশগড় থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে ওড়িশা, ছত্তিশগড় সংলগ্ন এলাকায়। তার জন্যই ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। অসময়ের বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কমতে পারে গুমোটভাব। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩.০ ডিগ্রি।

লিলুয়া থেকে চার বাংলাদেশী ধৃত, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মার্চ ঃ হাওড়ার লিলুয়া থেকে চার বাংলাদেশী ধৃত। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বুধবার হাওড়ার লিলুয়া থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়ে ওই ৪ বাংলাদেশী। পুলিশ সূত্রে খবর এরা কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতে বসবাস করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে লিলুয়া থানার পুলিশ চামরাইলের রামকৃষ্ণপল্লী থেকে এদের হাতেনাতে ধরে। প্রথমে এদের আটক করে থানায় আনা হয়। কিন্তু এরা পুলিশের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র নথি দেখাতে না পারায় পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। লিলুয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, ধৃতেরা হলো সমীর বারুই (২৬), বিশ্বজিত রায় (২৮), নয়ন বিশ্বাস (২৩) ও রাজীব গাইন (২৩)। পুলিশ এদের বিরুদ্ধে ফরেনার অ্যাক্টে মামলা শুরু করেছে। এরা কাদের মাধ্যমে এদেশে প্রবেশ করেছিল এবং কতদিন ধরে এখানে বসবাস করছিল তা সবই পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। বৃহস্পতিবার এদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তিনদিনের হেপাজত চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সাগরদিঘি বিধানসভায় হার, কারণ জানতে বৈঠক রাজ্যস্তরের কমিটির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে হারের কারণ খতিয়ে দেখতে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত রাজ্য স্তরের কমিটি বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছে। বিধানসভায় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ঘরে আয়োজিত এই বৈঠকে তিনি ছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্য জাভেদ খান, সাবিনা ইয়াসমিন, আখেরুজ্জামান, গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলা এই বৈঠকে যে এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে হেরেছে তার কারণগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেন শাসকদল পিছিয়ে পড়ল, প্রার্থী নিয়ে কোন সমস্যা ছিল কিনা প্রাথমিকভাবে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আজ আবার এই বৈঠক বসবে। দলের তরফে কোন অন্তর্ঘাত হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। পরে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির হাতে রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।

নাগেরবাজারের বাড়িতে তন্ত্রসাধনা, পাচারচক্র? পলাতক মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ বাড়িতে বাঘনখ, হরিণের চামড়া, মানুষের খুলি! নাগেরবাজারে জোড়া বাড়ি ঘিরে ঘনীভূত রহস্য। বন দফতর ও পুলিসের অভিযানে উদ্ধার পাখির কঙ্কাল, জীবজন্তুর চামড়া। নাগেরবাজারের বাড়িতে চলত তন্ত্রসাধনা! আড়ালে কি পাচারচক্র? বন্যপ্রাণ আইনে মামলা। খোঁজ নেই মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরীর। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃত তিন। হরিণের চামড়া দিয়েছিলেন সৌরভ, দাবি ধৃত দুলালের পরিবারের। এই পলাতক সৌরভ চৌধুরিই কর্ম কাণ্ডের মূল পাণ্ডা বলে জানতে পেরেছেন বনদফতরের আধিকারিকরা।

জেরায় ধৃতরা আরও দাবি করে, বছর দেড়েক আগে গুরুজি (সৌরভকে গুরু জি বলে ডাকা হয়) হরিণের চামড়ার, সিং মাথার খুলি এইসব নিয়ে এসেছিল। ডানলপের এক ব্যক্তির কাছ থেকে সেগুলো আনা হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে ধৃতরা দাবি করে। বৃহস্পতিবারই ধৃত তিনজনকে তোলা হবে আদালতে। পলাতক গুরুজি ওরফে সৌরভ চৌধুরির নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য এদিন আদালতে আবেদন জানাবে বনদফতর। এমনকী চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। পুলিস সূত্রে খবর, যে বাড়িতে ওইসব জিনিস মজুত ছিল সেই বাড়ির মালিকের স্ত্রী থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। একইসঙ্গে তিনি পুলিসকে জানান, যে বাড়িতে তাঁর স্বামী থাকেন সেখানে হরিণের শিং, চামড়া, বাঘের নখের মধ্যে জিনিস মজুত করা হয়েছে। তবে মূল অভিযুক্ত সৌরভ ফেরার। সৌরভের হদিশ না পেয়ে তাঁর বাবা রাখাল চৌধুরি, বন্ধু অরিজিত গুপ্ত ও পাশের একটি ফ্ল্যাট থেকে শিষ্য দুলাল অধিকারীকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুলাল এলাকার কেবল অপারেটর হিসেবে পরিচিত। তাঁর বাড়ি থেকেও পশু-পাখির দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। পুলিশ ও বনদফতর সূত্রে দাবি, পারিবারিক অশান্তির জেরে সৌরভের স্ত্রী বেআইনি সামগ্রী মজুতের কথা জানিয়েছিলেন। তারপরই এই অভিযান। তবে তল্লাশি শুরু হতেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সৌরভের স্ত্রী। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। ওই খবর পাওয়ার পর বুধবার সন্ধ্যেয় ডিএফও-র নেতৃত্বে বন দফতর ও পুলিস যৌথভাবে ওই ফ্ল্যাটে হানা দেয়। এরপরেই সামনে আসে এই ঘটনা। ধৃতের এক প্রতিবেশী বলেন, শুনেছি উনি হাত দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলে কুশল বিনিময় হতো। গত ৪০ বছর ধরে ওদের দেখছি।

হুগলির উত্তরপাড়ায় আবারও তৃণমূলের দ্বিচারিতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ মার্চ ঃ দ্বিচারিতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রকাশ্যে হুগলির উত্তরপাড়ায়, অভিযোগ উত্তরপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান ও সিপিএম কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উত্তরপাড়া চার নম্বর ওয়ার্ডে একটি কমিউনিটি হল আছে সেই কমিউনিটি হল সাধারণত সরকারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত এর আগেও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি অথবা ওই ওয়ার্ডের কিছু পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য পৌরসভার কাছে অনুমতি চাইলেও পৌরসভা হলটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অভিযোগ সিপিএমের লোক দিয়ে আমাদের ডাউন করে রাখা হয়েছে আমরা তৃণমূল সৃষ্টি থেকে তৃণমূল করে আসছি। আমাদের মধ্যে গোষ্ঠী গণ্ডগোল করে দিচ্ছেন পৌরসভার পৌরপ্রধান। অভিযোগ কমিউনিটি হলটি মুখ দেখে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অভিযোগ আমরা এখানে সূর্য সেনের মূর্তি বসিয়েছি পৌরপ্রধান বলেছেন আমার কাছে চাবি নেই এখানে মধু মাতালদের আড্ডা, এই বলে এখানে একটি বাজে নিন্দা রটিয়েছেন এমন অভিযোগ করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যরা। এমনকি তারাই ও অভিযোগ করেন কমিউনিটি হলের পাশে একজন প্রয়াত হয়েছিলেন তাদের পরলৌকিক কাজের জন্য চেয়ারম্যান চাবি দেননি। তাহলে চেয়ারম্যান শুধুমাত্র সিপিএম কাউন্সিলারের কথামতো মুখ চেনা মানুষকে কমিউনিটি হল ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। তারা আরো অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান তৃণমূলের প্রচারে এসে ওই ওয়ার্ডে সিপিএমের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অভিযোগ পৌরপ্রধান সিপিএমকে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য মুখ দেখে সিপিআইএম কাউন্সিলারের কথা মতো কিছু ব্যক্তিদের ওই কমিউনিটি হলটি ব্যবহার করার অনুমোদন দিচ্ছেন, এমনকি অভিযোগ পৌরপ্রধানের অনুমতি নিয়ে তালা ভাঙিয়ে সেইখানে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান করিয়েছেন সিপিআইএম কাউন্সিলার। কিন্তু এই বিষয়ে হুগলি জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা তৃণমূল কাউন্সিলার মৌসুমী বিশ্বাস জানান যে এই কমিউনিটি হলটিকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি সরকারি হল, সরকারি হলে সরকারি কাজই হয়। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই আছে আমরা কখনো সেখানে কোন ভোটের কাজও করি না বা আমি নিজে কমিউনিটি হল থেকে লোককে কোন সার্ভিস দিই না, তিনি জানান যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। এরপরে সূর্যসেন পার্কের কমিউনিটি হলের দরজার সামনে প্রতিবাদ দেখান মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। যদিও পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব এই বিষয়টিতে বলেন কমিউনিটি হলটি পৌরসভার, পৌরসভা কে উনারা এসে প্রশ্ন করবেন উনাদের কোন দুঃখ বেদনা থাকলে পৌরসভা কে বলবেন পৌরসভা সেটার সমাধান করবে। তিনি আরো বলেন পৌরসভার কোন সম্পত্তি থাকলে মানুষের প্রয়োজন মানুষের পরামর্শ এবং এই বিষয়গুলোকে নিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে সবকিছু হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সিপিআইএম কাউন্সিলর প্রবীর কংশবানিক জানান ওটা পৌরসভার কমিউনিটি হল চেয়ারম্যান অনুমতি দিয়েছে তাই অনুষ্ঠান হয়েছে। স্বজনপোষণের প্রসঙ্গে তিনি জানান এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না এর উত্তর দেবেন পৌরপ্রধান। এই বিষয়ে উত্তরপাড়া বিজেপির মন্ডলের সভাপতি সঞ্জয় বানিক বলেন উত্তরপাড়া তৃণমূলের দুটো গোষ্ঠী একটি দিলীপ যাদব গোষ্ঠী একটি অন্য গোষ্ঠী, তৃণমূলের দিলীপ যাদব গোষ্ঠী ৪ নাম্বার ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন করে না, সিপিআইএম চিরকাল তৃণমূলের সাথে আঁতাত বেধে পৌরসভা চালাচ্ছে। কমিউনিটি হল কে কেন্দ্র করে এই স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব বুদ্ধিজীবী মহলের এক অংশ।

ডিএ অধিকার নয়, এটা অনুদান ঃ কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ ডিএ সরকারি কর্মীদের অধিকার। আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই আন্দোলনে। ডিএ দিতেই হবে। পেনশনার্স, বর্তমান কর্মীদের ডিএ দিতেই হবে। আগেই এ কথা বলতে শোনা গিয়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। ইতিমধ্যেই আগামী ১০ মার্চ বকেয়া ডিএ-র দাবিতে বনধেরও ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। এদিনই মহাকরণে বিজেপি সমর্থিত সরকারি কর্মচারী পরিষদ শুক্রবারের ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করেন। যদিও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, 'বিরোধীরা শকুনের রাজনীতি করছে।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'ডিএ অধিকার নয়, এটা অনুদান।' তাঁর এ বক্তব্য সামনে আসতেই নতুন করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, ডিএ-র দাবিতে শুক্রবার রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বনধের সমর্থনে এদিন শহরে দুটি বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। একটির ডাক দিয়েছিল যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। অন্যটির ডাক দিয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের বাম ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত জয়েন্ট ফোরাম অব ট্রেডার্স ইউনিয়ন। এই প্রসঙ্গে মুখ খুলতে গিয়ে ঘুরিয়ে আঃদোলনকারীদের একহাত নিতে দেখা গেল কুণালকে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাংলার প্রাপ্য বিপুল টাকা দিচ্ছেন না যারা ডিএ চাইছেন তাঁরা কিন্তু এ বিষয়ে কোনও কথা বলছেন না। আন্দোলনটা যদিও দুটো মিলিয়ে হতো তাহলে একটা ভারসাম্য থাকত। এটা তো একটা রাজনীতি হচ্ছে। কুণালের দাবি যাঁরা ডিএ চাইছেন তাঁদের পরিবারেও একাধিক সরকারি প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। যাঁর খরচ বইছে সরকারই। সেগুলি মাথায় রেখে আন্দোলন করা উচিত বলে পরামর্শ কুণালের। তিনি বলেন, যাঁর ডিএ চাইছেন তাঁরাও জানেন সীমিত ফান্ডে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার চালাতে হচ্ছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁরও হয়তো দেওয়ার ইচ্ছা আছে। যিনি বলছেন ডিএ চাই তিনি খুব ভাল করে জানেন কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার, রূপশ্রী থেকে স্বাস্থ্যসাথী পর্যন্ত, বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষাকবচে তাঁর পরিবারও রয়েছে। যেটাও কিন্তু সরকারই চালাচ্ছে। এরপরই একেবারে আইন দেখিয়ে কুণালের যুক্তি, আমি একাধিক বর্ষীয়ান আইনজীবীদের যা ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে পরিষ্কার ডিএ অধিকার নয়, এটা অনুদান। ফলে এই আইনি বিষয়টা মাথায় রেখে যদি আন্দোলন হয় তাহলে ভাল হবে। প্রসঙ্গত, বনধের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন রমাপ্রসাদ সরকার। মামলাকারীর স্পষ্ট প্রশ্ন, মহার্ঘ্যভাতা সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু সেটা না পেলে বনধ ডাকা কি মৌলিক অধিকার? এই প্রেক্ষাপটে এবার কুণালের মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৯ মার্চ ঃ দেড় বছরের ছোট্ট সন্তানের সামনেই অন্তঃসত্বা গৃহবধূকে তার বাড়িতে ঢুকে ধর্ষন, গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলতলি থানা এলাকায়। অভিযোগ রাত্রি ১১টা নাগাদ বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত যুবক। গৃহবধূ চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসে। সেই সময় পালাতে গিয়ে প্রতিবেশীদের হাতে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত যুবক নাজির পুরকাইত। তাকে তুলে দেওয়া হয় কুলতলি থানার পুলিশের হাতে। নির্যাতিতার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে সন্তানকে নিয়ে একাই ছিলেন গৃহবধূ। নির্যাতিতার স্বামী রং এর কাজ করেন। কাজের কারণে তাকে প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। নির্যাতিতার বক্তব্য অভিযুক্ত তার পূর্ব পরিচিত। মাঝেমধ্যে তারা ফোনে কথাও বলতেন। বাড়িতে স্বামী না থাকায় তার একা থাকার সুযোগ জোর করে বাড়িতে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত নাজির পুরকাইতকে। বৃহস্পতিবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

বাসন্তীতে পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৯ মার্চ ঃ অটো ও ছোট ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অটো যাত্রীর। মৃতার নাম নাসিমা মোল্লা (২২)। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর খেরিয়া এলাকায় বাসন্তী রাজ্য সড়কের উপর। পরিবার ও পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন ক্যানিংয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন, সেখান থেকেই বাসন্তীর মনসাখালি গ্রামে ফিরছিলেন। ফেরার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ছোট ট্রাকের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে গুরুতর জখম হন অটোর চার যাত্রী। তাঁদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে নাসিমাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

নয়া পাম্পিং স্টেশন কলকাতা পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ কলকাতা শহরে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে জলের লাইন সম্পূর্ণভাবে পৌঁছায়নি। সেই সকল এলাকার মানুষজনকে জলকষ্টে ভুগতে হয়। তাই শহরবাসীর সমস্যা কমাতে নয়া পাম্পিং স্টেশন কলকাতা পুরসভায়। বেহালা এবং মেটিয়াবুরুজে পানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। এই সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়েছে কলকাতা পুরসভা বাসিন্দারা যাতে পরিশ্রুত পানীয় জল পান তার জন্য এই এলাকায় দুটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন চালু হচ্ছে। এই স্টেশনগুলি চলতি সপ্তাহে উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। উভয় স্টেশন দুটি আধা ভূগর্ভস্থ জলাশয় সহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিটির জল ধারণ ক্ষমতা ৩ মিলিয়ন গ্যালন। মেটিয়াবুরুজের বুস্টার পাম্পিং স্টেশনটি তিনটি ওয়ার্ডের ৫০ হাজারের বেশি বাসিন্দার পানীয় জলের চাহিদা মেটাবে এবং বেহালার শকুন্তলা পার্কের পাম্পিং স্টেশনটির জন্য অন্য তিনটি ওয়ার্ডের ৬০ হাজারের বেশি বাসিন্দা উপকৃত হবেন।

হাওড়া হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মার্চ ঃ হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থে আগুন। বুধবার হোলির দিন রাতে আগুন লাগে হাওড়া জেলা হাসপাতালের বাইরে জড়ো করে রাখা বর্জ্য পদার্থে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত ৯-০৫ মিনিট নাগাদ হাওড়া জেলা হাসপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যেই হাসপাতালের বাইরে জড়ো করা বর্জ্য পদার্থে কোনওভাবে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনায় হাসপাতালের ভেতরে কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি বা আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। কোনও হতাহতের খবর নেই। দমকল কর্মীরা খুব তৎপরতার সঙ্গেই দ্রুত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিভাবে আগুন লাগলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হাওড়াতেও ধর্মঘটের প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ মার্চ ঃ শুক্রবার ডিএ বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন। এই ধর্মঘট সফল করতে হাওড়াতেও পুরসভা সহ সরকারি দফতরে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে ২ দিন তারা 'পেনডাউন' এর ডাক দিয়েছিলেন। এবার আরও সুর চড়িয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এবার রাজ্য জুড়ে সরকারি অফিসগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। একমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া সরকারি কর্মচারীরা কোনও কাজ করবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। হাওড়া পুরসভায় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেসের সংগঠনও। পুরসভার বাম সংগঠনের নেতা অভিজিত গুপ্ত বলেন, এর আগে ২ দিনের কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে। আগামীকাল সরাসরি ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বও জানিয়ে দিয়েছেন আজ বামেদের ধর্মঘটকে তারা সমর্থন করবেন।

দোল, হোলি, শবেবরাতের পর সাফাই কাজে নামল হাওড়া পুরনিগম

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৯ মার্চ ঃ দোল, হোলি, শবেবরাতের পর এবার আবার সাফাই কাজে নামলো হাওড়া পুরনিগম। বৃহস্পতিবার হাওড়া

পুরনিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের (বর্তমানে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের) রাস্তার ধারের সমস্ত জঞ্জাল পরিস্কার করার কাজ হয়। হাওড়া পুরনিগমের জঞ্জাল ও সাফাই বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই সাফাই অভিযানে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী। তিনি বলেন, বি গার্ডেন থেকে দানেশ সেখ লেন পর্যন্ত রাস্তার ধারে নর্দমা পরিস্কার করা হয় এদিন। পাশাপাশি বি গার্ডেনের মেন মুখ যেখান থেকে জল সরবরাহ করা হয় সেটাও এদিন পরিস্কার করা হল। এই অভিযান আগামী কয়েকদিন চলবে বলে জানান সৈকতবাবু।

কলকাতায় তিনদিনের আলোকচিত্রে ব্রিটেন উৎসব আয়োজিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ কলকাতা লন্ডন হোক বা না হোক, কলকাতার সঙ্গে ব্রিটেন তথা লন্ডনের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই শহরেই আয়োজিত হতে চলেছে 'বেস্ট অফ দ্য ইউ কে' নামে একটি তিনদিনের চিত্র প্রদর্শনী। ১০ থেকে ১২ মার্চ, আইসিসিআর এর বেঙ্গল গ্যালারি। বেলা তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। আয়োজক ইন্দো ব্রিটিশ স্কলার অ্যাসোসিয়েশন। সহযোগিতায় বেঙ্গল হেরিটেজফাউন্ডেশন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার কলকাতা। এই ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে কলকাতা এবং লন্ডনের বাসিন্দা কিছু মানুষের তোলা ফোটোগ্রাফির সম্ভার। যা বেঙ্গল এবং ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্কের একটা ক্যানভাস। সময়ের নিরিখে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যত সব যেখানে ছায়া ফেলবে। এই ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। প্রসঙ্গত, ক্যামেরার ইতিহাসে একটি মাইলফলক ছিল ১৮২৬ সাল। ওই সালেই প্রথমবারের মতো আলোকচিত্র ধারণের কাজটি করেন জোসেপ নাইসপোর নিপস। তিনি পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে বিটুমিন প্লেটে আলোর ব্যবহার করে ক্যামেরার কাজটি করেন। সে হিসেবে তাঁকেই প্রথম ক্যামেরা আবিষ্কারক বলা যায়। তাঁর ক্যামেরা সংক্রান্ত ধারণার ওপর নির্ভর করেই ফ্রাঞ্চমেন চার্লেস এবং ভিনসেন্ট ক্যাভেলিয়ার প্রথম সফল ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ সালে উইলিয়াম টালবোট স্থায়ী চিত্র ধারণের জন্য নেগেটিভ ইমেজ থেকে ছবিকে পজিটিভ ইমেজে পরিবর্তন করেন। এরপরই বিশ্বব্যাপী ক্যামেরার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দ্রুতবেগে সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে জর্জ ইস্টম্যান তার প্রথম ক্যামেরা 'কোডাক'-এর জন্য পেপার ফিল্ম উপাদন করেন। বাণিজ্যিকভাবে এটাই ছিল বিক্রির জন্য তৈরি প্রথম ক্যামেরা। এর ঠিক এক বছর পরে পেপার ফিল্মের পরিবর্তে সেলুলয়েড ফিল্মের ব্যবহার চালু হয় ক্যামেরায়। এরপর আর পেছন ফিরে তাকানো নয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অবিচলিত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে পণ্য আনলোডিং

মালিগাঁও, ৯ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্য আনলোডিং ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। চলতি আর্থিক বর্ষের এপ্রিল ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৩৩২৮ টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়। বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৭.৪১। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে ১১৪৮ টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার,

সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৬৬৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩১০টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৮৬টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৫ টি রেক, মণিপুরে ৭ টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৬ টি রেক, মিজোরামে ৭ টি রেক এবং মেঘালয়ে ১টি করে রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৮৮টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৭৪টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাছাড়ের মহাদেবপুরে বিএসএফ এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

কাটিগড়া (অসম), ৯ মার্চ ঃ কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা মহাদেবপুরে বিএসএফ-এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও কোনও পরিষেবা নেই। যার ফলে সীমান্তবর্তী অনেক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এদিন বৃহস্পতিবার বিএসএফ-এর ১ নম্বর বাহিনীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরে উপচেপড়া ভিড় ছিল। এদিন বিএসএফ-এর শিলচর সেক্টরের মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে স্বাস্থ্য শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয় মহাদেবপুর সীমা চৌকিতে। সকালে শিবিরের উদ্বোধন করেন বিএসএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট সুধীর কুমার শর্মা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. রেশমি বরা। সকাল দশটা থেকে বেলা দুটা পর্যন্ত সীমান্ত এলাকার মানুষজন নিজেদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে আসেন। নির্দিষ্ট সমস্যাবলি পরীক্ষার পর তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয় বিএসএফ-এর তরফ থেকে। কমান্ডেন্ট সুধীর কুমার শর্মা বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে বিএসএফ। সারা বছর সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকে তাঁদের ১ নম্বর বাহিনী। বৃহস্পতিবার আয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ১৫৮ জন রোগী পরিষেবা গ্রহণ করেছেন, জানান তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ ফাল্গুন ১৪২৯

বিরোধী শূণ্য রাজনীতি...

সম্পাদকীয় ১

ভারতের রাজনীতিতে কোনও দিন বিরোধী শূন্য রাজনীতি কৌশল দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু গত কয়েকটি লোকসভার নির্বাচনের আগে থেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বিরোধী শূন্য রাজনীতি করার প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধীদের কথা শুনতে নারাজ শাসক দলের নেতারা এবং মন্ত্রীরা। এমনকী সংসদের মধ্যেও বিরোধীদের কথাকে বেশি আমল দেওয়া হয় না। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণতন্ত্র ক্রমশ সঙ্কট অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। বিরোধী দলের অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সংসদে বা বিধানসভায় যদি বিরোধী দল দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে কী করে বুঝতে পারা যাবে সরকার জনগণের হয়ে কাজ করছে। বিরোধী দল থাকলে সরকার দুর্নীতি করতে সাহস পায় না। শক্তিশালী বিরোধী দল রাখার প্রয়োজন ছিল। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা জগতে এত বেশি দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না। রাজ্যের বিধানসভায় বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সরকারের বিপক্ষে কথা বলার কেউ না থাকার ফলে সরকার যা ভেবেছে তাই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে সবাই যে যার খুশি মতো কাজ করে গিয়েছে। তার সমালোচনা করার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু সত্তরের দশকে দেখতে পাওয়া যায় শাসক দলের নেতারা বিরোধী দল রাখতে বিধানসভায় তৎপর হয়েছিল। তারা তখন মনে করতেন যে বিরোধী দল না থাকলে বা কোনও বিরোধী দলের নেতা না থাকলে বিধানসভা একেবারে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। সেই কারণে বিরোধী দল নেতাকে জিতিয়ে নিয়ে বিধানসভার বিরোধী আসনে বসানো হতো। এটাই ছিল ৷টের বা সত্তরের দশকের গণতান্ত্রিক রাজনীতি। তারপরে আশির দশক থেকে ক্রমশ রাজনীতিটা একক শক্তিকে পরিণত হতে শুরু করে। তবে নব্বই দশকেও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বিরোধী দল নেতা রেখে রাজনীতি করছে শাসক দলের নেতারা। শাসক দলের নেতারা মনে করতো বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে বিবাদ না করলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোথায় যেন খানিকটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে। সেই কারণে তখন বিরোধী দলে নেতাদের কথা বলতে দেওয়ার সযোগ করে দেওয়া হতো এবং তাঁদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হতো। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিরোধীদের একেবারে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে লোকসভা, রাজ্যসভা বা বিধানসভা থেকে। এমনকী পুরসভা থেকেই বিরোধীদের রাখার কোনও ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে না। এমনভাবে শাসক দলের নেতারা নির্বাচনকে পরিচালিত করতে শুরু করে দিয়েছে সেখান থেকে বিরোধী দলের প্রার্থীদের জিতে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে। গত কয়েক বছর আগে কোনও বিরোধী কাউন্সিলর ছিল না কলকাতা পুরসভায়। সেখানে শাসক দলের কাউন্সিলররা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক কৌশল

সম্পাদকীয় ২

রথযাত্রা করে ভারতের রাজনীতির অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। লালকৃষ্ণ আদবানির বুদ্ধিই বিজেপিকে সরকারি ক্ষমতা পাইয়ে দেয়। তারপরে এসেছেন রাজনাথ সিং। তিনি আবার মোদিপন্থী। লোকসভার নির্বাচনের সময় লালকৃষ্ণ আদবানিকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ করে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বিজেপি দল। তখন এনডিএ জোটে ছিল সমাজবাদী পার্টি থকে শুরু করে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। কিন্তু আরএসএসের প্রাক্তন সভাপতি রাজনাথ সিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মোদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখ করে নির্বাচনে লড়াই হবে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী মোদির সুনাম। কারণ শিল্পপতিদের সবচেয়ে পচ্ছন্দের তালিকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্থান পান নরেন্দ্র মোদি। তিনি রাজনীতির ম্যাজিক জানেন। কীভাবে কূটকৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে হয় এটা ভালো করেই বুঝতে পারেন। সেই কারণে রাজনাথ সিং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মোদিকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সামনে রেখে বিজেপি নির্বাচনী লড়াই করবেন। মোদির পক্ষে বিপুল ভোট পড়ে। কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। সেই সময়ে এনডিএ জোট থেকে বের হয়ে আসেন সমাজবাদী পার্টি থেকে শুরু করে প্রায় বেশ কয়েকটি পার্টি। শরদ পাওয়ার মোদির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু রাজনাথ সিং যেভাবে গোঁ ধরে বসেছিলেন তাতে তাকে এতটুকুও হেলানো সম্ভব হয়নি। ফলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এনডিএ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মোদি বিরোধী পন্থী ছিলেন। তিনি লালকৃষ্ণ আদাবানিকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। কিন্তু রাজনাথের কাছে তাকে পরাস্ত হতে হয়। রাজনাথ সিং মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করে দিয়েছিলেন। মোদির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের হিন্দুদের অধিকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এইখানেই মোদির সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের বিরোধ। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলই চায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু মোদি চান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে কোনও কিছু হয় না। ভারতে হিন্দুরা তাদের অধিকার হারাচ্ছে। হিন্দুরা উদারন্থী বলে তারা অধিকার হারাতে শুরু করে দিয়েছে। হিন্দুদের এই উদারতার সুযোগ গ্রহণ করছে বেশ কয়েকটি কট্টর ধর্মীয় সংগঠন। তাদেরকে শায়েস্তা করতেই এখন মোদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে।

কেন্দ্রীয় সমীক্ষা বলছে, বাংলার অধিকাংশ তরুণীই ঘরকন্নায় ব্যস্ত

রবীন্দ্র কুমার শীল

কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে অধিকাংশ বাংলার তরুণীরা ঘরকন্নায় ব্যস্ত। তাদের চাকরি নেই। লেখা পড়ার করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। আর্থিক সামর্থ্য নেই। ফলে ঘরে কাজ ছাড়া এই তরুণীরা বাইরে কোনও কাজ করতে পারছে না। তবে তার মধ্যে দুই একজন মানসিক শক্তি সম্বল করে ঘর থেকে বাইরে এসে কাজ করছে এবং উপার্জন করছে। তবে সেটা হাতে গোনা যায় মাত্র। তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু অধিকাংশ তরুণীরা ঘরে বসে বাবা মায়ের কথা মতো সংসারের কাজ করছে। মাকে রান্নায় সহযোগিতা করছে। ঘরদোর পরিস্কার করছে। অধিকাংশ মেয়েরা পড়াশুনা করছে না। তাদের পড়ার মানসিকতা তৈরি করতে ঘরের কোনও অভিভাবকেরা এগিয়ে আসছে না। তার ফলে বেকার জীবন যাপন করতে শুরু করেছে অধিকাংশ বাংলার তরুণীরা। হাতের কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে না। উচ্চাকাঙ্খা একেবারে উবে গিয়েছে। সমানে দিকে এগিয়ে চলার কোনও রাস্তা ঘুঁজে বের করতে পারছে না। এরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘরের কাজকর্ম করতে শুরু করে দিয়েছে। নারী দিবসের প্রাক্কালে সমীক্ষা করতে গিয়ে এই ধরনের চিত্র ধরা পড়েছে। পড়াশুনা প্রশিক্ষণ কোনও কিছুর মধ্যে তারা নেই। এই সব অধিকাংশ মেয়েদের বয়স হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। বাংলার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প কন্যাদের জীবনকে উন্নতি করার পথ দেখাতে পারেনি। আসলে হাতে কাজ করা বা পড়াশুনার করার ওপরে প্রশাসন বেশি করে চাপ দেওয়ার কথা ভাবেনি। কীভাবে মেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে উঠবে তার কোনও ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে পারেনি। 'কন্যাশ্রী'র মতো ভাতা দিয়ে কিন্তু মেয়েদের জীবনকে উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। মেয়েদের পড়াশুনার করানোর ব্যাপারে বাড়ির অভিভাবকেরা একেবারে উদাসীন ছিল। তার ফলে মেয়েরা বড় হয়ে ঘরে বাইরে পা রাখার ক্ষমতা দেখতে পারেনি। দেখতে পাওয়া গিয়েছে উত্তর প্রদেশ, গুজরাত, উড়িশা এবং আসমের মতো রাজগুলির অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে খারাপ। কোভিডের ধাক্কায় স্কুল জীবন থেকে সরে গিয়েছে বহু ছাত্রছাত্রীরা। তারা এখন ঘরে বসে কাজ করছে বা তাদের অধিকাংশদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের বিবাহ দিয়েছে তাদের পরিবারের বাবা মায়েরা। তার ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেনি বহু মেয়েরা। তাদের স্কুল জীবন নবম শ্রেণি বা অষ্টম শ্রেণির মধ্যে পড়াশুনা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ইচ্ছা থাকলে তারা কিন্তু পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেনি পরিবারের অভিভাবকদের অসহযোগিতার ফলে। কন্যাশ্রীর প্রকল্পের টাকা মেলায় বহু মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গোটা দেশে অল্প বয়সের মহিলাদের বিবাহের হার পশ্চিমবঙ্গে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে একশো জনের মধ্যে প্রায় ৪৫ জনের বেশি মেয়েদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে একুশ বছর পার হওয়ার আগেই। অথচ কন্যাশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ কমানোর কথা চিন্তা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রক একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষা চালু রাখার কথা ছিল। কেভিড পরিস্থিতির কথাকে মাথায় রেখে তা সময় সীমা বৃদ্ধি করা হয়।

২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষা চালু রাখা হয়েছিল। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রায় ২৯.৩ শতাংশ ১৫-২৪ বছরের মেয়েরা কেনও রকম ভাবে পড়াশুনা বা প্রশিক্ষণ নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। তারা স্রেফ বেকার হয়ে ঘরে বসে রয়েছে। এর মধ্যে ছেলেদের হার ১৬.১ শতাংশ। মেয়েদের হার ৪৩.৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে এই রকমের ছেলেদের হার ১৭.৭শতাংশ। আর এই ধরনের মেয়েদের হার ৪৯.৯ শতাংশ। যার অর্থ এসে উপস্থিত হয়েছে যে বাংলার অধিকাংশ মেয়েরা কোনও কাজ না করে ঘরে বসে রয়েছে। সংখ্যাটা গ্রামে বেশি করে উপলব্ধি করা গিয়েছে। সেখানে ৫২.৩ শতাংশ মেয়েরা বেকার হয়ে ঘরে বসে রয়েছে। ঘরের কাজ করছে। চাষবাসের কাজে বাবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে এই সব মেয়েরা সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন ঘরকন্নার কাজ করতে শুরু করেছে। বাবা মায়ের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা আগেই বহু মেয়েদের বিবাহ দিয়েছে তার পরিবারের লোকজনে। আবার করোর কারোর বিবাহ হয়ে গিয়েছে অষ্টম শ্রেনির পাশ করারর পরই। বাবা মায়েরা কন্যার খরচ বহন করতে একেবারে অপারগ ছিলেন। সেই কারণে তারা প্রায় জোর করেই ঘরের মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দায় মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেখানে দেখতে পাওয়া গেল সেই সব মহৎ উদ্দেশ্য একেবারে তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। ২৫ হাজার টাকা পাওয়াটা বড় হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল পরিবার পরিজনদের। এর সঙ্গে এলাকার দাদাদের কাটমানি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে পর্যবেক্ষকেরা। বিয়ের নাম করে ২৫ হাজার টাকা পুরো বিবাহে খরচ করা হয়েছিল কিনা তাও কতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কোনও পড়ুয়া মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে বিবাহ দেওয়াটাকে সমাজ জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করলেও তাকে বাধাা দেওয়ার তো কেউ ছিল না। সময়ে সময়ে পুলিশ খবর পেযে তৎপর হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে অধিকাংশ স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই স্বামীর ঘর করতে চলে গিয়েছে। ফলে মেয়েদের সামনের দিকে তুলে দাঁড়ানোর কথা যেভাবে প্রচার করা হচ্ছিল তা কিন্তু সার্থক হতে পারেনি। কোভিড পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা জগতে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপের দেশগুলিতে মেয়েরা অত্যন্ত সচেতন। তার ফলে সেখানে কোভিড মহিলাদের বেশি করে আঘাত দিতে পারেনি বা তাদের জীবনকে পঙ্গু করতে পারেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের অবস্থা ছিল একেবারে কাহিল। তারা পরনির্ভরশীল জীবন যাপন করে থাকে। বাবা মায়ের ওপরে তাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। তার ফলে বাবা মা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে একেবারে ফেলে দিতে পারে না। বাবা মায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঘর থেকে বের হয়ে এসে কোথাও ঠাঁই পায় না। তার ফলে তারা একেবারে অসহায় বোধ করতে থাকে। এর ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী মেয়েরা অনিচ্ছাকৃত বিবাহকে গ্রহণ করছে। বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পড়াশুনা করার প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েকে বাড়ির বৌ করে নিয়ে গিরে একটি ঘরে প্রায় বন্দি করে রেখে দিয়েছে। সংসারের কাজকে সামাল দিয়ে সেই সব মেয়েদের সময় কেটে যাচ্ছে। পড়াশুনার করার কোনও অতিরিক্ত সময় বের করতে পারছে না। তার ফলে তাদের যে পড়াশুনার করার ইচ্ছা ছিল তা একেবারে ইতি হয়ে গিয়েছ। তার ফলে বাংলায় মেয়েদের শিক্ষিতের হার ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বহু ছেলেরা আবার রাজ্যে চাকরি না পেয়ে তারা অন্য রাজ্যে গিয়ে শ্রম দিতে শুরু করেছে। ফলে সেখানেও স্কুল জীবনের ইতি হয়ে গিয়েছে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চার লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় কম বসেছে। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোভিড সংক্রমণ ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও দেখতে পাওয়া গেল শিক্ষার ক্ষেত্রে কোভিড কিন্তু বহু ক্ষতি করে দিয়েছে। স্কুল যাওয়ার প্রবণতাকে হ্রাস করেছে। পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতাকে হ্রাস করেছে। অনলাইন পড়াশুনার ওপরে জোর দেওয়ার ফলে স্কুলে উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ছত্র অভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চার হাজার স্কুল তুলে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে প্রশাসন। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু স্কুলে ছাত্রদের উপস্থিতির হার ক্রমশ তলানির দিকে। স্কুল যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ঘরে বসে পড়াশুনার ওপরে আগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করেছে ছাত্ররা। এদিকে আবার বহু শিক্ষকেরা তারাও অনলাইন পাঠ করানোর দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ঘর থেকে বসে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ করে লেখাপড়া চালু করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্কুল খোলার পক্ষে এই শিক্ষকেরা সায় দিতে পারছিল না। কিন্তু শিক্ষা দফতর স্কুল খোলার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে এই সব শিক্ষকেরা একেবারে নিমরাজি হয়ে স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এখন তো মিড ডে মিলের ওপরে বেশি করে ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বহু ছাত্ররা শুধু মিড ডে মিল খেতে স্কুলে যায়। তারা কোনও পাঠ গ্রহণ করতে স্কুলে আসে না। মিড ডে মিল খাওয়ার পরে স্কুলের আবার পড়াশুনার পরিবেশ তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুল শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকটি ক্লাসের সিরিয়াস পড়াশুনা হয়। তারপরে ডিম ডে মিলের ঘণ্টা পরলে স্কুলে ছুটি ছুটি ভাব এসে উপস্থিত হতে থাকে। বাংলার মাধ্যম স্কুলগুলিতে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে এখন আর কোনও সিরিয়াস ক্লাস হয় না। ক্লাসের শিক্ষা ওপরে সেই রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় না। তার ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি এখন ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি রমরমা করে চলছে। সেখানকার আইনশৃঙ্খলা এখনও বাংলা মাধ্যম স্কুলের মতো একেবারে ভেঙে পড়েনি। মিড ডে মিল খাওয়ার মতো কোনও পরিবেস সেখানে তৈরি হয়নি। সেখানে একটি শৃঙ্খলিত স্কুল জীবন এখনও দেখতে পাওয়া যায় যা অতীতে বাংলার মাধ্যম স্কুল গুলিতে ছিল। সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলা স্কুল মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। পুরসভার প্রাথমিক স্কুলগুলি এখন কেবল মাত্র সাইনবোর্ড হয়ে রয়েছে। তার শরীর আছে কিন্তু রক্ত মাংস নেই। জীবনী শক্তি একেবারে কমে গিয়েছে। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় উঠে গিয়েছে। অতীতে টোল শিক্ষার ওপরে উচ্চ শিক্ষা নির্ভর করতো। এখন সেটাকে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। দুই একজন ছিটকে গিয়ে মেধা শক্তি নিয়ে নিজেদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত তৈরি করছে বটে। তা দিয়ে তো রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশের সুস্থতা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ধরনের একের পর এক দুর্নীতি বাসা বেঁধে ছিল সেখান থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা খুব একটা সহজ হবে না। শিক্ষার রিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আনতে গেলে প্রায় আরও কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। সেই সময় পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই।

শক্তিশালী সমাজ গঠনে সংবাদপত্র কি দিল?

বিশেষ প্রতিনিধি

শক্তিশালী সমাজ গঠন করতে সংবাদপত্রগুলি আমাদের কি দিল তা নিয়ে সমীক্ষা করার খুবই প্রয়োজন। প্রায় বাংলার প্রতিটি সংবাদপত্র প্রথম পাতায় দুর্নীতি ছাড়া আর কোনও সংবাদ প্রকাশ করতে দেখা যায়নিন। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়নের কোনও খবর প্রকাশ করতে পারেনি যা রাজ্যের পরিবেশকে উজ্জীবিত করতে পারে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে সারদা কেলেঙ্কারীর পর থেকে সেই যে দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারীর খবর প্রকাশ হতে শুরু করে দিয়েছিল তা এখনও অব্যাহত। বাংলার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চিঁড় ধরিয়ে দিয়েছিল সারদা কেলেঙ্কারী। তার সেই 'সকালবেলা' পত্রিকা যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সংবাদপত্র জগতটাকে একেবারে অন্ধকারে ফেলে দিল তার হাত থেকে আজও মুক্তি পায়নি। সারদা কেলেঙ্কারী নিয়ে প্রতিদিন খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর। সারদা কেলেঙ্কারী নিয়ে কমিশন। সেখান থেকে আবার আমনতকারীদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার ভাবনা এই নিয়ে সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় খবর ভর্তি হয়ে যেত। সেই সব খবর হাটে বাজারে খুবই প্রচার হতে শুরু করে। এই নিয়ে একটি মাসের অধিক সময় কেটে যায়। বাড়ির ছোটরা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে ছিল সারদা কি? সারদা কোথায় থাকে? সারাদা কেলেঙ্কারীটা আসলে কোথায়? কী কারণে এই সব কেলেঙ্কারী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল? ছোটদের মনে মধ্যে সারদা কেলেঙ্কারা গেঁথে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। সারাদা রেশ কাটতে না কাটতে এসে উপস্থিত হল নারদা। নারদা কাণ্ড আবার সেটা বড় ধরনের কেলেঙ্কারী। সংবাদপত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি চ্যানেলে নারদ কাণ্ড নিয়ে জোরদার খবর প্রকাশ হতে শুরু করে দিল। তা নিয়ে টিভির পর্দায় শুরু হলো তর্কবিতর্ক। সেই সব নিয়ে দিল্লি থেকে শুরু করে কলকাতা একেবারে উত্তপ্ত হতে শুরু করে দিয়েছিল। নারদ কাণ্ড নিয়ে সিবিআই থেকে শুরু করে ইডি পর্যন্ত উপস্থিত। তখন সবাই নারদ কাণ্ডের জন্য স্যামুয়েলকে নিয়ে ব্যস্ত। তিনি নাকি নারদ কাণ্ডের মূল নায়ক। তার পরিকল্পনায় নারদ কাণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বাংলার রাজনীতিক

মহল একেবারে উত্তপ্ত। নারদ কাণ্ড কেটে যাওয়ার পরই এসে উপস্থিত হলো গরু পাচার, কয়লা পাচার এবং বালি তোলা। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গেল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। দুর্নীতি ছাড়া এখন আর কোনও খবর নেই সংবাদপত্রে। ধর্ষন আর দুর্নীতি এখন দুই পিঠপিঠি ভাই হয়ে গিয়েছে। ফলে একে ওপরকে ছাড়া থাকতে পারছে না। সংবাদপত্র তাই দেখা দিতে শুরু করেছে। পার্ক স্ট্রিট ধর্ষন আবার একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারী। দিল্লি ধর্ষন কাণ্ডের পর আবার পার্ক স্ট্রিট ধর্ষন। তা নিয়ে আবার সংবাদপত্র একেবারে তেতে পুড়ে জ্বলে উঠল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নিতে শুরু করলো। তারপরে এসে উপস্থিত হয়েছে গোর্খাল্যাণ্ড। দার্জিলিং জুড়ে আবার বনধ। বিমল গুরুংরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থাকতে চায় না। তারা আলাদা প্রশাসন তৈরি করতে প্রস্তুত। সেখানে পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে আধা সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলল। তার ফলে পশ্চিবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপ। ফলে ধামা চাপা পড়ে গেল গোর্খাল্যাণ্ড আওয়াজ। এই সব নিয়ে সারা দিনের সংবাদপত্র ব্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। তারপরে বিধানসভা লোকসভার নির্বাচন তো রয়েছে। নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক হিংসার খবরে সংবাদপত্রে। রাজনৈতিক দলগুলি কোথা থেকে নির্বাচন করার টাকা পেল তা নিয়ে শাসক দল এংব বিরোধী দলের মধ্যে তর্কাতর্কি হতে থাকে। সেই সব খবর প্রকাশ পেতে থাকলো সংবাদপত্রের পাতায়। সংবাদপত্র যে আইন বিরুদ্ধ কাজের জন্য যে জনমত তৈরি করার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল সেখান থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে। এখন শুধু দুর্নীতর খবরই প্রকাশ করছে। অনুব্রত মণ্ডককে ঘিরে গোটা একমাস ধরে প্রথম পাতার সেরা খবর হিসাবে গণ্য হতে থাকলো। তার ফলে এখন সারা বাংলা অনুব্রত মণ্ডলময়। অনুব্রত ছাড়া আর কেউ করোর কথা ভাবতে পারছে না, কল্পনা করতে পারছে না। কিছু দিন ধরে নোবেল পুরস্কার প্রাপক অর্মত্য সেন এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর উপাচার্য এর জমি নিয়ে টানা পোড়েন। সেই নিয়ে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর। এখন তো ইডি এবং সিবিআই নিয়ে প্রতিদিনই খবর প্রকাশ হচ্ছে। ইতি সিবিআই এখন বাংলার মানুষের মগজে প্রবেশ করে গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে অশিক্ষক কর্মচারি নিযোগ নিয়ে আদালতে মামলা। অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছে গোটা বাংলা। তার ফলে বাংলায় আর কোনও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটতে বিলম্ব হচ্ছে। গত ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং দুর্নীতি। সেই সব খবর এখন সংবাদপত্রে মুখ্য বিষয়। বাংলার কিশোর মনটাও এখন ইডি বা সিবিআইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। ঘরের শিক্ষিত ছেলে এবং মেয়েরা অনুব্রত মণ্ডলের সর্বশেষ সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার ফলে আমরা কিন্তু একটি সুস্থ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে পারছি না। একটি অসুস্থ এবং অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছি। মানসিক স্বস্তি নেই। যেখান থেকে সহজেই রেহাই পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। তবে যে সুস্থ পরিবেশ বাংলার ফিরে আসবে তা কেউই বলতে পারছে না। সবাই এখন মাথায় হাত রাখতে শুরু করে দিয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলতে শুরু করেছেন যে যদি এইভাবে বাংলার সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির পরিবেশ এগিয়ে চলতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আগামি প্রজন্ম মানসিক শক্তি হারাতে থাকবে। তাদের মনের মধ্যে দুর্নীতি এবং আর্থিক কেলেঙ্কারীর বাসা বাঁধতে থাকবে। তখন দেখতে পাওয়া যাবে আজকের কিশোর পরবর্তীকালে দুস্কৃতিকারীতে পরিণত হয়েছে। তখন কিন্তু গোটা বাংলাকে সামাল দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণে এখন থেকে এই সব ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার খুবই প্রয়োজন। সংবাদপত্রকে সেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রকল্পের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চৈতন্যপুর বিনয়নগর এলাকায়। এদিন চল্লিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন হয় পাশাপাশি ১৪টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। এদিন এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। যার মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি হল, ৪টি সোলার সিস্টেম জলপ্রকল্প। এছাড়াও ১৪টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাসের মধ্যে নতুন রাস্তা ও ড্রেন সহ একাধিক কাজ রয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় তিন কোটি টাকার কাজ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে করতে পেরেছে, আগামী দিনে আরও বেশি কাজ করতে পারবে বলে তিনি আশা করছেন। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া ঘোষ, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাধিপতি ভোলা ঘোষ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যুথিকা রায়(খাসনবিশ), উপপ্রধান সন্তু দাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।

স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৯ মার্চ ঃ উত্তর দিনাজপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার চোপড়ার থানার মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায়। বুধবার রাতের এই ঘটনার খবর বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, বুধবার রাতে চোপড়ার থানার মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বাসিন্দা বিজয় ওরাওঁ ও তাঁর স্ত্রী রেশমি ওরাওঁ (৩০)এর মধ্যে বচসা বাঁধে। সেই বচসার জেরেই স্ত্রীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, আগে থেকেই পারিবারিক কলহ ছিল। হোলি উৎসবের মাঝে সম্ভবত মদ্যপ অবস্থায় মারধরের ঘটনায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা রেশমির মৃত্যুর ঘটনার কথা জানতে পেরেই পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার স্বামী বিজয় ওরাওঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আত্মঘাতী ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে মাধ্যমিকের ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সমীর ওরাওঁ (১৮)। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বুধকরণ জোতের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। চলতি বছরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতের বাবা সুশী পাল ওরাওঁ জানান, আগের দিন রাতে তাঁরা একসঙ্গে বসে টিভি দেখছিল। সকালে ঘরের দরজা খুলতেই ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তিনি। এদিন দেহটিকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনেন স্থানীয় লোকজন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়িতে বোমার আঘাতে মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ মার্চ ঃ বাড়িতে ঢুকে দুস্কৃতিদের বোমা নিক্ষেপে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু। ঘটনাস্থল ইসলামপুর থানার দক্ষিণ মাটিকুন্ডা গ্রাম। মৃতের নাম সাকিব আখতার। অভিযোগের তীর ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। মৃতের ভাই ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর গোষ্ঠী এবং অভিযুক্ত প্রধান তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা ইসলামপুরের পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের গোষ্ঠী বলেই খবর। এই দুই গোষ্ঠীর দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। আর এনিয়েই বুধবার মধ্য রাতে বাড়িতে ঢুকে প্রধান ও তার দলবল মিলে বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অন্যদিকে খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধেও সুড় চড়ান এবং তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে এমন চলতে থাকলে তিনি তৃণমূল ছেড়ে নির্দল হয়ে আবারও নির্বাচনে লড়ে তৃণমূল প্রার্থীকে হারানোর হুশিয়ারি দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, দু'দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে নিজের পদ এবং দল থেকে পদত্যাগ করব। যদিও এই বিষয়ে এখনও জেলা সভাপতি বা অভিযুক্ত পক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকার দখল কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও ব্লক সভাপতির মধ্যে বিবাদ লেগেই রয়েছে। বুধবার রাতের দিকে তা ভয়ংকর রূপ নেয়। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলি ও বোমার লড়াই। এই বিবাদের জেরে স্থানীয় তৃণমূল নেতার ভাই তথা সিভিক ভলান্টিয়ার সাকিব আখতারের বাড়িতে হানা দেন বেশ কয়েকজন। সেই সময় খাবার খাচ্ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার। বাড়ি ঘিরে চলে গুলি ও বোমার লড়াই। তাতেই জখম হয়ে প্রাণ যায় সাকিব আখতার (৩০) নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মাটিকুন্ডা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অন্য গ্রাম থেকে লোকজন

শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত ইসলামপুর

নিয়ে এসে ওই বাড়িতে হামলা চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রধানের বাড়ি সহ প্রধানের সমর্থনে থাকা ওই এলাকার বেশকিছু লোকজনের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর প্রধান সহ ওই সব পরিবারের লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাতে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তপ্ত ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা গ্রাম। দক্ষিণ মাটিকুন্ডার বাসিন্দারা এবং করিম চৌধুরীপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকেরা মিলে মিছিল করে মাটিকুন্ডা বাজারের সামনে জমায়েত হয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতেই চলে বিক্ষোভ। মোতায়েন ব্যাপক পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। শ্রীকৃষ্ণপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর আগুন জ্বালিয়ে এবং রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মূল অভিযুক্ত সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে ইসলামপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

বিক্ষোভের শিকার মহকুমা শাসক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ মার্চ ঃ রেলের 'গুড শেড' পরিদর্শনে গিয়ে এবার স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত, পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ওই গুড শেডে গেলে তাঁরা বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এমনকি মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সুরক্ষা দিতে গিয়ে স্থানীয়দের বাধা মুখে পড়তে হয় পুলিশকেও। প্রসঙ্গত, রেলের গুড শেড অন্যত্র সরানোর দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে আন্দোলনে নেমেছেন বাঁকুড়া স্টেশন এলাকার মানুষ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রতিদিন বড়জোড়া থেকে কয়লা বোঝাই লরি বাঁকুড়ার ওই গুড শেডে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে রেলের মালবাহি গাড়িতে বিভিন্ন গন্তব্যে পাঠানো হয়। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে ওই গুড শেড থাকায় কয়লার কালো গুঁড়োতে এলাকা ভরে যাচ্ছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন শিশু বৃদ্ধ থেকে সকলেই। এছাড়াও শ্বাস কষ্টের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। এই অবস্থায় রেলের গুড শেড অন্যত্র সরানোর দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন বলেই জানিয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রসঙ্গে বাঁকুড়া পুরসভার উপ পুরপ্রধান হীরণ চট্টরাজ বলেন, এলাকার মানুষের অভিযোগ পেয়ে আমরা সরোজমিনে তদন্তে এসেছি। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কয়লা সরবরাহ যাতে নিয়মিত হয় এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত বলেন, গত তিন বছর ধরে এখানে এই কাজ চলছে। দূষণ ছড়াচ্ছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপাতত পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উইন্ড স্ক্রিন লাগানো হবে, রেলের ডিআরএমের সঙ্গে এবিষয়ে বৈঠকও হবে। তবে রেলের এই গুড শেড অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করার অধিকার আমাদের হাতে নেই। বিষয়টি রেলের।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ মার্চ ঃ শট সার্কিট থেকে আগুন! আগুনে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি! ক্ষতি আনুমানিক ৩-৪ লক্ষ টাকা দাবি গৃহকর্তার। মালদার মানিকচককে চৌকিমির দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সালাবাত গঞ্জ এলাকায় বৃহস্পতিবার ভোরে শট সার্কিট থেকে দুটি বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। বাড়ির সর্বস্ব এবং সঞ্চিত শস্য পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গৃহ কর্তা শেখ জামালের দাবি, প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গৃহকর্তার মাথায় আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। ঘটনস্থলেই আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রতিবেশী ও দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুন গ্রাস করেছে বাড়ির সমস্ত সরঞ্জাম। ঘটনার খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। বৃহস্পতিবার সকালে মালদা জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি পোশাক, চাল, আলু ও ত্রিপল দিয়ে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের পাশে থাকার জন্য মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ভোট বয়কটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৯ মার্চ ঃ স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে জলপাইগুড়ির জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির মাগুরমারী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আলতা গ্রাম এলাকায় ভোট বয়কটের ডাক দিল প্রায় ৫০০ পরিবার। ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে বৃহস্পতিবার এলাকায় মিছিল করেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভোট বয়কটের ডাকে অস্বস্তিতে তৃণমূল। জানা গিয়েছে, জলঢাকা নদী ভাঙনে আতঙ্কিত ধূপগুড়ির মাগুরমারী-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলি, দক্ষিণ আলতাগ্রাম, জাকইকোনা এলাকার বাসিন্দারা। নদী ভাঙনে বাড়ি-ঘর থেকে খেতের জমি তলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু জমি তলিয়ে গেছে জলঢাকা নদী গর্ভে। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা ভূমি রক্ষা কমিটি তৈরি করে নদী বাঁধের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে মিছিল করেন। তাঁদের দাবি, এক সপ্তাহের মধ্যে স্থায়ী বাঁধ তৈরি না হলে পঞ্চায়েত ভোট তাঁরা বয়কট করবেন।

আলু ফেলে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ ঃ আলুর সঠিক মূল্য এবং বন্ডের কালোবাজারি অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি রোড ৭৩ মোড়ে রাস্তায় আলু ফেলে দিয়ে পথ অবরোধ আলু চাষিদের। আলুর দাম কুইন্টাল প্রতি নূন্যতম ১০০০ টাকা, হিমঘরে আলু চাষীদের আলু সংরক্ষণ নিশ্চিত, সরকারি লাভজনক মূল্যে সরকারি চাষীদের কাছ থেকে আলু কেনা, ভিন রাজ্যে আলুর রপ্তানিতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ সারা ভারত কৃষক সভা জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি রোড ৭৩ মোড়ে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান আলু চাষিরা। তাই ঘন্টা খানেক ঘরে চলে এই অবরোধ। অবরোধের ফলে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি রাস্তায় বহু গাড়ি আটকে পড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে প্রশাসনিক আশ্বাসে পথ অবরোধ উঠে যায়।

পাটকাঠি দিয়ে দূর্গা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে হস্তশিল্প মেলা শুরু হয়েছে, সেই মেলায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে মিঠুন মন্ডলের পাটকাঠি দিয়ে তৈরি দুর্গা। একইসঙ্গে জগন্নাথের মূর্তি, সরস্বতীর মূর্তি, মা কালীর মূর্তি বানিয়ে ফেলেছেন পাট কাঠি দিয়ে। দেশলাই কাঠি দিয়েও তিনি ছোট্ট দুর্গা বানিয়েছেন। মেলায় ঘুরতে আসা ভ্রমনার্থীরা বারবার তার এই দোকান ঘুরে যাচ্ছেন। এতো নিখুঁত কাজ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রথমবার হস্তশিল্প মেলায় এসেছেন মিঠুন। মিঠুন মন্ডল জানান, আমি এই প্রথমবার এই মেলায় এসেছি। আমার কাজ লোকে দেখুক, লোকে একটু জানুক। ভীষণ ভালো সাড়া পাচ্ছি। এগুলির মূল্য ১০০০ থেকে শুরু করে ৭ হাজার পর্যন্ত রয়েছে।

বড়ঞা থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন

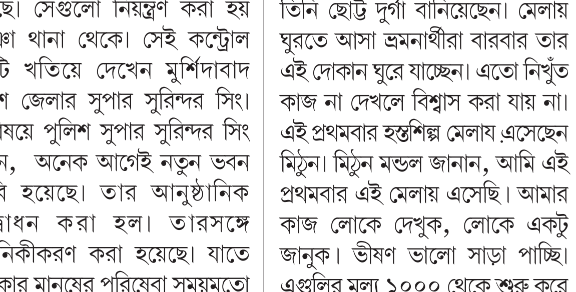

এজাজ আহম্মেদ, বড়ঞা, ৯ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার প্রশাসনিক বিভাগের কাজকর্মে গতি আনতে ইতিমধ্যেই পুলিশ-প্রশাসনের জন্য থানার নতুন ভবন থেকে শুরু করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো, ট্রাফিক কন্ট্রোলকে আধুনিক ভাবে সাজানো সহ একাধিক পদক্ষেপে গ্রহণ করা হয়েছে। বড়ঞা থানার পুলিশ প্রশাসনের বিভাগের কাজ আরও উন্নত করতে নতুন ভবন উদ্বোধন করা হল। মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার সুরিন্দর সিং ফিতে কেটে এই নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, কান্দির এসডিপিও সাগর রানা, সার্কেল ইন্সপেক্টর সৌম্য ভট্টাচার্য, বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজু মুখার্জি, বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্বোধনের পর নতুন ভবনটি ঘুরে দেখেন পুলিশ সুপার সুরিন্দর সিং। বেশ কিছুদিন আগেই বড়ঞা থানার এই নতুন ভবনটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সেটি সরকারিভাবে উদ্বোধন করা হয়। আগামী দিনে এই নতুন থানা ভবন থেকেই সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হবে। নতুন থানা ভবনটি রীতিমত ঝাঁ চকচকে। আগের থেকে নতুন ভবনে জায়গা অনেক বেশি হওয়ায় কাজ করতে পুলিশকর্মীদের সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বড়ঞা থানা এলাকায় নাশকতা রুখতে ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় বড়ঞা থানা থেকে। সেই কন্ট্রোল রুমটি খতিয়ে দেখেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং। এ বিষয়ে পুলিশ সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, অনেক আগেই নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। তারসঙ্গে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। যাতে এলাকার মানুষের পরিষেবা সময়মতো দেওয়া যায়।

পঞ্চায়েতের আগে তৃণমূল ভাঙন ধরাল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৯ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। এরই মধ্যেই শাসক-বিরোধী সবাই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন। শুরু হয়েছে দল ভাঙানোর খেলাও। ঝাড়গ্রামে শাসকদলে বড়ে ভাঙন। শ'খানেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিলেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ চড়ছে সাঁকরাইল ব্লকে। লাউদহ এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার যোগদান মেলার আয়োজন করা হয়। ওই যোগদান মেলায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তুফান মাহাতো-সহ আরও অনেকে। ওই যোগদান মেলায় তৃণমূল কংগ্রেস দল ছেড়ে ৭০টি পরিবার ও তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন পঞ্চায়েত সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি দলে যোগদান করেন। তাদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন বিজেপি নেতৃত্বরা। এরপর বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সকলকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। দিলীপ ঘোষ বলেন, ইমাম ভাতা দেবেন, তাঁদের স্কুল করে দেবেন, কলেজ করে দিবেন, মসজিদ করে দেবেন, এরপরেও বলবেন ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও এই প্রসঙ্গে সাঁকরাইলের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কমল রাউত বলেন, রমানাথ সিং নামে একজন অঞ্চল সভাপতি, আর শ্রীকান্ত দোলুই নামে এক জন পঞ্চায়েত সদস্য যোগ করেছেন। এই জল্পনা বহুদিন ধরেই চলছিল। এক বছর ধরে চলছিল। প্রধান যিনি ছিলেন, সুলেখা নায়েকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চেয়েছিলেন। আমরা মান্যতা দিই নি। তাই তলায় তলায় ওরা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। এদিন অনুব্রত প্রসঙ্গেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যকে বেঁধেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, কেষ্টকে বাঁচাতে তৎপর রাজ্য। শিশুদের বাঁচাতে তৎপর নয় রাজ্য সরকার। তাই বহু শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। জাতীয় মহিলা কমিশন ও শিশু কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যে এসেছেন। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল সম্পর্কে তিনি বলেন, ও এখন কাঁদছেন, ওর জন্য অনেকেই কেঁদেছেন। আসল কথা বলে দিলেই আর কাঁদতে হবে না। তাঁর আরও সংযোজন, আরও অনেকের ডাক পড়বে। কী করে ওত টাকার সম্পত্তি ও করলেন তা ইডির কাছে ওই বলবেন।

ফের কাঁথি থানায় হাজিরা সৌমেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৯ মার্চ ঃ কাঁথি থানায় আবারও ডাক পড়ল সৌমেন্দু অধিকারীর। সাংসদ কোটার টাকা নয়ছয় সংক্রান্ত একটি অভিযোগের মামলায় সাক্ষী হিসেবে ডাক পড়ল সৌমেন্দু অধিকারীর। সৌমেন্দু যখন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময় পুর এলাকায় রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য একটি টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। সেই দরপত্র সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের একটি মামলায় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটের সময় কাঁথি থানায় ডেকে পাঠানো হয় সৌমেন্দুকে। জানা যাচ্ছে, কাঁথি পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে যখন সৌমেন্দু অধিকারী ছিলেন, সেই সময় রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ কোটার টাকার কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল নারায়ণ গিরি নামে এক ঠিকাদারকে। কিন্তু সেই কাজ সঠিকভাবে করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন কাঁথি পুরসভা এলাকার বাসিন্দা শেখ কুদ্দুস। এই অভিযোগকারীর আরও দাবি, কাজ ঠিকভাবে না করেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়। সেই মামলার সূত্র ধরেই সাক্ষী হিসেবে এদিন কাঁথি থানায় ডেকে পাঠানো হয় সৌমেন্দু অধিকারীকে। এর আগেও একাধিকবার কাঁথি থানায় বিভিন্ন মামলায় তলব করা হয়েছিল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে। এই নিয়ে প্রায় ৮বার বিভিন্ন মামলায় ডাকা হল সৌমেন্দুকে। এদিন অবশ্য ১৬০ নোটিসের ভিত্তিতে সাক্ষী হিসেবেই কাঁথি থানায় হাজিরা দেন তিনি। এই বিষয়ে সৌমেন্দু অধিকারীর আইনজীবী অনির্বান চক্রবর্তী জানান, এই মামলায় কোনও অভিযুক্ত হিসেবে নয়, একজন সাক্ষী হিসেবে সৌমেন্দুকে ডাকা হয়েছে। আরএস ল্যাডের একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে তাঁকে ডাকা হয়েছে কাঁথি থানায়। প্রত্যেকবারই জানানো হয় কোন মামলায় ডাকা হচ্ছে। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন করা হয়, একই নথি চেয়ে পাঠানো হয়। আমার মক্কেল এই মুহূর্তে যাবতীয় নথি, ব্যাঙ্কের তথ্য, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত নথি সব কিছুই জমা দিয়েছেন। এই মামলাতেও আগে একবার ডাকা হয়েছিল, আজ আবারও ডাকা হল।

স্কুলে গিয়ে হুমকি তৃণমূল নেতাদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই ধর্মঘট ব্যর্থ করতে দিনহাটা সরকারি অফিস এবং বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে কর্মীদের হুঁশিয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের। আগামীকাল ধর্মঘটে সামিল হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দিতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। আর এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে সরকারি কর্মচারীরা। উল্লেখ্য, শুক্রবার সংগ্রামী মঞ্চের ৪৫টি সংগঠন একত্রিত হয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। তাদের মূল দাবি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে, সেই সাথে রাজ্যের সমস্ত শূন্যপদ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ এবং সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবি নিয়ে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মচারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে এই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন।

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER No.
WBPUR/EO/NIET-14/22-23, Dated:- 06.03.2023

For and on behalf of office of the Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites e-Tender for total 5(Five)Nos. similar nature of works. Documents download/sale date from **07.03.2023, 11:00 Hrs. to 13.03.2023 17:00 Hrs.** Bid submission start date **07.03.2023 11:00 Hrs.** Bid submission closing(online) **13.03.2023 at 17.30 Hrs.** Bid opening date(online) **14.03.2023 11:00 Hrs.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "O&M of Pay and Use Public Toilet" vide **Tender Id - 2023_MAD_490064_1** and "Hiring of one Pay Loader" vide **Tender Id – 2023_MAD_490031_1.** eTender submission end date **-18/03/2023.** Details information will be available from the website – (i) **http://wbtenders.gov.in**, (ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 208(44)/EO/JLD-II, Dated: 03/03/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-13(e)/EO/JLD- II/2022-23 dt.03.03.2023;** for 52 nos. of scheme **(Tender ID: 2023_ZPHD_487931_1 to 2023_ZPHD_487931_52)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **13.03.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

নং. ঃ জেএইচএস-এন-ডব্লু-১২-২৩ তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৩

ই-টেন্ডারিং নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার / ঝাঁসি, ডিআরএম অফিস, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে **(ই-টেন্ডারিং)** উল্লেখিত কাজের জন্য ঃ-

টেন্ডার নং.	জেএইচএস-এন-ডব্লু-১২-২৩
কাজের বিবরণ	সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজের ব্যবস্থা সিটিআর, টিটিআর ও টিডব্লুএস কাজের সাথে সংযুক্ত জেএইচএস-সিএনবি সেকশানের অন্তর্গত জেএইচ ডিভিশনে।
আনুমানিক মূল্য	৬৩৫৮১১১৪.৪৯
বায়না মূল্য	৪৬৭৯০০ /-
টেন্ডার নথির মূল্য	শূন্য
টেন্ডার খোলার তারিখ	২৮.০৩.২০২৩ সময় ১৫.০০ ঘটিকা।
সম্পাদনের মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি থেকে	১৮ মাস।

টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **২৮.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**।
(উত্তর মধ্য রেলওয়ে / ঝাঁসি ডিভিশন-এস এবং টি)

355/23(A)

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. প্রয়াগরাজ-সিগ-০৩৬-২০২২-২৩ **তারিখ ঃ ০৭.০৩.২০২৩**

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার / কোঅর্ডিনেশান / উত্তর মধ্যে রেলওয়ে / প্রয়াগরাজ, আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লেখিত কাজের জন্য **বেলা ১২.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত ই-টেন্ডার খোলার তারিখে যা উল্লেখিত রয়েছে। **টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নোক্ত ঃ-**

টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনু. মূল্য কাজের (₹)
০৩৬	বন্দোবস্ত স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপন এবং অ্যালার্ম ব্যবস্থা রিলে রুমে সিগন্যালিং প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যালেন্স রুমে ডিডিইউ-জিজেডবি সেকশানে প্রয়াগরাজ ডিভিশনে।	₹৭৬৩৭৪৫৯২.৮৮

বায়না মূল্য (₹)	₹ ৫৩১৯০০ /-	টেন্ডার নথির মূল্য	০.০০
সম্পাদনের মেয়াদ		১২ মাস	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ		০৫.০৪.২০২৩	
টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে	**www.ireps.gov.in** এই ওয়েবসাইটে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে।		
তারিখ, সময় ও স্থান টেন্ডার খোলার ঃ	টেন্ডার খোলা হবে ই-টেন্ডার মাধ্যমে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্রয়াগরাজ অফিসে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে বেলা **১২.৩০ ঘটিকার** পর।		

354/23 (DG)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

Block Development Officer, Udaynarayanpur Dev. Block invites E-Tender as follows:
1) WB/HWH/UNPUR/NIET-5/BDO/22-23, dt.-06.03.2023 for 29 Nos. AWC schemes within the jurisdiction of Udayanarayanpur Block. Last date of tender submission is **20.03.2023 up to 02.00 p.m.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur, Howrah

Office of the Prodhan
BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill-Srirampur, P.O-Beniagram,
P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sl No.	NIT No.	Description of NIT	Fund	Application last date
1	14/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER	15 CFC 2022-23	15-03-2023 up to 5.30 PM
2	15/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2022	15-03-2023 up to 5.30 PM
3	16/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2022	15-03-2023 up to 5.30 PM
4	17/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2021-22	15-03-2023 up to 5.30 PM

Details information is available from the office notice board.
Sd/- Prodhan
Beniagram Gram Panchayat

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে

নিলামের জন্য গনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর তরফে জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্ন উল্লেখিত সম্পত্তি যার মালিক **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে (''জিএনসিএল'')**, বিক্রয় করা হবে **'ই-নিলাম মাধ্যমে'** শর্ত এবং চুক্তি মেনে যা নিম্নে উল্লেখ্য। বিক্রয় হবে কোনরূপ ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	**শুক্রবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৩, ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।** প্রতি নিলাম হবে অনির্দিষ্ট সময়সীমায় প্রতি ৫ মিনিটের, যেমন ই-নিলাম শেষের সময় বাড়ানো হবে ৫ মিনিট প্রতি ক্ষেত্রে যদি দর শেষ হয় নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পূর্বে।
২	সম্পত্তি / সামগ্রী বিক্রয় করা হবে	পাওয়ার প্ল্যান্ট সামগ্রী (সংগৃহীত) সেট গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) ধারওয়াদ, কর্নাটকা, এবং অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ, যার বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে প্রোসেস মেমোরাণ্ডাম ওয়েবসাইটে- www.gujratnrecoke.com।
৩	সংরক্ষিত মূল্য	**ব্লক এ ঃ** পাওয়ার প্ল্যান্ট সেট সামগ্রী- **আইএনআর ১৫,৩৫,১৬,১৪৪ (টাকা ১৫.৩৫ কোটি)** **ব্লক বি ঃ** অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ- **আইএনআর ৩,৬২,৭১,২৬৫ (টাকা ৩.৬৩ কোটি)** (উপরোক্ত সংরক্ষিত মূল্য কোনরূপ প্রযোজ্য কর ছাড়াই)
৪	নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের যুক্ত হতে হবে অনুসারী সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলী বা প্রোসোসে মেমোরাণ্ডাম (যা প্রযোজ্য হবে) মেনে যা বিক্রয় নোটিসে উল্লেখিত। উভয় নথি পাওয়া যাবে-www.gujratnrecoke.com।
৫	ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ৪ এপ্রিল, ২০২৩ সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকার পূর্বে
৬	সম্পত্তি পরিদর্শন	পরিদর্শনের জন্য আবেদন জানান liquidator.gncl@decoderesolvency.com বিস্তারিত তথ্যের সাথে অনুরোধ জানান।

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া যায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে শুধুমাত্র ইমেল মাধ্যমে, লিখিত আকারে-**liquidator.gncl@decoderesolvency.com**, অন্য কোন পদ্ধতিতে যোগাযোগ **গ্রহণযোগ্য নহে।**

সুমিত বিনানী
তরলীকারক
sumit_binani@hotmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশান নাম্বার ঃ আইবিবিআই / আইপিএ-০০১/ আইপি-এন০০০০৫/ ২০১৬-১৭/ ১০০২৫

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০ মার্চ, ২০২৩

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, ''এ'' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।
শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিস

এতদ্বারা, অনুমোদিত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে ডিমান্ড নোটিস গ্রাহক/ সহ-গ্রাহক(দের) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হারে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, আনুষ্ঠানিক খরচ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুণরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

ক্র. নং.	লোন নং.	নাম গ্রাহক / সহগ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা	১৩(২) নোটিস তারিখ / বকেয়া (টাকা)	অধিগ্রহণের তারিখ ও ধরণ
১.	৩৩৬৯২১০১ ৭০০০০০০৩ ২) ৩৩৬৮২১০ ১৭০০০০০০৯	**১) কবিতা ঘোষ** **২) শৌভিক ঘোষ**	০৩.১২.২০২২ / টাকা. ৭,৬৫,২৮৮.৫৫ ০৩.১২.২০২২ তারিখে	০৪.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মোট এলাকা জমির পরিমাপ ১ কাঠা ০২ কাঠার মধ্যে যা অবস্থিত মৌজা-ইসমাইল, জেএল নং. ২২, প্লট নং. আরএস-১২১০, এলআর-১২১০, খতিয়ান নংয় আরএস-৭১৯, এডিএসআর-আসানসোল, থানা-আসানসোল, অধীন আসানসোল পৌরনিগম, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, যেখানে বাড়ি রয়েছে, ওয়ার্ড নং.-১৮/৮৫, হোল্ডিং নং. ২৩৫ / এন। পরিসীমা দলিল অনুসারে ঃ উত্তরে-জয়া মজুমদার ও অজয় রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণ-২.৫ মিটার চওড়া রাস্তা, পূর্ব-বিজেশ্বর পান্ডের বাড়ি, পশ্চিম-কনীকা বোসের সম্পত্তি। সম্পত্তি রয়েছে কবিতা ঘোষের নামে (নং. ১ আপনিও), যার নথিবদ্ধ বিক্রয় কোবলা তারিখ ১৩.১২.২০০৫ নং. ১-৫৬৬২, নথিবদ্ধ রয়েছে এডিএসআর আসানসোল, সাল ২০০৫।			
২.	১) ৩৩৭০২১৮ ৮৬০০০০০২৮ ২) ৩৩৭০২১০ ০৮০০০০০৩৭ ৩) ৩৩৭০৮০৬ ০০০০০০১৬	**১) মহ. ইরফান আসলাম** **২) মে. আনম ফ্যাশান কোং. মালিক-মহ. ইরফান আসলম** **৩) শাহানাজ বেগম** **৪) মহ. আসলাম খান**	১৫.১২.২০২২ / টাকা. ৩০,২১,২০৭.৯২ ১৪.১২.২০২২ তারিখে	০৪.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মোট এলাকা জমি পরিমাপ ৪ কাঠা, অবস্থিত মৌজা-নরসিংবাঁধ, জেএল নং. ২১, প্লট নং. আরএস-৪৫৯৫, খতিয়ান নং. আরএস-৪০৮৯, এডিএসআর আসানসোল, থানা-হীরাপুর, অধীন আসানসোল পুরনিগম, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, যেখানে বাড়ি রয়েছে। পরিসীমা দলিল অনুসারে ঃ উত্তরে-৪০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব-মহ. রিয়াজের বাড়ি, পশ্চিম-অন্য প্লট মালিক শাহানজ বেগম যার নথিবদ্ধ বিক্রয় কোবলা তারিখ ২৪.০৯.১৯৯০ যার নং. ১-৫৮৯৮, নথিবদ্ধ আসানসোল এডিএসআর, সাল ১৯৯০।			

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উপরিউল্লিখিত ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া রাশি, নোটিস দেওয়া যায় উপরিউল্লিখিত গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের স্বীকৃত আধিকারিক প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ যা উপরে বর্নিত রয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারা উল্লিখিত তারিখে। গ্রাহক এবং সহ-গ্রাহক / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সম্পদ পুণরুদ্ধারে। উপরি উল্লিখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিদার / বন্ধদাতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে এবং কোন ধরণের লেনদেন হলে উল্লেখিত সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ **স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক**
তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৩ **উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক**

টলি-বলির টুকরো খবর

'নবাবি' আচরণের কারণেই কি ভন্সালীর সুপারহিট ছবি হারান সইফ!

বলিপাড়ায় তাঁর নামের সঙ্গেও জুড়ে রয়েছে 'খান' পদবি। জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী না হলেও তিনিও বি-টাউনের প্রথম সারির নায়ক। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সিনেপাড়ায় পা রেখেছিলেন তিনি। একাধিক সুপারস্টারের সঙ্গে টক্কর দিয়ে তিনিও নিজের জায়গা পাকা করেছেন। তবে তাঁর আচরণ নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ শোনা যায়। এই কারণে তিনি বেশ কিছু ছবির কাজও হারিয়েছিলেন। তবে তাতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। কারণ তাঁর হাবভাবই 'নবাব'-সুলভ। তিনি সইফ আলি খান। অনেক সময়ই অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচালকের মনোমালিন্যের কথা প্রকাশ্যে আসে। সইফের সঙ্গেও বলিউডের এক বিখ্যাত পরিচালকের বিবাদ বেধেছিল। যার জেরে হিন্দি চলচ্চিত্র দুনিয়ার অন্যতম সুপারহিট ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ হারিয়েছিলেন সইফ। সেই পরিচালকের নাম সঞ্জয় লীলা ভন্সালী। ২০০৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'দেবদাস'। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, ঐশ্বর্য রাই, মাধুরী দীক্ষিত। সেই সঙ্গে চুন্নীলালের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জ্যাকি শ্রফ। এই ছবিতে চুন্নীলালের চরিত্রের জন্য সইফকে বেছেছিলেন ভন্সালী। সেই সময়ই সইফের সঙ্গে ভন্সালীর বিবাদ বাধে। আর যে কারণে ছবিটি হাতছাড়া হয় সইফের। সেই সঙ্গে সইফ এবং ভন্সালীর সম্পর্কের অবনতিও ঘটে। কী ঘটেছিল? সেই কাহিনিই এখানে তুলে ধরা হল। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে বলিপাড়ায় পথচলা শুরু করেছিলেন সইফ। কিন্তু সে ভাবে বাজিমাত করতে পারছিলেন না। এর পর ২০০১ সালে মুক্তি পায় 'দিল চাহতা হ্যায়'। এই ছবির পর থেকেই সইফের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। অভিনেতা সইফ আলাদা করে নজর কাড়ে দর্শক মহলে। এরপর 'দেবদাস' ছবির তোড়জোড় শুরু করেন ভন্সালী। এই ছবির জন্য শাহরুখ, ঐশ্বর্য এবং মাধুরীকে বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক। কিন্তু চুন্নীলালের চরিত্রের জন্য অভিনেতা খুঁজতে গিয়ে বেগ পেতে হয় ভন্সালীকে। প্রথমে ওই চরিত্রের জন্য গোবিন্দাকে প্রস্তাব দেন ভন্সালী। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন 'ডান্সিং স্টার'। এর পরই চুন্নীলালের চরিত্রের জন্য প্রস্তাব যায় সইফের কাছে। শোনা গিয়েছিল, 'দিল চাহতা হ্যায়'-এর সাফল্যের পর থেকেই সইফ নাকি ছবির জন্য বাড়তি পারিশ্রমিক চাইতেন প্রযোজক, পরিচালকদের কাছ থেকে। এমনকি, তাঁর আচরণও নাকি পাল্টাচ্ছিল। যাকে বলে কিনা 'অ্যাটিটিউড প্রবলেম'। সইফের আচরণ সম্পর্কে জানার পরও ছবির স্বার্থে তাঁকেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভন্সালী। কিন্তু, ওই চরিত্রের জন্য বিশাল অঙ্কের পারিশ্রমিক চান সইফ। রাজি হননি পরিচালক। এরপরই চুন্নীলালের চরিত্রের জন্য অন্য অভিনেতার খোঁজ শুরু করেন ভন্সালী। অন্য দিকে, সইফ ভাবেন যে, হয়তো ভন্সালী নিজে তাঁকে সমঝোতার জন্য অনুরোধ করবেন। সইফ নাকি এমনটাও ঠিক করেন যে, ভন্সালী যদি নিজে পারিশ্রমিক কমানোর কথা বলেন, তা হলে তাতে রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু এমনটা হয়নি। এর পর ভন্সালীর তরফ থেকে কোনও সাড়া না মেলায় নিজেই পরিচালকদের 'টিম'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সইফ। তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া চরিত্রটির কী হল, সে নিয়ে জানতে চান অভিনেতা। আর তখনই সইফ জানতে পারেন যে, ওই চরিত্রের জন্য জ্যাকি শ্রফকে বেছে নিয়েছেন ভন্সালী। এ কথা জানার পর রেগে যান সইফ। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছিলেন যে, ভন্সালীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। এমনকি, বেশি পারিশ্রমিক চাওয়ার তত্ত্বও অস্বীকার করেন সইফ। সইফ আরও দাবি করেন যে, তিনি ভেবেছিলেন, ভন্সালীর পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা হবে। কিন্তু, সরাসরি তাঁকে বাদ দেওয়া হল। ভন্সালীর এ হেন আচরণ একেবারেই ভাল ভাবে নেননি সইফ। আর তার পর থেকেই সম্পর্কে ছেদ পড়ে। এক সাক্ষাৎকারে সইফ এ-ও বলেন যে, চুন্নীলালের চরিত্র হাতছাড়া হওয়ায় তাঁর কোনও আফসোস নেই। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক ছবির প্রস্তাব পেয়েও সেই ছবিতে কাজ করতে পারেননি সইফ। কেরিয়ারের একেবারে শুরুতে 'বেখুদি' সিনেমায় নায়কের চরিত্রে কিছুটা শুটিং করেছিলেন সইফ। ওই ছবির হাত ধরে রুপোলি পর্দায় প্রথম পা রেখেছিলেন কাজল। শোনা যায়, সইফের অপেশাদারিত্বের কারণে শুটিংয়ের মাঝপথে তাঁকে ছবি থেকে সরিয়ে দেন পরিচালক রাহুল রাওয়াইল। এর পর 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সিনেমায় সলমন খানের চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছিল সইফকে। কিন্তু সেই ছবির সুযোগও হারিয়েছিলেন সইফ। তবে এই ছবি হারিয়ে খুব একটা বিপাকে পড়েননি সইফ। বরং নবাবোচিত ভাবেই নিজের মতো করে বলিউড দাপিয়েছেন। সইফের সঙ্গে ভন্সালীর যেমন 'অম্লমধুর' সম্পর্ক, তেমনই পরিচালকের সঙ্গে একই সম্পর্ক সইফ-ঘরনি করিনা কপূর খানেরও। 'দেবদাস' ছবির জন্য নাকি করিনার লুক টেস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। পরে 'রামলীলা' ছবির শুটিং শুরুর ১০ দিন আগে পিছু হঠেন করিনা। আর এই নিয়ে করিনা এবং ভন্সালীর সম্পর্ক তিক্ত হয়।

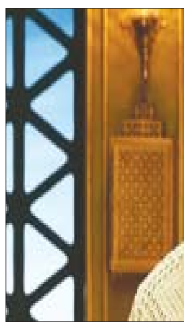

পুজোয় আসছে নন্দিতা ও শিবপ্রসাদের ছবি 'রক্তবীজ'

রক্তবীজের সাথে যুদ্ধে কে বাঁচাবে বাংলাকে? এবার পুজোয় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন মিমি ও আবির। ব্যাপারটা ঠিক খোলসা হচ্ছে না, তাই তো? 'উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউসে'র সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর পড়লেই স্পষ্ট হবে সব কিছু। টলিউডের এই সুপারহিট পরিচালক জুটি যখন থ্রিলারে হাত রাখলেন, তখন প্রেক্ষাপট হিসেবে বাছলেন বর্ধমানের খাগড়াগড়ের এক বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাকে! এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল বাজি বানানোর কারখানায় আগুন লেগে গিয়েছে। তবে তদন্তে আসে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। তদন্তে নেমে এনআইএ জানতে পারে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে বাংলাদেশের এক জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগ রয়েছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল দু'জনের। বিস্ফোরণের পর ওই বাড়ি থেকেই গ্রেফতার হন দুই মহিলা। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। এবার এই ঘটনাকেই পর্দায় আনছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবিতে মিমি এবং আবির যে জুটি বাঁধতে চলেছেন তা জানা গিয়েছে আগেই। তবে ছবির নাম কী কিংবা আর কারা অভিনয় করছেন, সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। এবার সামনে এল যাবতীয় তথ্য। ছবির নাম 'রক্তবীজ'। মিমি চক্রবর্তী, আবির চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার, কাঞ্চন মল্লিক, অম্বরীশ ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস মণ্ডলকে। ছবির পোস্টারে দেখা গিয়েছে একটি জবা ফুলে আগুন জ্বলার ছবি। 'রক্তবীজ' ছবিটি যে মূলতঃ থ্রিলার ঘরানার, তা মোটের উপর স্পষ্ট। তাই এখনই ছবি নিয়ে কোনও তথ্যই ফাঁস করতে চাইছে না নন্দিতা ও শিবপ্রসাদ। শোনা যাচ্ছে, সব ঠিকঠাক থাকলে আর সপ্তাহখানেক পরই শুরু হবে 'রক্তবীজ' ছবির শুটিং। কলকাতা এবং বোলপুরেই হবে শুটিং হবে। থ্রিলার ঘরানার ছবিতে আবির, মিমি দর্শকদের কতটা মন কাড়তে পারে, সেটাই এখন দেখার।

ছয় সপ্তাহ পরও ছক্কা হাঁকাচ্ছে 'পাঠান'

মুক্তির পর পেরিয়েছে ছয় সপ্তাহ। এখনও ক্রিজে টিকে রয়েছে 'পাঠান'। শুধু টিকে রয়েছে বললে ভুল বলা হবে। বরং একের পর এক রান তুলছে শাহরুখ খানের ছবি। বিশ্ব জুড়ে বক্স অফিসে হাজার কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে আগেই। মুক্তির ৪৩ দিন পরে 'পাঠান'-এর মোট ব্যবসা ১০৪০ কোটি টাকা। সিনে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আর দিন কয়েকের মধ্যেই ১০৫০ কোটির মাইলফলক পেরিয়ে যাবে যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবি। ২০১৮ সালে শেষ বার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছিল বক্স অফিসে। দর্শকের মন জয় তো করতে পারেইনি 'জিরো', সমালোচকদের প্রশংসাও পায়নি শাহরুখ, ক্যাটরিনা ও অনুস্কার ছবি। অথচ আনন্দ এল রাই পরিচালিত এই ছবি নিয়ে প্রত্যাশা ছিল সবারই। 'যব তক হ্যায় জান'-এর পরে ফের ক্যাট ও অনুস্কার সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন শাহরুখ। তবে, 'জিরো' ছবিতে ছিল না 'যব তক হ্যায় জান'-এর জাদু। তার পর দীর্ঘ চার বছরের অপেক্ষা। মাঝে অতিমারি ও লকডাউন। অবশেষে ২০২৩-এর গোড়াতেই বড় পর্দায় ফিরলেন বলিউডের 'বাদশা'। ফিরলেন বাদশার মতোই সাফল্য নিয়ে। দেশের বক্স অফিসেই এখনও পর্যন্ত 'পাঠান'-এর রোজগার প্রায় ৫৩৮ কোটি টাকা। হোলির সপ্তাহেও সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবি দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করেছেন দর্শক ও অনুরাগীরা। ৪৩ তম দিনে 'পাঠান'-এর উপার্জন ৮০ লক্ষ টাকার বেশি। 'পাঠান'-এর সাফল্যের জন্য অনুরাগীদের কাছে একাধিক বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শাহরুখ। বুধবার ফের সমাজমাধ্যমে দর্শকের ভালবাসার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান তারকা। তিনি লেখেন, ''মানুষের মনোরঞ্জন করা ও তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো আমাদের কাজ এবং আমরা সেই কাজকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলেই মনে করি। তা না করলে কোনও দিন আমরা আকাশ ছুঁতে পারব না।'' শাহরুখ আরও লেখেন, ''কঠোর পরিশ্রমের উপর ভরসা করে যে ভুল করিনি, তা আরও এক বার প্রমাণ করার জন্য ধন্যবাদ।'' সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পাঠানোচিত ভঙ্গিতে 'জয় হিন্দ' লিখে নিজের কথা শেষ করেন শাহরুখ।

শুক্রবার থেকে ৬ দিন শিয়ালদহ মেন শাখায় মোট ৩১৬টি ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে। শুক্রবার থেকে টানা ৬ দিন শিয়ালদহ মেন শাখায় মোট ৩১৬ টি ট্রেন বাতিল থাকবে। আর তার জেরে বড়সড় যাত্রী ভোগান্তির মুখে পড়তে চলেছেন কয়েক হাজার নিত্যযাত্রী। বিশেষ করে নৈহাটি থেকে লালগোলা পর্যন্ত অংশে ভোগান্তির কার্যত চূড়ান্ত হতে চলেছে। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নৈহাটি ও কল্যাণীর মাঝে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় থার্ড লাইন চালুর জন্য জরুরি কিছু কাজ করা হবে। তার জন্য আগামিকাল থেকে নৈহাটি ও রানাঘাটের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হবে। সেই কারণেই শুক্রবার আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ৪৬ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সূত্রের খবর, পাশাপাশি ৪টি দূরপাল্লার ট্রেনও চলবে না। এরপর শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত আপ ও ডাউন মিলিয়ে রোজ ৫৪ টি করে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ৬ দিনে মোট ৩১৬ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যে সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে তার মধ্যে থাকছে শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি লোকাল, কল্যাণী সীমান্ত লোকাল, কৃষ্ণনগর লোকাল, শান্তিপুর লোকাল, রানাঘাট লোকাল, বর্ধমান লোকাল, ব্যান্ডেল লোকাল ও কাটোয়া লোকাল। এছাড়াও বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। সেই তালিকায় থাকছে শিয়ালদহ আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ জঙ্গিপুর রোড মেমু, শিয়ালদহ রামপুরহাট এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ লালগোলা প্যাসেঞ্জার। বেশ কিছু ট্রেনকে এই ৬ দিন শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ-রানাঘাট হয়ে যেমন চালানো হবে তেমনি একই পথে ট্রেন শিয়ালদহের দিকে পাঠানো হবে।

অস্বচ্ছল যাত্রীকে সাহায্য মেট্রো কর্মীর

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে প্রায় ১২.১০ টায়, নেতাজি স্টেশন থেকে প্রায় ৬৫ বছর বয়সী একজন যাত্রী এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নেমেছিলেন এবং অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিলেন। তার অবস্থা দেখে, কর্তব্যরত স্টেশন এবং আরপিএফ কর্মীরা তার সাহায্যে ছুটে আসেন এবং তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসেন। তাকে অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে, তিনি সুস্থ বোধ করেন এবং বাড়িতে যেতে চান। স্টেশন স্টাফদের দেওয়া ফোন নম্বরে তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং তাকে তার স্বামীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১৩.২৮ ঘন্টা পরে, তার স্ত্রী এবং ছেলে স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে যাত্রীকে তার স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। স্টেশন ছাড়ার আগে, তারা উভয়েই মেট্রো কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান

কাবুল, ৯ মার্চ ঃ আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের ফৈজাবাদ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭.০৬ নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। গত ৮ দিনের মধ্যে তৃতীয়বার এই কম্পন। আফগানিস্তানের জাতীয় ভূকম্প কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৭। ফৈজাবাদের ২৮৫ কিলোমিটার পূর্ব উত্তর-পূর্বে ছিল এই ভূমিকম্পের এপিসেন্টার। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভূগর্ভ থেকে ১০৭ কিলোমিটার গভীরে। জানা যাচ্ছে, গতকাল আফগানিস্তানে রাত ১.৪০ নাগাদ আরও একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা অনুভূত হয়েছে ৪.২। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভূগর্ভের ১৩৬ কিলোমিটার গভীরে ছিল। পরপর ভূমিকম্পে কার্যত আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

পায়ে লাগানো ক্যামেরা-চিপ, ওড়িশায় পাকড়াও চর-পায়রা

ওড়িশা, ৯ মার্চ ঃ পুলিসের সন্দেহ গুপ্তচর। কারণ পায়ে লাগানো রয়েছে ক্যামেরা ও মাইক্রোচিপ। এমনই পায়রাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ওড়িশার জগৎসিংহপুরে। পারাদ্বীপ উপকূলে একটি মাছ ধরার বোটে পায়রাটি ধরা পড়ে। জগৎসিংহপুরের এসপি রাহুল পি আর জানিয়েছেন, আমাদের পশু চিকিৎসকরা ওই পায়রাটিকে পরীক্ষা করে দেখবে। রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির সাহায্য নিয়ে ওই ক্যামেরা ও মাইক্রো চিপটি পরীক্ষা করে দেখা হবে। পায়রাটির ডানায় কিছু একটা লেখা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর জন্য হস্তরেখা বিশারদের সাহায্য নেওয়া হবে। পারাদ্বীপ উপকূলে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল মাছ ধরার ট্রলার 'সারথী'। এর কর্মী পীতাম্বর বেহরা সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমাদের বোটে ওই পায়রাটি বসেছিল। লক্ষ্য করলাম ওর পায়ে কিছু একটা বাঁধা রয়েছে। দেখলাম ওর ডানাতেও কিছু একটা লেখা রয়েছে। লেখাটি ওড়িয়ায় না হওয়া কিছু বুঝতে পারিনি। পায়রাটি কাছে আসতেই ওকে ধরে ফেলি। পায়রাটিকে মেরিন পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ভারত-পাক সীমান্তে পাঞ্জাবে এই ধরনের পায়রা বা ঘুড়ি উড়ে আসার কথা প্রায়ই শোনা গিয়েছে অতীতে। কোনও কোনও সময় তারা ধরাও পড়েছে। দিন দশেক আগেই কোঙ্কন উপকূলে ৩৫ কিলোমিটার গভীরে এক মাছ ধরার বোটে এসে বসে একটি পায়রা। তাকেও ধরে বোটের কর্মীরা। তবে তার কাছে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

পুরীর লক্ষ্মী মার্কেট কমপ্লেক্সে আগুন, পর্যটকদের নিরাপদে উদ্ধার

পুরী, ৯ মার্চ ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল পুরীর লক্ষ্মী মার্কেট কমপ্লেক্সে। এই অগ্নিকান্ডে ৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে কমপক্ষে ১৪০ জন পর্যটককে। বুধবার রাতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অদূরে লক্ষ্মী মার্কেট কমপ্লেক্সে আগুন লাগে। রাত ৮টা নাগাদ গ্র্যান্ড রোডের মারিচীকোট চকের লক্ষ্মী মার্কেট কমপ্লেক্সের দোতলায় একটি পোশাকের দোকানে আগুন লাগে। ধীরে ধীরে আগুন শপিং কমপ্লেক্সের অন্যান্য দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১২টি ইঞ্জিন, রাত থেকেই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান কমপক্ষে ১৬০ জন দমকল কর্মী। সারারাত ধরে চলে আগুন নেভানোর কাজ, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন নেভানো সম্ভব হয়। প্রধান দমকল অফিসার রমেশ মাঝি বলেছেন, ১৪০ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুরীর পুলিশ সুপার ডঃ কানওয়ার বিশাল সিং বলেছেন, আগুন কীভাবে লাগল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৪০টিরও বেশি দোকান।

ইন্ডিয়া গেট থেকে বাইক র‍্যালির সূচনা

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ দিল্লির ইন্ডিয়া গেট থেকে বাইক র‍্যালির সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে বাইক র‍্যালির সূচনা করেছেন মীনাক্ষী লেখি। ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু হওয়া এই বাইক র‍্যালি ১,৮৪৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছাবে ছত্তিশগড়ের জগৎদলপুরে। ৭৫ জন সিআরপিএফ মহিলা ডেয়ারডেভিলস বাইক র‍্যালিতে অংশ নিয়েছেন, জগৎদলপুরে এই বাইক র‍্যালি শেষ হবে আগামী ২৫ মার্চ, ওই দিনই সিআরপিএফ ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেছেন, ছত্তিশগড়ে মাওবাদকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে সিআরপিএফ। তাঁদের অনেক শক্তি রয়েছে। শান্তি ও শুভেচ্ছার বার্তা নিয়ে র‍্যালিটি ছত্তিশগড়ের জগৎদলপুর পৌঁছাবে। সিআরপিএফ-এর ডিজি সুজয় লাল থাওসেন বলেছেন, ১,৮৪৮ কিলোমিটার মহিলা বাইক র‍্যালিতে ৭৫ জন মহিলা অংশ নিয়েছেন এবং ৫ টি রাজ্য অতিক্রম করে তাঁরা ছত্তিশগড়ের জগৎদলপুর পৌঁছাবেন।

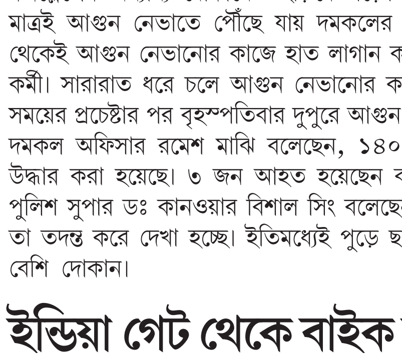

দিল্লি আবগারি নীতি মামলা ঃ ১১ মার্চ ইডি-র দফতরে যাচ্ছেন কে কবিতা, জানালেন নিজেই

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় আগামী ১১ মার্চ ইডি-র দফতরে হাজিরা দেবেন বলে জানালেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি)-র এমএলসি কে কবিতা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে কবিতা বলেছেন, গত ২ মার্চ দিল্লিতে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে অনশন সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রকাশ করেছিলাম আমরা। ১৮ টি দল তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে...ইডি আমাকে ৯ মার্চ তলব করেছে। আমি ১৬ মার্চের জন্য অনুরোধ করেছি, কিন্তু তাঁরা কেন তাড়াহুড়ো করছে তা আমি জানি না, তাই আমি ১১ মার্চের জন্য সম্মত হয়েছি। প্রসঙ্গত, দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর মেয়ে কে কবিতাকে সমন পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার, ৯ মার্চ কে কবিতাকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু এদিন তিনি যাননি। কে কবিতা এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেছেন, যখন একটি এজেন্সি একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডাকে, তখন তাঁর একটি মৌলিক অধিকার রয়েছে যে তাঁর বাড়িতে জেরা করা হোক। তাই, আমি ইডিকে অনুরোধ করেছিলাম যে তাঁরা ১১ মার্চ তদন্ত করতে আমার বাড়িতে আসতে পারে, কিন্তু তারা বলেছে আমাকে তাঁদের কাছে যেতে হবে। আসলে দিল্লি মদ কাণ্ডে কবিতা এখন ইডির র‍্যাডারে। ইতিমধ্যেই তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। আগামী ১১ মার্চ তিনি ইডি দপ্তরে হাজিরা দেবেন। তাঁর আগে শুক্রবার দিল্লির যন্তরমন্তরে মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার দাবিতে প্রতীকী অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই অনশন কর্মসূচিতে মোট ১৮ টি বিরোধী দল অংশ নেবে বলে দাবি কেসিআর কন্যার। কিন্তু তাতে কংগ্রেসের অংশগ্রহণ করা নিয়ে এখনও সন্দিহান বিআরএস নেত্রী। বিআরএস নেত্রীর সাফ বক্তব্য, কংগ্রেস এই প্রতীকী অনশনে যোগ দেবে কিনা সেটা তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে বাকি ১৮ টি দল আসবে বলে আমরা আশাবাদী। হাত শিবিরকে তোপ দেগে তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেসের উচিত ঔদ্ধত্য ভুলে টিম প্লেয়ার হিসাবে কাজ করা। নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক কংগ্রেস। যদিও এদিন সোনিয়া গান্ধীর প্রশংসা শোনা গিয়েছে কেসিআর কন্যার মুখে। কৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছেন সোনিয়ার কংগ্রেসের সঙ্গে আজকের কংগ্রেসের বিস্তর ফারাক রয়েছে। বস্তুত, কেসিআর কন্যার এই বিস্ফোরক তোপ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে আরও কোণঠাসা করল। আসলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'বাড়াবাড়ি'র প্রতিবাদ করে ৯ টি দল ইতিমধ্যেই একসুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছে। তৃণমূল, আপ, এনসিপি, বিআরএস, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, শিব সেনার উদ্ধব শিবির এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স একযোগে মোদকে চিঠি লেখেন। পরে আলাদা করে এই ইস্যুতে মোদীর দ্বারস্থ হন কংগ্রেসের জোটসঙ্গী তথা ডিএমকে নেতা স্ট্যালিনও। অথচ কংগ্রেস দুই চিঠির কোনওটিতেই সই করেনি। সুতরাং বলে দেওয়ায় যায়, যে জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে আলাদা রেখেই একটি আঞ্চলিক দলের জোট তৈরি হচ্ছে। আর যত দিন যাচ্ছে ততই একা হচ্ছে কংগ্রেস।

সুকমায় গুলির লড়াইয়ে আহত কয়েকজন

রায়পুর, ৯ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছে কয়েকজন নকশাল। যদিও, সুযোগ বুঝে মাওবাদীরা পালিয়ে গিয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিজিএল ও অন্যান্য বিস্ফোরক। বৃহস্পতিবার সকালে সুকমা জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সুরক্ষা বাহিনীর। কোবরা ব্যাটেলিয়ন, এসটিএফ ও সিআরপিএফ-এর যৌথ বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই হয়। এনকাউন্টারে ৫-৬ জন মাওবাদী আহত হয়, তবে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সুকমার পুলিশ সুপার সুনীল শর্মা বলেছেন, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং সিআরপিএফ-এর ২০৮ ব্যাটেলিয়নের কোবরা বাহিনী ডাববামার্কা ক্যাম্প থেকে সাকলারের দিকে অভিযান শুরু করেছিল, সেই সময় সকাল ৯টা নাগাদ এনকাউন্টার শুরু হয়।

রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা হামলায় ইউক্রেইনে অন্তত ৯ জন নিহত

কিয়েভ, ৯ মার্চ ঃ সেনা পাঠানোর বর্ষপূর্তির দুই সপ্তাহ পর ইউক্রেইন জুড়ে রাশিয়ার হামলা অব্যহত। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা হামলায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেইনের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ। এ হামলা দেশটির অনেক এলাকাকে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন করেছে, গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও। মধ্য ফেব্রুয়ারির পর রাশিয়া এই প্রথম ইউক্রেইনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল। এতে ১০টি অঞ্চলের স্থাপনা ও আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেইনের প্রেসিডেন্ট ভাল্দিমির জেলেনস্কি। বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেছেন, দখলদাররা কেবল বেসামরিকদের সন্ত্রস্ত করতে পারে। এটাই পারে তারা। কিন্তু এগুলো কাজে আসবে না। যা যা করছে, তার দায় এড়াতে পারবে না তারা। ইউক্রেইনের জরুরি বিভাগের ভাষ্যমতে, ক্ষেপণাস্ত্রে পশ্চিমাঞ্চলীয় লিভভ অঞ্চলের একটি গ্রামের বাড়ি ধসে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই এলাকা থেকে পাওয়া ড্রোন ফুটেজে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া একটি ঘরের আশপাশে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত কিছু ভবন দেখা গেছে। ক্ষেপণাস্ত্রে মধ্যাঞ্চলীয় দিনিপ্রো অঞ্চলে একজন এবং খেরসনে গোলার আঘাতে আরও তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

ফুটপাথে উঠে পড়ল গাড়ি মৃত ২, আহত ৬

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ দ্রুত গতির জেরে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ফুটপাথে তুলে দিল চালক। যার ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল দিল্লিতে। বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লির মালাই মন্দির এলাকায় ওই দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। গুরুতর আহত ৬ জন। তাদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালাই মন্দির এলাকায় একটি ফুটপাতে উঠে যায়। তার আগে ওই গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি অন্য চারচাকা গাড়ি ও তিনটি অস্থায়ী দোকানে ধাক্কা মারে। পুলিশের অনুমান, ওই গাড়ির চালক সম্ভবত মদ্যপ ছিলেন। আহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যোধপুরে পাঁচটি দোকানে আগুন তিন ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

যোধপুর, ৯ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের অদূরে বোরনাদা এলাকায় পরপর পাঁচটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। একে একে সব দোকান পুড়তে থাকে। আগুনে লাখ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে হতাহতের কোনো তথ্য নেই। দমকল কর্মীদের তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এএফও প্রশান্ত সিং জানান, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে বোরানাদা এলাকায় একটি মুদি দোকানে আগুন লাগে বলে খবর পাওয়া যায়। আশেপাশের দোকানগুলো থেকেও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। প্রথমে দমকলের একটি গাড়ি পাঠানো হয়। কিন্তু পরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পরায় আরও চারটি দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর আরও তিনটি দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পাঠানো হয়। এএফও প্রশান্ত সিং নিজেও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। দমকল কর্মীদের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। আগুনে লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

Name Change
I, FARUK HOSSAIN MOLLA (old name) S/O MAFUR ALI MOLLA resident of 3 No. Sekh Para Nilambarpur, PO- Makhana, PS- Falta, Pin-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) FARUK HOSSEN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. FARUK HOSSAIN MOLLA and FARUK HOSSEN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAZID KHAN alias SAJID KHAN (old name) S/O SERAJ KHAN Resident of Z-3/37/1, Dr. A.K. Road, PO- Badartala, PS- Nadial, Kolkata- 700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SAJID KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. MD SAZID KHAN, SAJID KHAN and MD SAJID KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, TARAK DEY (old name) S/O LATE SAMIR DEY Resident of Abhoynagar, PS-Nischinda, Howrah-711205 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TARAK ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. TARAK DEY and TARAK ROY both are same and one identical person.

Name Change
I, SULTAN MONDAL alias HAZI SULTAN MONDAL (old name) S/O SAIKH SOKLEM MONDAL Resident of JALAMADUL UTTARPARA PO BHAGBATIPUR PS CHANDITALA HOOGHLY 712701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAIKH SULTAN MONDAL, vide an ffidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. SULTAN MONDAL, HAZI SULTAN MONDAL and SAIKH SULTAN MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SARUJIT CHOWDHURY (old name) S/O LATE HIRA LAL CHOWDHURY Resident Paschim Gakulnagar, PO- Gakul Nagar, PS-Bishalgarh, State-Tripura, Dist-West Tripura, Pin-799130 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SARAJIT CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. SARUJIT CHOWDHURY and SARAJIT CHOWDHURY both are same and one identical person.

Name Change
I, PRITAM GHOSH PARIMAL GHOSH (old name) S/O PARIMAL GHOSH Resident of 14/8 CHOWBAGHA ROAD, 2nd Floor, Kolkata 700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRITAM GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. PRITAM GHOSH PARIMAL GHOSH and PRITAM GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, R M SIDDIQUI (old name) S/O MUSHTAQUE AHMED SIDDIQUI Resident of 14 A, NORTH RANGE CIRCUS AVENUE KOLKATA-700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD. RAFAY MAHMOOD SIDDIQUI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. R M SIDDIQUI and MD. RAFAY MAHMOOD SIDDIQUI both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSHMA KUMARI (old name) W/O SUKHMINDER SINGH Resident 105/10B, Karaya Road, PS-Karaya, Kolkata-700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHMA KAUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. SUSHMA KUMARI and SUSHMA KAUR both are same and one identical person.

Name Change
I, B KARMAKAR (old name) S/O NIRMAL CHANDRA KARMAKAR Resident of 5/5 STUDIO LANE JADAVGARH, HALTU, KOLKATA-700078 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BASUDEB KARMAKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. B KARMAKAR and BASUDEB KARMAKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, SOVAN SK (old name) S/O SK KERAMAT Resident of PURBA NABABPUR, REUJIR CHAK MADHYA PARA, NAWABPUR, HOOGHLY RURAL-712701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK CHOBAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. SOVAN SK and SK CHOBAN both are same and one identical person.

Name Change
I, GAURAV KUMAR SWARNAKAR (old name) S/O HARI PRAKASH SWARNKAR Resident of 293, Block A, Bangur Avenue, Ganga Apartment, 1 st floor, Kolkata 700055 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GAURAV SWARNKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. GAURAV KUMAR SWARNAKAR and GAURAV SWARNKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, LIU MIN KINE ALIAS MICHAEL (old name) S/O LIU KUO CHAO Resident of 77/1, Christopher Road, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LIU MIN KINE MICHAEL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/03/2023. LIU MIN KINE ALIAS MICHAEL and LIU MIN KINE MICHAEL both are same and one identical person.

Name Change
I, Shabo Zaman (old name) D/o Tarique Zaman, Resident of 31/1 Debendra Mullick Street Kolkata-700073 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Nikita Zaman (new name)vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023.Shabo Zaman and Nikita Zaman both are same and one identical person.

Name Change
I, SOUGAT GHOSH (old name) S/O SUBRATA KUMAR GHOSH Resident 31/A, Latafat Hossain Lane, PO-K.G. Bose Sarani, PS-Beliaghata, Kolkata-700085 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOUGATA GHOSH, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 03/03/2023. SOUGAT GHOSH and SOUGATA GHOSH both are same and one identical person.

অনুব্রত দিল্লি যেতেই শুনশান জেলা কার্যালয়

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৯ মার্চ ঃ অনুব্রত দিল্লি যেতেই শুনশান বোলপুরে দলের জেলা কার্যালয়। প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে 'অনুব্রত দাওয়াই' থাকত। এবার সেই হাল কে ধরবে সেটাই সময়ের অপেক্ষা। যদিও কর্মীদের মনোবল বাড়াতে মরিয়া শতাব্দী-চন্দ্রনাথ। কারন, অনুব্রত মণ্ডল যত দিন না ফিরবেন, ততদিন বীরভূমের সংগঠন দেখবেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বার্তা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিচ্ছেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যরা। কেউ কেউ আবার জোর গলায় বলছে, দাদা পঞ্চায়েতে ভোটের আগে ফিরে আসবেই। সময় যদিও শেষ কথা বলবে। রাজ্যে পালা বদলের পর ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। সেই সময় কসবায় একটি জনসভা থেকে তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে বলতে শোনা গিয়েছিল, পুলিশকে বোম মারুন, আমি বলছি বোম মারতে। এমনকি, নির্দল প্রার্থীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার নিদানও দেন অনুব্রত। বিতর্কে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এই নিদানের পর খুন হয়েছিল নির্দল প্রার্থী হৃদয় ঘোষের বাবা সাগর ঘোষ। যেখানে নাম জড়িয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের। এই থেকেই 'অনুব্রত নিদান'-এর সূত্রপাত। তার পর ভোট আসে ভোট যায়। নতুন নতুন নিদানে ভোট ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার নিদানে প্রতিবার ভোট বৈতরনী পার হয়ে যায় শাসক দল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে বীরভূমে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে অনুব্রত দাওয়াই, 'উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে।' এই দাওয়াইয়ের পরেই জেলাজুড়ে

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কোথাও কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়নই জমা দিতে পারল না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলার সিংহভাগ পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আসন দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এবার কি হবে? এই আশঙ্কা ইতিমধ্যে দলের অন্দরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন, অনুব্রতহীন বীরভূমে কতটা প্রভাব পড়বে তা নিয়েই কিছুটা হলেও চিন্তিত জেলা নেতৃত্ব। যদিও, সেকথা মুখে স্বীকার করছেন না কেউ। তবে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে মরিয়া শতাব্দী-চন্দ্রনাথ সকলেই। এবার অনুব্রতহীন বীরভূমের পঞ্চায়েত নির্বাচন। নেই 'অনুব্রত দাওয়াই'। যে দিন অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল তারপর থেকে কার্যত শুনশান বোলপুরে দলের জেলা কার্যালয়। যে ক'জন পার্টি অফিসে আনাগোনা করছে তাদের মুখেও রা নেই। এতদিন না হয় অনুব্রতর দাপটে বিরোধীরা মুখ খুলতে পারত না, এই অভিযোগ ছিল। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ফল কি হবে, কে হাল ধরবে সেটাই প্রশ্ন। যদিও, বোলপুর সফরে এসে দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বীরভূমের সংগঠন দেখার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বিধানসভার উপ অধ্যক্ষ আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই সাংসদ সহ মোট ৯ জনকে নিয়ে একটি কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই কোর কমিটিই নিজ নিজ এলাকায় সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখবেন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে নেতৃত্ব দেবেন। তবে কোর কমিটির সদস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, একটু অসুবিধা হবে। তবে পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে কোন প্রভাব পড়বে না। দীর্ঘ দিন ধরে রাজনীতি করি, মানুষের পালস বুঝি, সুবিধা-অসুবিধা বুঝি। অল্প অসুবিধা থাকলে সেটা কাটিয়ে উঠব। আমরা কোর কমিটি এক সঙ্গে কাজ করি। কোর কমিটির আরেক সদস্য তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, প্রভাব পড়বে না। সবাই লাফাচ্ছে, ভাবছে অনুব্রত দিল্লি গিয়েছে। সেটা নয়। আইনের বিষয়, সেই নিয়ে কিছু বলব না। তবে ওনার শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে সেই দায়িত্ব ইডি-সিবিআইকে নিতে হবে। অনুব্রতর সঙ্গে থাকা নেতারা যারা এক সঙ্গে রাজনীতি করেছে তারা সবাই সংগঠন করতে জানে। অন্য ইলেকশনের সময়তো নজরবন্দি থাকত। ইলেকশন হবে যেমন হয়, জিতও হবে। অন্যদিকে, অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে আরও যেন 'ঘরকুনো' হয়ে গিয়েছে কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। দিল্লি যাত্রার পর থেকেই বোলপুরের নিচু পট্টির বাড়িতে অনুব্রত অনুগতরাও বাড়িতে তেমন ভিড় জমান না। একসময় সকাল থেকে রাত অবধি লোকসমাগমে গমগম করত বোলপুরের নিচুপট্টির মণ্ডল বাড়ি। সেই বাড়িই এখন খাঁ খাঁ করছে। দোতলার ঘরে রয়েছেন সুকন্যা। পরিবারের দু'চারজন আত্মীয় মাঝেমধ্যে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে এসে খোঁজখবর নিয়ে যান। নিন্দুকেরা বলেন, অনুব্রত আসানসোল সংশোধনাগারে থাকাকালীন ফোনে মাঝেমধ্যে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু তাঁর দিল্লিযাত্রার পর থেকে একাকিত্বে ভুগছেন কেষ্টকন্যা। কার্যত নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছেন তিনি।

মানুষের পঞ্চায়েত গড়ার ডাক মীনাক্ষির

দুরন্ত বার্তা, ময়ূরেশ্বর, ৯ মার্চ ঃ 'চোর তাড়াও। লুটের নয়, মানুষের পঞ্চায়েত গড়ো।' এই ডাক দিয়ে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে মিছিল ও পথসভা করেন। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্যা মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূল এখন মাজাভাঙা সাপ। কেষ্ট, পার্থ বলে যেসব মাজারা ছিল আমরা লড়াই, আন্দোলন করে তা ভেঙে দিয়েছি। লেজটা একটু-আধটু ছটফট করছে। কিছু নতুন নতুন নেতা ফনা তোলার চেষ্টা করছে। এদিন ময়ূরেশ্বরের মানুষের মেজাজ জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের ফোঁস করার দিন শেষ। এবার ফোঁস করতে এলে ফল খারাপই হবে। সিপিএমের ময়ূরেশ্বর ১ ও ২নং অঞ্চল কমিটির ডাকে ছিল এদিনের মিছিল। মীনাক্ষি বলেন, সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথে বুথে এই মেজাজ নিয়েই রুখে দাঁড়াতে হবে। এমন পঞ্চায়েত গড়তে হবে যেন সেখানে মানুষের কথা বলার অধিকার থাকে। মানুষের সেই পঞ্চায়েত গড়তে পারে একমাত্র লালঝান্ডাই। কারন লালঝান্ডা তৃণমূলের মত চিটফান্ড বা বিজেপির মত দেশবিক্রির টাকায় তৈরী হয় নি। লাখো লাখো মানুষের লড়াই, সংগ্রাম, রক্তের বিনিময়ে এই লালঝান্ডা তৈরী হয়েছে। গোটা রাজ্যের মানুষ জেনে গেছে কয়লা চোর, বালি চোর, গরু চোরদের তাড়াতে প্রকৃত বিরোধী কে? অধিকারী ঘরের যে ছেলেটা নিজেকে বিরোধী বলে দাবি করছে, সে তো কুড়ি বছর ছিল নীল-সাদা আঁচলের তলায়, এখন গেরুয়া আঁচলে মাথা ঢেকেছে। রাজ্যজুড়ে চাকরি বিক্রির চক্রান্তের জাল তো তার হাতেই তৈরী। এখন ধর্মের বিষ ঢালছে। দিন যত যাচ্ছে ততই মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে এদের চরিত্র। মিছিলের আগে এদিন সকালে ডিওয়াইএফআই, বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে হওয়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মশালা হয় ময়ূরেশ্বরে। তাতে মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা সহ জেলা নেতৃত্ব। এছাড়াও মীনাক্ষি এদিন দেখা করেছেন ময়ূরেশ্বরের দোগাছি গ্রামের মেধাবী ছাত্র রাজিনা পারভিনের পরিবারের সাথে। এই ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে লাভপুরের জহর নবোদয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে। সেখানকার ছাত্রী ছিল রাজিনা। সেই মৃত্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। প্রকৃত তদন্তের দাবি উঠেছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে খুনের। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে লাভপুর থেকে ময়ূরেশ্বরে। অকালে সন্তানহারা পরিবারের সাথে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন সিপিএম নেতৃবৃন্দ। এরপর দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ ময়ূরেশ্বর থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিল শেষ হয় কোটাসুরে। সেখানে পথসভা হয়।

হিমঘর খোলার দাবি

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ ঃ হিমঘর খোলার দাবিতে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল কৃষকরা। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি, মণিরাম, হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের আলু চাষিরা বিক্ষোভ দেখায়। দ্রুত হিমঘর খোলার দাবিতে তারা নকশালবাড়ি বিডিও, নকশালবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক, খড়িবাড়ি থানা, খড়িবাড়ি বিডিও এবং খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ জানান। জমিতে আলু তোলা শুরু হলেও হিমঘর খোলার এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি। এর ফলে জমিতেই অনেক কৃষকের আলু পচতে শুরু করেছে। শিলাবৃষ্টিতেও আলু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা কৃষকদের। কৃষ্ণ দাস নামক এক আলু চাষি জানান, হিমঘরে আলু রাখতে কৃষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। হিমঘর মালিকদের দাদাগিরিতে অসহায় অবস্থা কৃষকদের। এদিন বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে আলু চাষিদের সমস্যা লিখিত সহকারে জানানো হয়েছে। দীপক সন্ন্যাসি নামে আরও এক কৃষক জানান, হিমঘর খোলার আগেই আলু চাষিদের অগ্রিম টাকা দিতে হচ্ছে। হিমঘরের মালিকদের এই টাকা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ হিমঘরে আলু রাখার আগেই প্রতি বস্তা ৫০ টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হনুমান তাড়াতে বর্ধমান থেকে বন দপ্তরের কর্মীদের তলব দুবরাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ মার্চ ঃ দোলের দিন থেকে হনুমানের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার পণ্ডিতপুর ও হালসত গ্রামের বাসিন্দারা। জানা যায়, দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত পন্ডিতপুর গ্রামে বেশ কয়েক দিন ধরে তিনটি বাঁদর গ্রামবাসীদের কামড় ও আঁচড় দিয়ে আহত করছে। হনুমানের কামড়ে পণ্ডিতপুর ও হালসত গ্রামের প্রায় ১০ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সিউড়ি, কেউ বা বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আবার কয়েকজনকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে। বহুবার দুবরাজপুরের বন দপ্তরের আধিকারিককে জানানো হয়েছে কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বন দপ্তর থেকে ৫ জন কর্মীকে পাঠানো হয়। তাও আবার হাতে লাঠি নিয়ে। তাই গ্রামবাসীরা বন দপ্তরের কর্মীদের আটকে রাখেন এবং গ্রামবাসীরা নিজে হাতে নিয়ে হনুমান তাড়াতে বেরিয়ে পড়েন। শেষমেশ বর্ধমান বন দপ্তরের কর্মীরা এসে ঐ হনুমানগুলোর খোঁজ শুরু করেন। তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই হনুমানগুলির খোঁজ পায়নি বনদপ্তরের কর্মীরা। শুক্রবার সকাল থেকে আবার তাদের খোঁজে ঘুম পাড়ানি বন্দুক নিয়ে ওই গ্রামগুলিতে বের হবেন বনদপ্তরের কর্মীরা। এদিকে হনুমানের ভয়ে ওই এলাকার তিন থেকে চারটি গ্রামের লোকজন রাস্তায় বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। গ্রামের পথঘাট জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। হনুমান গুলি বিশেষত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আক্রমণ করছে বেশি।

Office of The Shyamsundarpur Gram Panchayat
(under Raipur P.S)
Dudhya*Barikul*Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER
No-10/PBG/2022-23, Dt.-09/03/2023(2 no. work)
No-11/PBG/2022-23, Dt.-09/03/2023(1 no. work)
Ref. Memo No.-89,90 Dt.-09.03.2023

Tenders are invited by the Pradhan, Shyamsundarpur Gram Panchayat for 03(Three) works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid **20.03.2023 up to 6 p.m.** For details contact office of the undersigned or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Shyamsundarpur Gram Panchayat

হোম থেকে পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন মীরা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৯ মার্চ ঃ আজ মীরাকে তার মা এবং মুম্বাই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক ও মেম্বার সেক্রেটারি জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট সুদীপ্ত বিশ্বাস, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সারদা গিরি এবং পিওআইসি সঙ্গীতা সাহু। জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারীক সুদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, হোমে তাদের চিরকাল রাখা যায় না। খোঁজখবর করে বাড়ি ফেরাতে হয়। সেই প্রক্রিয়া আজ সফল হল। শুধু বাড়ি ফেরানো নয়, যেটুকু সময় পাওয়া যায় হোমে রাখার জন্য সেই সময়কালে তাদের প্রতিভাগুলি খুঁজে তাকে বিকশিত করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোই হোমের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে নিমতৌড়ি তমলুক উন্নয়ন সমিতি হোম কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীরা। সেজন্য তারা প্রশংসার দাবি রাখে। দরিদ্র পরিবারে জন্মানো মেয়েটির লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ ছিল না। অপুষ্টি-অনাহারে বেড়ে ওঠা মীরার বিয়ে হয় মাত্র ১৩ বছর বয়সে। অনাহারের তাড়নায় মীরা রোজগারের জন্য কাজ শুরু করেন। রোড কন্ট্রাক্টারের অধীনে সামান্য পয়সার কাজ, তারপর ১৬ বছর বয়সে দুটি সন্তানের মা হয়ে ওঠা। রোজগার বাড়াতে হবে এই চিন্তায় প্রতিদিন কাজে আসা মীরাকে এমনই একদিন এক অচেনা মহিলা বলে ভিন রাজ্যে কাজে যাবে? প্রতিদিন অনেক টাকা পাবে, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের আনন্দে রাখতে পারবে, তাদের লেখাপড়া শেখাতে পারবে। এই লোভে মীরা রাজি হয়ে যান। নিজের জন্য নয়, ছেলে-মেয়েদের দু'বেলা পুষ্টিকর খাওয়ার দিতে পারবেন আর লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুলে পাঠাতে পারবেন এই কথা ভেবে মীরা রাজি হয়ে যান। তারপর অচেনা মহিলার সঙ্গে একদিন ট্রেনে উঠে পড়েন ২০১৬ সালে। ট্রেনে আসতে আসতে মীরার মন খারাপ হয় বাড়িতে ফেলে আসা ছেলে-মেয়ে আর মায়ের জন্য। কোন এক স্টেশনে নেমে পড়ে উদভ্রান্তের মতো নিজের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে মেছাদাতে নেমে হাঁটতে হাঁটতে রাতের দিকে রামতারকে এসে পৌঁছালে তমলুক থানার মোবাইল গাড়ির কর্মরত পুলিশের সন্দেহ হয়। তারা তখন মীরাকে উদ্ধার করে নিমতৌড়ি তমলুক উন্নয়ন সমিতির জুভেনাইল জাস্টিস হোমে আনে। তারপর হোম কর্তৃপক্ষ সিডব্লুসি-র অর্ডার করিয়ে হোমে রাখে। শুরু হয় শারীরিক চিকিৎসা, মানসিক কাউন্সেলিং। সঙ্গে সঙ্গে মীরার শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা, কাউন্সেলিং করে জানা যায় মীরার বাড়িতে মা, ছেলে-মেয়ে আছে। এবার বাড়ি ফেরানোর জন্য তোড়জোড় শুরু হল। মীরা বলতে থাকেন বিহারে বাড়ি, বিহারের ধারোড, একমিনার মসজিদ, নাদেরপেড়। এই নামগুলো আলতো আলতো হিন্দিতে বলেন। তখন হোমের ঈশিতা জানা, দেবশ্রী ত্রিপাঠিরা পুলিশের সহায়তা নিয়ে মোবাইলের সাহায্যে বিহারের ওই জায়গাগুলো খুঁজতে থাকেন, কিন্তু না পেয়ে অন্যান্য রাজ্যে আছে কিনা খুঁজতে খুঁজতে একটি নাম পান। তখন মহারাষ্ট্রের পুলিশের সাহায্য নিয়ে তল্লাশি শুরু করতে করতে হঠাৎ করে একদিন পারভনী জেলায় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ওরা জানায় ২০১৬ সালে ওখানে একটি মিসিং ডায়েরি হয়েছে মীরার নামে। তারপর মীরার ছবি পাঠানো হয়। সেখান থেকে চিনতে পারে। হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটিকে এরপর বাড়ি ফেরানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইতিমধ্যে মীরা হোম থেকে হাত সেলাইয়ের কাজ শিখে গেছেন। শুধু সেলাই নয়, খেলাধুলোও মীরা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করেন। স্পেশাল অলিম্পিকে এনসিসি ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে অংশগ্রহণ করে ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে আনেন। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মীরাকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে সম্মানিত করে ২০২১ সালে। সব মিলিয়ে জীবন যুদ্ধে হারিয়ে গিয়েও হোমে এসে মীরা হারিয়ে যায়নি। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে নিজের উপার্জিত প্রায় ৭০হাজার টাকা নিয়ে বাড়িতে পুত্র-কন্যার কাছে মায়ের হাত ধরে ফিরে যাচ্ছে মীরা হারনি গাইকোয়াড়। বাড়িতে ছেলে এখন চতুর্থ শ্রেণীতে আর কন্যা নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। মা বিমলা পান্ডুরাম গাইকোয়াড় দীর্ঘ ছয় বছর পরে মেয়েকে ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি। মীরা ফিরে গেলে সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবে মীরার পরিবার। হোমের সুপার সঞ্চিতা গিরি জানান, মীরা যখন হোমে আসে তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব বিধ্বস্ত ছিল। প্রায় অসম্ভব ছিল ওকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু মীরার একটা গুন ছিল। ও খুব মিশুকে আর পরিশ্রমী। এই গুনগুলোকে সম্বল করে হোমের পুরো টিম আর জেলা প্রশাসনের চেষ্টা ও নির্দেশকে কাজে লাগিয়ে ওর দক্ষতা বৃদ্ধি করে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এই সময়কালের সাফল্য আজকের মীরা। ও বাড়ি ফিরে যাচ্ছে মন খারাপ হলেও আমরা খুব খুশি ওর পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দিতে পেরে। এভাবেই সালমা, নাসিমা, সোনিয়া, পূজাদের বাড়ি ফেরানোর জন্য আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মীরার সম্পর্কে জানান, হোমে এলে সুস্থ সবল করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দক্ষতা বৃদ্ধি করে স্বনির্ভর করে বাড়ি ফেরানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এতেই আমাদের আনন্দ। মীরার জন্য হোমের অন্য সব বন্ধুদের মনে বড় দুঃখ, তবুও মীরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে এটাই আনন্দ।

আলিপুরদুয়ারে গলার নলি কেটে খুন যুবককে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ মার্চ ঃ হোলির দিন বীরপাড়া বটতলা এলাকায় দেবাশিষ সরকার নামে এক যুবকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করার অভিযোগ উঠলো প্রদীপ গুরুং নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা পৌঁছান। এরপরেই উত্তেজিত কিছু জনতা অভিযুক্তের বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেতেই দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে বাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যদিও ঐ সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি। নামানো হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঠিক কি কারণে খুন সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ের মার্চ, ২০২৩ মাসের ই-অকশন সূচী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী। জেএমপি ডিপোর সংশোধিত অকশনের তারিখ ৩০.০৩.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে ২৮.০৩.২০২৩ তারিখ পড়তে হবে। মার্চ, ২০২৩ মাসের জেএমপি ডিপো এবং অন্যান্য ডিপো ও ডিভিশনের অন্যান্য সকল তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে।

(Stores-107/2022-23)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীর শরীরে কড়াইয়ের ফুটন্ত জল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ মার্চ ঃ পারিবারিক অশান্তি ছিলই। তার জেরে হামেশাই বধূকে নির্যাতন করা হত বলে অভিযোগ। অশান্তির জেরে এবার অন্তঃস্বত্ত্বা বধূর শরীরে ফুটন্ত কড়াইয়ের জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার দুপুরের ঘটনা। টুম্পা সাহা নামে ওই বধূর আর্ত চিৎকারে ছুটে এসে স্থানীয়রাই তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন স্বামী। কিন্তু ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা তাড়া করে তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম দুলাল সাহা। শুধু প্রতিবেশীরাই নন, দুলালের কান্ডে ক্ষুব্ধ তার আত্মীয়েরাও। গ্রেফতারের পর তার সঙ্গে থানায় কেউই দেখা করতে যাননি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জামিন পাওয়ার পর বধূ না চাইলে দুলালকে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চার বছর আগে

মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রামে দুলালের সঙ্গে বিয়ে হয় বিহারের আমদাবাদের বাসিন্দা টুম্পার। তার দুই শিশুপুত্র রয়েছে। এ ছাড়া তিন মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা টুম্পা। বিয়ের পর থেকেই টুম্পাকে তার শাশুড়ি ও স্বামী কারণ-অকারণে নির্যাতন করত বলে অভিযোগ। গত কয়েকদিন ধরে নির্যাতন আরও চরমে উঠেছিল। তার শাশুড়ি একটি পাত্রে জল রেখেছিলেন। সেই জল উল্টে দেন টুম্পার ছেলে। এরপর সেই পাত্রটিকে টুম্পা খাটের তলায় রেখে দেন। টুম্পা পাত্রটি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেছে বলে ছেলে দুলালের কাছে নালিশ করেন। তখন টুম্পা তা খাটের তলায় রেখেছেন বলে জানান। কিন্তু মা-ছেলের কথার মাঝে কেন টুম্পা কথা বলছেন তা নিয়ে তাকে শাসাতে থাকেন দুলাল। এরপরেই ফুটন্ত কড়াইয়ের জল পিছন থেকে তার শরীরে ঢেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চাঁচলের এসডিপিও শুভেন্দু মণ্ডল বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। টুম্পা বলেন, কড়াইয়ে আলু সেদ্ধ করছিলাম। পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে মটরশুটি ছাড়াচ্ছিলাম। সেই জল আমার শরীরে পিছন থেকে আচমকা ঢেলে দেওয়া হয়। যে এমন আচরণ করতে পারে তার সঙ্গে আর সংসার করতে চাই না।

পরীক্ষার্থীর দেহ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৯ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত কাঁঠালহাট হোসেনপুর এলাকায় ঘর থেকে উদ্ধার হল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রক্তাক্ত দেহ। পরিবার ও গ্রামবাসীদের সন্দেহ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ছাত্রীকে। ঘটনার পিছনে প্রেমের সম্পর্কর তথ্যও উঠে আসছে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রীর নাম রুমা রায় (ঝিলি)। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তার। বুধবার রাতে খাওয়ার পর নিজের ঘরে চলে যায় রুমা। অন্য ঘরে ছিলেন মা, বাবা। প্রতিদিন সকালে বাড়ির গবাদিপশু মাঠে দিতে যায় রুমা। কিন্তু এদিন রুমার কোনও সাড়া শব্দ মিলছিল না। এতেই সন্দেহ হয় বাবা-মায়ের। তাঁরা মেয়ের ঘরের দরজা ধাক্কা দেন। দেখা যায়, ঘরের মেঝেতে উলটো হয়ে পড়ে রয়েছে রুমার দেহ। রক্তাক্ত মুখ, চোখের পাতা খুবলে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে গলায় জড়ানো ছিল ওড়না। খবর পেয়ে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতার বাবা অজয় রায় ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি জানান, দোল উপলক্ষ্যে গত সোমবার বাড়ি এসেছেন। তার মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের ভালাবাসার সম্পর্ক ছিল। মোবাইলে আর ডি নাম দিয়ে মজুত করা একটি নম্বর থেকে ফোন আসত। কে সেই আর ডি তা তাঁরা জানেন না। তাদের ধারণা রাতে কেউ এসেছিল। সে কোনওভাবে মেয়ের ঘরে ঢুকেছিল। মৃতার পিসি ঝর্ণা রায়, গ্রামবাসী গোপাল সরকার বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম রুমা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু পরেই দেখি রুমার মুখ ক্ষতবিক্ষত। আমাদের ধারণা এটি খুন। মেয়েটির সঙ্গে যৌন অত্যাচারের বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারছি না আমরা। দোষীকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। গ্রামবাসী সূত্রে অবশ্য খবর, যে ছেলেটির সঙ্গে রুমার প্রেম ছিল সে এই মূহুর্তে ভিন রাজ্যে রয়েছে।

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASIHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 26-PS/Ch1/2022-23 dated 09/03/2023.** Last Date of Bid Submission: **17/03/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **21/03/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Mashat:: Hooghly

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide **NIT No. WB/BCWTD/NIT-04(e)/2022-23 & Tender Id:**
2023_DMPM_489338_1,
2023_DMPM_489342_1,
2023_DMPM_489349_1,
Online Bid submission end date on **13/03/2023** up to **6:00 P.M.** Details may be seen on website-http://wbtenders.gov.in

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

SALVAGE DISPOSAL

Sealed tender invited against approx. 2055 nos. fire & water damaged plyboard of thickness 4 mm and size 2140 x 1220 mm to 3050 x 1220 mm **Inspection Date:** 14.3.2022 at Greenply Industries Ltd., Sankrail, WB. **Contact Person:** Mr. Bipin Das-9163365568

Earnest Money:
Two Lacs DD in name of Greenply Industries Ltd.

Sealed Tender Deposit: 18.03.2022 at office of G. C. Sahu, 11 Clive Row, 5th Floor, Room C-503, Kolkata – 700001.

Bidders having PAN, GST, e-mail, mobile may participate.
Tender may be cancelled by the advertiser due to insufficient bidders and non – reasonability of bid amount.

মাতৃসদন গড়ে তোলার দাবিতে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৯ মার্চ ঃ কান্দি মহকুমা মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মাতৃসদনের কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদল থেকে একাধিক পরিবর্তন ঘটলেও কান্দির প্রায় একই চিত্র রয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে মাতৃসদন গড়ে তোলার দাবিতে কান্দি যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কান্দি মহকুমা কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে পদযাত্রা করে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল ডেপুটেশন জমা দেন। এদিন কান্দি যুব কংগ্রেসের কর্মীরা এবং কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাক্তার রাজেশ সাহাকে ডেপুটেশন প্রদান করে যুব কংগ্রেসের নেতা নরোত্তম সিংহ জানান, কান্দি মহকুমা হাসপাতালে মাতৃসদন গড়ে তোলা হলে কান্দি মহকুমার গর্ভবতী মহিলারা উপকৃত হবেন এবং গরিব মানুষ যারা রয়েছেন তাদেরকে হাসপাতাল থেকে নার্সিংহোমে যেতে হবে না। বাচ্চা প্রসবের জন্য তাই কান্দি মহকুমা হাসপাতালে একটি মাতৃসদন গড়ে তোলা অত্যন্ত দরকারি বিষয়। এছাড়াও মাতৃত্বকালীন বিভিন্ন সমস্যার সুযোগ নিয়ে নার্সিংহোমের ব্যবসা শুরু করেছে ডাক্তার থেকে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। মাতৃসদন গড়ে উঠলে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে বলে মন্তব্য করেন যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব। যুব কংগ্রেসের কাছ থেকে ডেপুটেশন পাওয়ার পর সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপার ড. রাজেশ সাহা। এখন দেখার বিষয় আদৌ কি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে মাতৃসদন গড়ে উঠবে, নাকি যুব কংগ্রেসের এই আন্দোলন বাস্তবে রূপ পাবে না।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **KMC/S_D/D/13/2022-2023 (1st Call)**
Name of work: **Manufacturing, supply with fitting fixing of S.S. structural valve operating platform of the DWF sump pump including renewing of its adjoining ladder at DLPS.** Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **14 days**.

2. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/GRBU/JOKA/M-12R/22-23 (2nd Call)**
Name of work: **Repairing and overhauling of 100 LPS capacity submersible pump unit no. 1 & 2 at Joka combined DPS under GRBU unit.** Estimated Cost: **Rate to be Quoted**. Earnest Money: **₹ 10,000**. Period of Completion: **40 days**.

3. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/25/22-23 (1st Call)**
Name of work: **Repairing & installation of SS-304 impeller shaft for pump unit no. D and manufacturing, supply & fitting fixing two nos. mechanical seal of pump unit no. D & spare pump unit no. 1 with allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be Quoted**. Earnest Money: **₹ 8,600**. Period of Completion: **25 days**.

4. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/GRBU/JOKA/M-13R/22-23 (2nd Call)**
Name of work: **Removal of floating materials from screen chamber & sump chamber by engagement of diver to ensure trouble free operation of pump units at Joka combined drainage pumping station under Garden Reach & Behala unit.** Estimated Cost: **Rate to be Quoted**. Earnest Money: **₹ 4,000**. Period of Completion: **180 days**. Last date and time of submission of bid: **25.03.2023 – 5.00 p.m.** (for Sl.No. 1), **22.03.2023 at 12.00 noon** (for Sl.No. 2 & 4), **23.03.2023 at 12.00 noon** (for Sl.No. 3). The bid forms and other details are available on and from **14.03.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 4). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (for Sl.No. 1).

The **DG(Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: **KMC/RRD/AR/E-03/2022-23/M-Y**
Name of work: **Continuation of 'Annual Maintenance of different electrical appliances at Road Roller Department'.** Estimated Cost: **₹ 3,56,913.00**. Earnest Money: **₹ 7,200.00**. Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of bid: **27.03.2023, 11.00 a.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **29.03.2023, 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.03.2023, 11.00 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg., Z-IV/Br-XII, KMC** invites tender online, two part bid system for following work:
NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/305/22-23**
Name of work: **Installation of lighting system at Ganguly Pukur More & Safuipara More at Ward No.-105.** Estimated Amount: **Part A: ₹ 35,318.99 and Part B: Open Quotation**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of completion of bid: **21.03.2023 up to 3.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.03.2023 from 3.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Zone-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2022-2023/387**
Name of work: **Supply, delivery & installation of water purifier & allied electrical works at UPHC-79, 96/2, Karl Marx Sarani, Kol-23.** Estimated Amount: **₹ 1,46,433.84**. Earnest Money: **₹ 3,000.00**. Period of Completion: **10 days**.

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2022-2023/388**
Name of work: **Supply, delivery & installation with MS Structure of 02 nos. LED Signage Board at top of the UPHC-79 with associated electrical accessories at 96/2, Karl Marx Sarani, Kol-23.** Estimated Amount: **₹ 4,42,258.64**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2022-2023/389**
Name of work: **Supply, delivery & installation with MS Structure LED Signage Board infront of the UPHC-79 with allied electrical works at 96/2, Karl Marx Sarani, Kol-23.** Estimated Amount: **₹ 3,36,566.34**. Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2022-2023/390**
Name of work: **Installation of PA system & intercom system at UPHC-79 at 96/2, Karl Marx Sarani, Kol-23.** Estimated Amount: **₹ 3,58,546.78**. Earnest Money: **₹ 7,200.00**. Period of Completion: **15 days**.

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2022-2023/391**
Name of work: **Installation of CCTV & Video Monitoring System at UPHC-79 at 96/2, Karl Marx Sarani, Kol-23.** Estimated Amount: **₹ 3,58,473.98**. Earnest Money: **₹ 7,200.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **18.03.2023 (2.00 p.m.)** (for Sl.No. 1 to 5). Tender Opening Date: **20.03.2023 (2.00 p.m.)** (for Sl.No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **10.03.2023 (2.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 5).

1147/22-23

কাটিহার মণ্ডলে বিজ্ঞাপনের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে বিজ্ঞাপনের জন্য ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। টিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এডিভিটি-মার্চ-২৩

এসাইটি সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-কেআইআর-এসজিইউজে-৩এইচ-১২৯-২২-২ (এডভার্টাইজিং-আইটি অফ হোম)	বর্ধমান রোড/শিলিগুড়িতে বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লে
এএ/২	এডিভিটি-কেআইআর-কেআইআর-৩এইচ-১৬১-২৩-১ (এডভার্টাইজিং-আইটি অফ হোম)	কাটিহার মণ্ডলের কাটিহার-যোগবানী খণ্ডে কেবল টেন্ডারের জন্য নির্দিষ্ট/নির্ধারিত স্থানে অধিকাংশে বিজ্ঞাপনের ঠিকা প্রদান
এএ/৩	এডিভিটি-কেআইআর-আরএনআই-৩এইচ-১৪-২২-১ (এডভার্টাইজিং-আইটি অফ হোম)	নিউ জলপাইগুড়িতে জলের ট্যাঙ্কের উপরে বিজ্ঞাপন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৩ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৩ তারিখে ১২.৫০ ঘন্টায়। প্রারম্ভিক কুলিং অফের সময়সীমা ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লটসমূহের সমাপনী ব্যবধান ১০ মিনিট। টোকায় প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ/অংশগ্রহণকারীগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জুনিয়রকে লোহার রড দিয়ে মারলেন সিনিয়ররা

জবলপুর, ৯ মার্চঃ জবলপুরের রানিতাল সাই স্পোর্টস সেন্টারের হোস্টেলে ঘটল এক রোমহর্ষক দুর্ঘটনা। এই স্পোর্টস সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিতে আসা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে গুন্ডামির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কিছু সিনিয়রদের হাতে অত্যাচারিত হলেন জুনিয়র ক্রীড়াবিদ। ভালো খেলার কারণে লোহার রড দিয়ে মার খেতে হলো তাঁকে। অভিযোগ একটাই, সিনিয়রদের থেকে সে ভালো খেলে। জবলপুরের রনিতাল স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্রে এক নাবালক ক্যারাটে খেলোয়াড়কে নির্দয়ভাবে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ, ওই নাবালক খেলোয়াড় নিজের সিনিয়রদের থেকে ভালো খেলে। জুনিয়রের প্রতিভার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এহেন আচরণ করে তার সিনিয়ররা, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। শুধুই কি ঈর্ষা? কিন্তু কেন এই বর্বরতা? বেতুল জেলার এক নাবালক গত এক বছর ধরে জবলপুরের এই স্পোর্টস ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। উক্ত ওই খেলোয়াড়ের জন্মদিনে কয়েকজন সিনিয়র নিছক ইয়ার্কির ছলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করে। কিন্তু হঠাৎ করেই আরও বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষণরত খেলোয়াড় লোহার রড নিয়ে চড়াও হয় তাঁর ওপর। তারপর নির্মমভাবে অত্যাচারিত হওয়া জ্ঞান হারায় ওই নাবালকের। তড়িঘড়ি করে হোস্টেলের বাকিরা ওই নাবালককে হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার কথা জানতে পেরেই নাবালকের বাবা জবলপুর পৌঁছন এবং সাই আধিকারিক ও পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ক্রীড়াবিদদের হোস্টেল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। নাবালকের বাবার করা অভিযোগের ভিত্তিতে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেওয়া চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছেন সাই স্পোর্টস ক্লাবের কর্মকর্তারা। পরবর্তী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্লাবের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। নাবালকের বাবা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত সিনিয়র খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে কেউ ভবিষ্যতে এরকম আচরণ না করে।

শুরুতে ক্যাচ মিস, সামির জোড়া উইকেট

খোয়াজার শতরানে অস্বস্তি ভারতীয় শিবিরে

আমেদাবাদ, ৯ মার্চঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করতে চতুর্থ টেস্ট জিততেই হবে ভারতকে। কিন্তু আমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দিনের শেষে অস্বস্তিতে ভারত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া। দু-দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শুরু হাইভোল্টেজ চতুর্থ টেস্ট। ম্যাচ শুরুর আগে হয়েছে জমকালো অনুষ্ঠান। এত দর্শক উপস্থিতিই কি বাড়তি চাপ তৈরি করল শ্রীকার ভরতের! হতেও পারে। মহম্মদ সামির জোড়া উইকেট ভারতীয় দলকে বিরাট স্বস্তি দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনের শেষে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান তুলে নিয়েছে। তবুও ব্যাটসম্যানদের। উমেশ যাদবের ওভারে ২টি চার মারেন ক্যামেরন গ্রিন। তবে ভারতের তরফ থেকে শামি শর্ট বলে গ্রিনকে বেশ কয়েকবার চ্যালেঞ্জ জানালেন। গ্রিন দুটো বলে আঘাতও পেলেন। আবার পাল্টা মারলেন। বুঝিয়ে দিলেন অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কম হলেও সাহসের কমতি নেই তার। অন্যদিকে উসমান খোয়াজা নিজের প্রথম ভারত সফরের সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। বলা ভাল দিনের শেষ সেশনে ভারত দুটো উইকেট নিলেও অস্ট্রেলিয়া যথেষ্ট পজিটিভ ক্রিকেট খেলেছে। মেরিট বুঝে খেলেছে। খুব ঝুঁকি যেমন নেয়নি, তেমনই ভারতীয় বোলারদের মাথায় উঠতে দেয়নি। অক্ষর, অশ্বিন রোহিত শর্মাকে দেখে এদিন মাঝে মাঝেই বিচলিত মনে হচ্ছিল। সেটাই স্বাভাবিক একজন অধিনায়কের জন্য। দেখে মনে হচ্ছে প্রথম দুটো টেস্ট হেরে নিজেদের ভুল ভ্রান্তি সম্পূর্ণ ঠিক করে নিয়েছে ক্যাঙ্গারু ব্রিগেড। উল্টে ভারতই এখন সমস্যায় ভুগছে। গ্রিন টিকে গেলেও কিন্তু ভারতের কপালে দুঃখ আছে। এই দীর্ঘদেহী অলরাউন্ডার অনেক হিসেব বদলে দিতে পারেন। ভারতের একাদশে আমেদাবাদে একটিই পরিবর্তন হল। মহম্মদ সিরাজের জায়গায় মহম্মদ সামি। ইন্দোর টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল এই অভিজ্ঞ পেসারকে। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ইনিংসের ষষ্ঠ

প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় দল হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারল না। সৌজন্যে উসমান খোয়াজার শতরান। এই নিয়ে দ্বিতীয় ভারত সফর (টেস্ট সিরিজ) উসমান খোয়াজার। প্রথম সফরে এক ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি। এই সফরে শতরান করে স্মরণীয় করে রাখলেন। দিনের শেষ মুহূর্তে শতরান পূর্ণ করেন উসমান খোয়াজা। এই সিরিজে মূলত দাপট দেখা গিয়েছে বোলারদের। আমেদাবাদের পিচ ব্যাটারদেরও স্বস্তি দিল। সিরিজে এই নিয়ে দ্বিতীয় শতরান দেখা গেল। নাগপুর টেস্টে শতরান করেছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শেষ ম্যাচে খোয়াজা। দিনের শেষে ১০৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন উসমান খোয়াজা। সঙ্গী ক্যামেরন গ্রিন। তিনি ৪৯ রানে ক্রিজে রয়েছেন। পুরনো বলে ভারতীয় স্পিনারদের সামনে স্বচ্ছন্দ দেখায়নি অজি একটিও উইকেট পাননি। তবে ভারতের বোলারদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে দ্বিতীয় দিন সকালের প্রথম সেশনে দুটি উইকেট তুলে নেওয়া। রবি শাস্ত্রী মনে করছেন আজ সেভাবে ভারতীয় স্পিনাররা উইকেট থেকে সাহায্য না পেলেও দ্বিতীয় দিন ঘণ্টা খানেক পরে সাহায্য পেতে পারেন। তখন অশ্বিন, জাদেজা, অক্ষর কতটা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারেন সেটাই দেখার। তবে অস্ট্রেলিয়া একটা অদ্ভুত শান্ত মাথায় নিজেদের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের আসল লোক খোয়াজা। শুধু সেঞ্চুরি করেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। তার দায়িত্ব হবে বড় রান করা। প্রথম ইনিংসে এমন একটা টোটাল খাঁড়া করতে চায় অস্ট্রেলিয়া যাতে ভারত চাপে পড়ে যায়। ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয় হলে অস্ট্রেলিয়ার হাতে সে ক্ষেত্রে ফলো অন করানোর জায়গা থাকবে। ওভারে উমেশ যাদবের বোলিংয়ে ট্রাভিস হেডের ক্যাচ ফসকান উইকেটকিপার শ্রীকার ভরত। এই ম্যাচে তাঁর পরিবর্তে খেলানোর কথা ছিল ঈশান কিষাণকে। শেষ অবধি সুযোগ দেওয়া হয় ভরতকেই। হেডকে ফেরান অশ্বিন। ব্যক্তিগত ৩২ রানে মিড অনে জাডেজা ক্যাচ নেন। মহম্মদ সামি ফেরান মার্নাস লাবুশেন ও পিটার হ্যান্ডসকম্বকে। দু-জনের উইকেট উপড়ে ফেলেন। অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ সিরিজে তাঁর সর্বাধিক স্কোর করলেন। এই সিরিজে এখনও অবধি ৩৭ রান সর্বাধিক ছিল তাঁর। এ দিন করলেন ৩৮। স্মিথকে বোল্ড করেন জাডেজা। পিচ থেকে টার্ন পেলেও গত পিচ গুলির মতো শার্প টার্ন নয়। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন দ্রুত খোয়াজা সহ অজি দলকে অন্তত ৩৫০-র মধ্যে আটকে রাখাই লক্ষ্য হবে ভারতীয় শিবিরের।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ টেস্টে আমেদাবাদে 'ক্রিকেট পে চর্চা' মোদি-অ্যালবানিজের

আমেদাবাদ, ৯ মার্চঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ, শেষ টেস্ট ম্যাচ দেখতে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হাজির হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। চতুর্থ টেস্ট শুরু হওয়ার আগে হুডখোলা গাড়িতে করে মাঠ পরিদর্শন করেছেন মোদি-অ্যালবানিজ। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ টেস্টের বল মাঠে গড়ানোর আগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে বিশেষ টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই মঞ্চেই অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন স্টিভ স্মিথের হাতেও বিশেষ টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। এরপর দুই দলের অধিনায়কের সঙ্গে একসঙ্গে পোজ দিয়ে ছবিও তোলেন মোদি-অ্যালবানিজ। ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে দুই দলের অধিনায়কদের সঙ্গে মাঠে প্রবেশ করেন মোদি-অ্যালবানিজ। রোহিত এবং স্মিথ দলের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গান মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গান অ্যালবানিজ। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটীয় সম্পর্কের ৭৫ বছরের পূর্তিতে এক বিশেষ কয়েনে টস করা হয়েছে আমেদাবাদ টেস্টে। মোদির সঙ্গে এরপর খোশমেজাজে গল্প করেন অ্যালবানিজ। অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে রোহিত-স্মিথদের দ্বৈরথ উপভোগ করেন মোদি। যে ছবি দেখে সকলে বলতে শুরু করেছেন, আমেদাবাদে হচ্ছে 'ক্রিকেট পে চর্চা।' রোহিত-স্টিভদের লড়াই দেখার ফাঁকে মোদি-অ্যালবানিজকে সেলফি তুলতেও দেখা গিয়েছে।

হায়দরাবাদে ম্যাচ গোলশূন্য, স্বস্তি নিয়েই ফিরছে এটিকে মোহনবাগান

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চঃ গত বারও মুখোমুখি হয়েছিল হায়দরাবাদ এফসি ও মোহনবাগান। অ্যাওয়ে ম্যাচে ০-১ ব্যবধানে হেরেছিল এটিকে মোহনবাগান। এ বার আর তার পুনরাবৃত্তি চায়নি সবুজ মেরুন। এগিয়ে থেকেই হোম ম্যাচ খেলার লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিল হুয়ান ফেরান্দোর দল। ম্যাচের ১০ মিনিটের মধ্যে এটিকে মোহনবাগানকে বিপদ থেকে বাঁচান বিশাল কাইথ। জোয়েল চিয়াঙ্গের জোরালো হেড অনবদ্য সেভ করেন এটিকে মোহনবাগান গোলরক্ষক। ম্যাচের প্রথম আধঘণ্টায় প্রতিপক্ষ গোলে একটিও শট নিতে পারেননি এটিকে মোহনবাগান আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। তাদের ডিফেন্স অনবদ্য পারফর্ম করেছে। প্রথম আধঘণ্টায় প্রতিপক্ষের অন্তত সাতটি চেষ্টা আটকে গিয়েছে সবুজ মেরুন রক্ষণে। এই চিত্রটা দেখা গেল আরও দীর্ঘ সময়। তবে এ বার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং অ্যাওয়ে ম্যাচে হায়দরাবাদ থেকে না হেরেই ফিরছে এটিকে মোহনবাগান। প্রথমার্ধের শেষ দিকে দিমিত্রি পেত্রাতোসের ফ্রি-কিকে হেড করেন মনবীর। গোলের সামনে প্রীতম কোটাল। পা ছোঁয়ালেই গোল। যদিও প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের বুদ্ধির কাছে প্রীতমের চেষ্টা ব্যর্থ। না হলে ১-০ এগিয়ে যাওয়ার সোনালি সুযোগ এসেছিল সবুজ মেরুন শিবিরে। প্রথমার্ধে সবুজ মেরুন রক্ষণকেই বেশি ব্যস্ত থাকতে হল। ০-০ স্কোর লাইনেই বিরতিতে যায় এটিকে মোহনবাগান ও হায়দরাবাদ এফসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অনবদ্য একটা সুযোগ তৈরি করে এটিকে মোহনবাগান। যদিও তা বাঁচিয়ে দেন হায়দরাবাদ এফসি গোলরক্ষক গুরমীত সিং। এরপরই আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে হায়দরাবাদ। এ বার অল্পের জন্য পোস্টে লাগে। আরও এক বার রক্ষা পায় এটিকে মোহনবাগান। ম্যাচের সময় ঘণ্টাখানেক পেরোতেই এটিকে মোহনবাগানের আরও একটা সুযোগ। মনবীরের সুযোগ ছিল পেত্রাতোস কিংবা বোমাসকে পাস দেওয়ার। তিনি নিজেই শট নেন। সোজা গোলরক্ষকের হাতে। পেত্রাতোস ও বোমাস শট নেওয়ার জন্য আরও ভালো পজিশনে ছিলেন। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোল শূন্যই থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫ মিনিট অ্যাডেড দেওয়া হয়। তাতেও কোনও ফল হয়নি। ফাইনালে কারা উঠবে, নির্ধারণ হবে যুবভারতীতে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচের পরই।

'আমরা সেরাটাই দিতে পারিনি' পিএসজির হারের পর বললেন এমবাপে

মিউনিখ, ৯ মার্চঃ তারকাখচিত টিম করেও কেন সাফল্য আসে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে আরও একবার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোতেই যাত্রা থেমে গেল পিএসজির। বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচেও হারতে হল প্যারিস সাঁজাকে। ২-০ হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিল মেসি, এমবাপের পিএসজির। শেষ ষোলোর দুই লেগেই মিউনিখের বিরুদ্ধে গোল করতে পারল না ক্রিস্টোফে গল্টিয়ারের দল। প্রথম লেগে ১-০ গোলে হারার বদলা নিতে পারলেন না লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপেরা। এ বার দ্বিতীয় লেগেও দুই গোলে হেরে গেলেন তাঁরা। এই নিয়ে গত সাত বছরে পাঁচবার শেষ ষোলোতেই তাদের দৌড় শেষ হল। অন্য দিকে, ট্রফি জয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করল তারা। বায়ার্নের কাছে হেরে বিপর্যস্ত গল্টিয়ার বলেন, ''খুবই হতাশাজনক ঘটনা। এটা আমাদের মেনে নিয়েই এগিয়ে চলতে হবে। এমনকি, ড্রেসিং

রুমেও চরম হতাশাজনক পরিস্থিতি। আমি জানি না এই ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত কিনা। তবে দলের প্রত্যেকেই খুবই হতাশ। যদি আমরা প্রথমে গোল করতাম, তা হলে হয়তো ফলাফল অন্য হত। কিন্তু আমরা পারিনি।'' ম্যাচের শুরুর দিকে কিন্তু বেশ আগ্রাসী মনে হচ্ছিল পিএসজিকে। শুরুর পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বেশ কয়েক বার গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন মেসিরা। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি মেসি, এমবাপেরা। অন্য দিকে, ম্যাচের ৬১ মিনিটের মাথায় বায়ার্নের হয়ে প্রথম গোল করে এরিক ম্যাক্সিম। তার পরে, নির্ধারিত সময়ের শেষের দিকে সার্জে নাব্রির গোলে জয় নিশ্চিত করে নেয় নাগেলসম্যানের দল। এই হারের প্রসঙ্গে এমবাপে বলেন, ''এইসময় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লিগ ওয়ানে মনোনিবেশ করা। বায়ার্নের দল খুব শক্তিশালী। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার জন্য ওরা তৈরি। মরশুমের শুরুতেই বলেছিলাম, আমরা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা নিজেদের সামনে যে লক্ষ্য রেখেছিলাম, সেটা পূরণ করতে পারিনি। এ বার আমাদের লক্ষ্য হবে লিগ ওয়ান।''

হয়তো শেষ আইপিএল! অভিনব ফেয়ারওয়েল ধোনিকে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চঃ ৩১ শে মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল। প্রথম বারের জন্য এই টুর্নামেন্টের ডিজিটাল সম্প্রচার স্বত্ব পেয়েছে ভায়াকম ১৮ নামক সংস্থাটি। চার-ছক্কার হইচই শুরুর ঠিক আগেই ভারতের এক কিংবদন্তি অধিনায়ককে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে ওই সংস্থা। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর পরিসংখ্যানও বেশ ভালো। ইনি হলেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক এমএস ধোনি। ভায়াকম ১৮ এর প্রথম আইপিএলে তিনি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের দায়িত্ব সামলাবেন। ভায়াকম ১৮ তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ভারতের সবচেয়ে অত্যন্ত সফল ও চারবার আইপিএলজয়ী অধিনায়ক 'থালা'কে নিয়োগ করেছে। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে মাহিও বেশ খুশি। ডিজিটাল মাধ্যমে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ একে অপরের পরিপূরক। এই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন মাহি। ধোনি বলেছেন, ''আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, খেলাধুলা সবচেয়ে ভালো উপভোগ করা যায় আরাম করে নিজের বাড়িতে বসে অথবা চলার পথে যান বাহনে। একমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমেই নিজের পছন্দ মতো এবং ইচ্ছা মতো দর্শকরা খেলা দেখতে পারেন। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহী।'' ভায়াকম ১৮ স্পোর্টসের কর্ণধার অনিল জয়রাজ বলেছেন, ''অধিনায়ক ধোনি কিংবা ম্যাচ উইনার ধোনি কেমন, সকলেরই জানা। কিন্তু ওঁর নম্র ব্যবহার, সততা, স্বচ্ছতার প্রতি আকৃষ্ট হয় সবাই। ধোনি নিজেকে ক্রিকেটের মাধ্যমে অতুলনীয় বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছেন। দ্রুত বিকশিত হচ্ছেন। সেই জন্যেই ওঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ওঁর এই গুণ আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

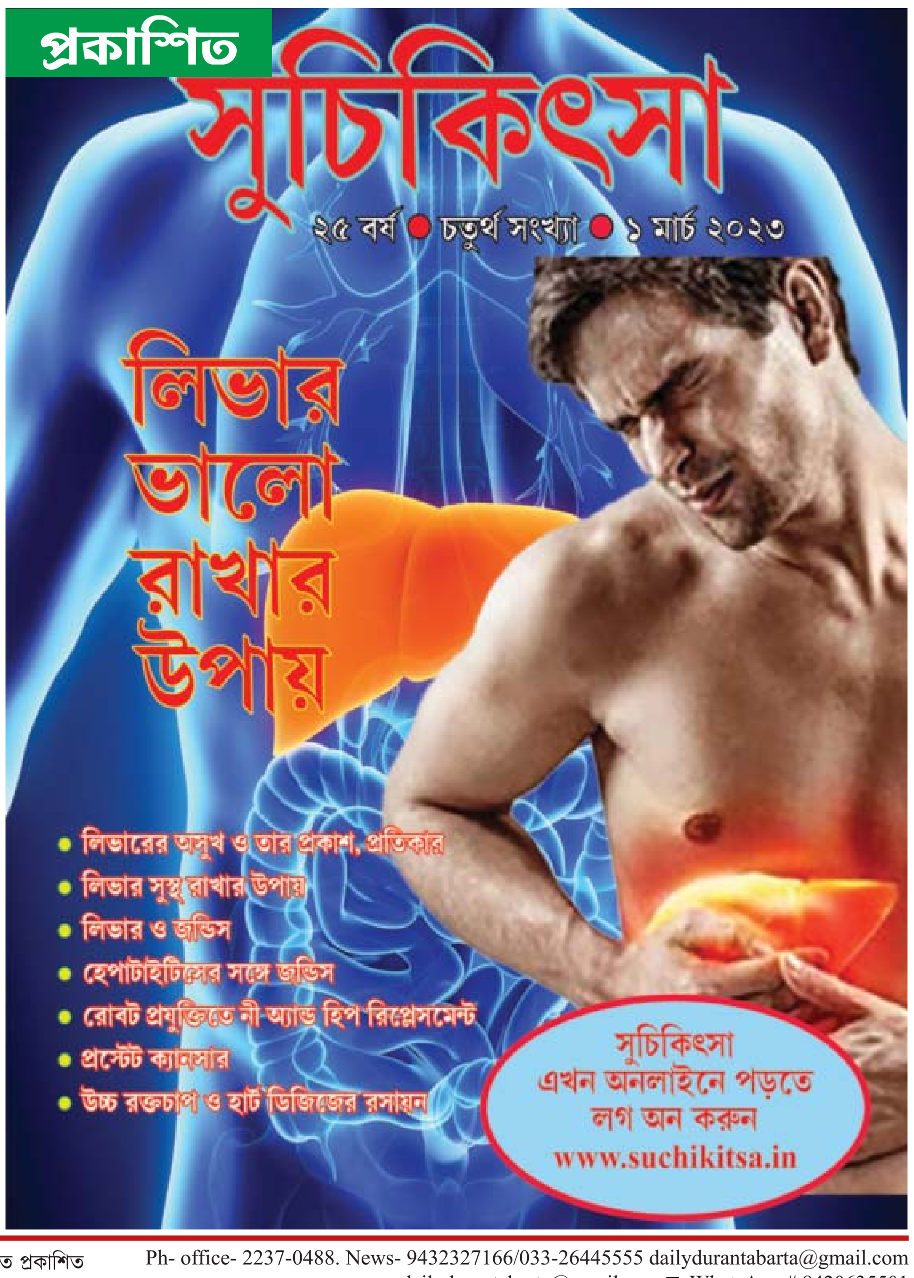

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় মেসিদের

মিউনিখ, ৯ মার্চঃ অ্যালিয়েঞ্জ এরিনায় বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে লিওনেল মেসির পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যাত্রা শেষ হল। এই নিয়ে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ-১৬ থেকে বিদায় নিল পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে হেরেছিল পিএসজি। শেষ আটে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে হত মেসি-এমবাপেদের। কিন্তু শেষ অবধি খালি হাতে ফিরতে হয়েছে পিএসজিকে। গোলশূন্য ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যেত বায়ার্ন। পিএসজির বিরুদ্ধে বায়ার্নের ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। তবে জার্মান জায়ান্টসরা গোলশূন্য অবস্থায় ম্যাচ শেষ করেনি। দ্বিতীয়ার্ধে বায়ার্ন দুই গোল করে। অন্যদিকে পিএসজি একটি বারের জন্যও গোলের মুখ খুলতে পারেনি।

যার ফলে শেষ অবধি ২-০ ব্যবধানে জিতে শেষ আটে পৌঁছে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। পিএসজির বিরুদ্ধে ৬১ মিনিটের মাথায় গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন এরিক ম্যাক্সিম চুপো মোটিং। ৮৯ তম মিনিটের মাথায় সার্জ নাব্রি বায়ার্নের হয়ে দ্বিতীয় গোল করে পিএসজির হার নিশ্চিত করে দেন। চোটের কারণে পিএসজির পুরো মরসুম থেকে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। যে কারণে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়তি দায়িত্ব ছিল লিওনেল মেসি-কিলিয়ান এমবাপেদের। প্রথমার্ধে বায়ার্নের রক্ষণে একাধিকবার হানা দেয় পিএসজি। তবে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই পিএসজির এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এমবাপের শট আটকে দেন বায়ার্ন গোলকিপার ইয়ান সোমার। একাধিকবার চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। যার ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ ব্যবধানে হেরে এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিল মেসির পিএসজি। বায়ার্নের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছনোর দিন জিতেছে এসি মিলানও। দুই লেগ মিলিয়ে টটেনহ্যাম হটস্পারকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছে এসি মিলান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501